(শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

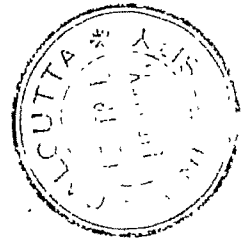

(১৩৪৮—)

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী
কর্ত্তৃক
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত।

P 30611

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক
নিধনপুরের তাম্রফলক বা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে সম্পাদকের বিবৃতি	শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব	শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত
"তত্ত্বালোচনা" সম্বন্ধে বিনীত নিবেদন	শ্রীসারদাচরণ ধর

H04931 P3061

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৮ বাংলা | ১ম সংখ্যা — ৪

নিধনপুরের তাম্রফলক
বা
ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

পুরের তাম্রফলক সম্বন্ধে স্বর্গীয় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ ভাণ্ডার : রাধাগোবিন্দ বসাক, রায় বাহাদুর অমবনাথ রায়, রায় বাহাদুর কনকলাল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, স্বর্গীয় ডাঃ কিশোরী প্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ১৩১৯ বাংলা হইতে আলোচনা আসিয়াছেন। কিন্তু ইহা শ্রীহট্টের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয় হইলেও য় সকলের জানা নাই বলিয়া শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠক-এবং শ্রীহট্ট জিলার সকলের অবগতির জন্য লেখনী ধারণে উদ্যত হইলাম। পণ্ডিত ও গবেষকগণ এই বিষয়ে আলোচনা করার পর আমার ন্যায় ক্তির এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা শোভনীয় বিবেচিত না হইলেও বিষয়টী ও ইহার একটী দিক সুবিবেচিত না হইয়া লোক-লোচনের অন্তরালে য়াছে ভাবিয়া আমার প্রাণের আবেগে এই বিষয়ের অবতারণা করিতে ইলাম।

নিধনপুর গ্রামে তাম্রফলকগুলি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া এগুলি নিধন তাম্রফলক রূপে খ্যাত হইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্বাংশে স্থিত করিমগঞ্জ ডিভিসনের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড পরগণাভুক্ত নিধনপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। প কালা অর্থাৎ বড় পঞ্চখণ্ড, পঞ্চখণ্ড ক্ষুদ্দ অর্থাৎ ক্ষুদ্র পঞ্চখণ্ড, বাহাদু আরেঙ্গাবাদ-মাটিকাটা ও সাবাজপুর এই পাঁচটি ক্ষুদ্র পরগণা সাধারণতঃ প নামে খ্যাত। পঞ্চখণ্ডের উত্তরদিকস্থ কুশিয়ারা নদীর তীরস্থ বৈরাগী (বাজার ও ষ্টীমার ষ্টেশন) হইতে দক্ষিণমুখী যে সড়ক বিয়ানীবাজার ও হইয়া লাতু রেলষ্টেশনে গিয়াছে সেই সড়কে বৈরাগীবাজার হইতে দক্ষি গমনকালে পর পর নিম্নলিখিত গ্রামগুলি পাওয়া যায় :—খসীর, খাসা (প্রব দিঘীরপার), অনিপণ্ডিত (প্রকাশিত পণ্ডিতের পাড়া), নয়াগ্রাম, দা সুপাতলা ও নিধনপুর (প্রকাশিত নিদনপুর)।

এই নিধনপুর গ্রামের সেখ মশরফ নামক এক ব্যক্তি ১৩১৯ বাংলার মাসে তাহার বাড়ীতে তাহার গরুঘরের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র মাটীর স্তূপ সময়ে অনুমান ১½ দেড় হাত মাটির নীচে এই তাম্রফলকগুলি পাইয়া পঞ্চখণ্ড দাসগ্রাম নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় পবিত্রনাথ দাস মহাশয় মশরফ কর্ তাম্রফলকের ৪ চারিখানা উদ্ধার ক্রমে পঞ্চখণ্ড অনিপণ্ডিত সংস্কৃত লাই দান করেন। মশরফের কন্যা ফলকগুলির প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার উক্তি করিয়াছিল এবং ৭ সাতখানা ফলক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াছিল। ফ প্রাপ্তির সমসময়েই সুপাতলা গ্রামস্থ ৺ বাসুদেব বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী পু পঙ্কোদ্ধার হইতেছিল। যে সকল শ্রমিকেরা উক্ত কার্য্যে রত ছিল পূর্ব্বে মশরফ ও তাহাদের একজন ছিল। স্বর্গীয় পবিত্রবাবু অনুমান করিয়াছি পুষ্করিণীতে মশরফ সেক তাম্রফলকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সহ ইহার ভাগ চাইতে পারে এবং ৺ বাসুদেবের সেবায়েতরা ইহা দাবী পাবেন এই ভাবিয়া ফলকগুলি লুক্কায়িত রাখিয়াছিল এবং পরে এগুলি বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অপেক্ষা মশরফ এবং তাহার কন্যার উক্তিই গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত চারিখানা ফলক অনিপণ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরীতে আছে ।

সাহিত্য পরিষদের দ্বারোদ্‌ঘাটন সময়ে ১৩৪৭ বাংলার ১৫ই চৈত্র (২৯।৩।

বিষদ গৃহে এগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাকী ৩ তিন খানা ফলকের
দুই খানা স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্ধার করিয়া
টীস্থ তাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে দান করিয়াছেন।
একখানা ফলক এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়া অনেক গবেষকই অনুমান
। পণ্ডিত প্রবর পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই
লকের কাহিনী বিদ্বন্মণ্ডলীর গোচরীভূত করেন এবং তিনি বিজয়া, প্রতিভা,
াহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, এশিয়াটিক সোসাইটীর জারনেল প্রভৃতি বিবিধ
ায় ইহার আলোচনা করেন ও কামরূপ শাসনাবলী নামক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ
গিয়াছেন। এসব আলোচনা ও পাঠোদ্ধারের জন্য তিনি সকলের ধন্য-
। এবং এই বিষয়টী সকলের গোচরীভূত করার জন্য আমরা তাঁহার
কৃতজ্ঞ।

এই তাম্রফলকে উল্লিখিত শাসন কামরূপের বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ও বর্ণাশ্রম
বলম্বী রাজা ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রদত্ত হইয়াছিল।
র্ম্মা কনৌজের তদানীন্তন বিখ্যাত রাজা হর্ষবর্দ্ধনের (৬০৬—৬৪৭ খৃঃ) সম-
ক ও বন্ধু। হিউয়েন্থসাঙ্গ ইঁহার রাজ্যে আগমন করিয়া এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ
া গিয়াছেন। এজন্য তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই প্রদত্ত
ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কামরূপের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী বঙ্গের তদানীন্তন
পরাক্রমী রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
ধন হত হওয়ায় হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই শশাঙ্ককে পরাভূত করার
গ্রসর হন ও শশাঙ্ক ভাস্করবর্ম্মারও সীমান্তবর্ত্তী শত্রু হওয়ায় উভয়ে সখ্যভাব
হয় এবং শশাঙ্কের পরাজয়ে ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের সহায়তা করেন।
স্টের হর্ষচরিতে ভাস্করবর্ম্মার বিবরণ রহিয়াছে। ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক কর্ণ-
র কান্ধারার হইতে এই প্রবন্ধোল্লিখিত শাসন প্রদত্ত হয়। ভাস্করবর্ম্মা
৪ চারি পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা এই শাসন প্রথম
করেন। ইহা পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রদত্ত
বলিয়া অনুমিত হয়। তাম্রফলকগুলি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় ও
চারীরা তাম্রফলকাভাবে সম্পর্কিত ভূমির কর ধার্য্য করায় ব্রাহ্মণগণের

নিবেদনে ভাস্কববর্ম্মা উক্ত তাম্রফলকগুলিতে খোদিত শাসন প্রদান করেন। বর্ম্মার প্রদত্ত তাম্রশাসনের সঙ্গীয় শীলটি প্রাপ্ত তাম্রফলকগুলির সঙ্গে গিয়াছে। শীলটি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহা অগ্নিদাহে পড়িয়াছিল। কথা ভাস্কববর্ম্মার তাম্রশাসনের ১৩৯ ও ১৪০ পংক্তিব "অগ্নিদাহাৎ—কূটানি" উক্তিদ্বারাই প্রমাণিত হয়।

প্রদত্ত ভূমি চন্দ্রপুরী বিষয়ের (জিলার) অন্তঃপাতী "ময়ুব শাল্মলাগ্রহার নামক স্থান। উক্ত প্রদত্ত ভূমি বা ক্ষেত্রের চতুঃসীমা দানপত্রেব (তাম্রশা ১২৮—১৩২ পংক্তিতে নিম্নলিখিতরূপ উক্ত হইয়াছে।—

"সীমানো যত্র পূর্ব্বেণ শুষ্ককৌশিকা॥ পূর্ব্ব দক্ষিণেন সৈব শুষ্ককে ডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা॥ দক্ষিণেনাপি ডুম্বরীচ্ছেদঃ। দক্ষিণপশ্চিমেন গ ডুম্বরীচ্ছেদ সংবেদ্যা॥ পশ্চিমেনাধুনা সীম গঙ্গিণিকা॥ পশ্চিমোত্তরেণ গর্ত্তস্যৈব চ গঙ্গিণিকা প্রাগ্‌ভৃজ্যমানা॥ উত্তরেণ বৃহজ্জাটলী॥ উত্তর ব্যবহাবিথাসোক পুষ্করিণী সৈব শুষ্ককৌশিকা চেতি।

বঙ্গানুবাদ—(কামরূপ শাসনাবলী) সীমা—পূর্ব্বে শুষ্ককৌশিকা, পূর্ব্ব সেই শুষ্ককৌশিকা ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বাবা বেদিতব্য। দক্ষিণে ডুম্বরীচ্ছেদ। পশ্চিমে গঙ্গিণিকা ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য। পশ্চিমে অধুনা সীমা গঙ্গি পশ্চিমোত্তরে কুম্ভকার গর্ত্ত এবং পূর্ব্বদিকে চক্রীভূত সেই গঙ্গিণিকা। বৃহজ্জাটলী (জারুল গাছ)। উত্তব পূর্ব্বে ব্যবহারি খাসোকের পুষ্করিণী সেই শুষ্ককৌশিকা।

এই সীমাটী সংক্ষেপে দৃষ্টিমাত্র বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতরূপে হইল :—

১। পূর্ব্ব (E) শুষ্ককৌশিকা।	dried up Kausika (river)
২। দক্ষিণ পূর্ব্ব (S. E.) শুষ্ক-কেকৌশিকা	Do
ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য।	(marked by a cut down fi
৩। দক্ষিণ (S) ডুম্বরীচ্ছেদ।	Fencing of fig trees.
৪। দক্ষিণ পশ্চিম (S. W.)	

া ডুম্বরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য। Ganginika marked by a cut down fig tree.

W) গঙ্গিণিকা। Now the dried up river bed (Ganginika)

ত্তর পশ্চিম (N. W.) A potter's pit and the said
র গর্ত্ত ও গঙ্গিণিকা। dried up river bed (Ganginika) bent eastwards

র (N) বৃহৎ জাটনী বৃক্ষ। A large Jatali tree

র পূর্ব্ব (N. E) খাসোক Pond of the lawyer Khasoka
রিণী ও শুষ্ককৌশিকা। and the dried up (river) Kausika.

একটি হস্তাঙ্কিত চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল :—

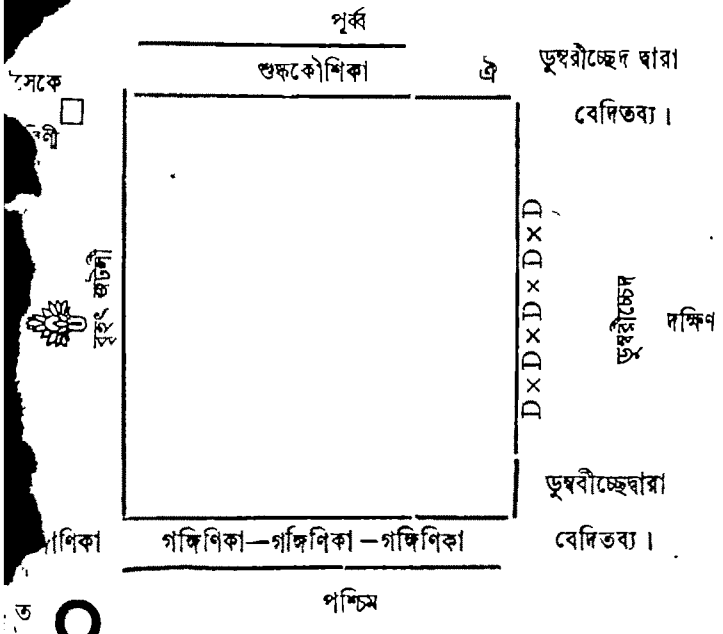

এই তাম্রশাসন আলোচনাকারী গবেষক মণ্ডলী প্রদত্তভূমির অবস্থান
তাঁহাদের আলোচনা মূলে মোটামোটি ভাবে দুই বিভিন্ন পক্ষাবল
পড়িয়াছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য ও নলিনীকা
মহাশয়ের মতে প্রদত্ত ভূমি উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
ভাণ্ডার কার, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও স্বর্গীয় ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত
প্রভৃতির মতে এই ভূমি তাম্রফলকের প্রাপ্তিস্থান শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত
পরগণায় প্রদত্ত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর অমরনাথ রায় ও ডাঃ ভাণ্ড
প্রবন্ধ দেখার সুযোগ আমার হয় নাই। শ্রীহট্ট সহরের মত স্থা
এসব বিষয়ের আলোচনার উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ
মুরারিচাঁদ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল মহা
সময় আমাকে অনেক বই দেখিতে দিয়া বহু সাহায্য করিয়াছেন।
আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অন্য গ্রন্থগুলি অন্য স্থান হইতে আমাকে
করিতে হইয়াছিল।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে রায় বাহাদুর স্বর্গীয় কনকলাল বড়ুয়া মহোদ
প্রদত্ত ভূমি পূর্ণিয়া জিলাস্থ বুড়াকুশী ও নবাকুশীর মধ্যে মহানন্দা নদীর
অবস্থিত। অন্য কেহই এ কথার সমর্থন না করিলেও শাসনোক্ত কৌশিক
যে শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদী নয় এই বিষয়ে প্রকারান্তরে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যা
মহাশয়ের সঙ্গে তাহার মিল আছে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে প্রদত্ত ভূ
বঙ্গে অবস্থিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষীয় গবেষকগণ এ বিষয় একমত
প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্টের (সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণগণের এবং বঙ্গদেশীয় বহু
আদি পুরুষ। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের সঙ্গে এবং পঞ্চখণ্ডে প্রদত্ত ভূমির
সম্বন্ধে ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে এই লেখকের মতভেদ র
সুতরাং (১) ভাস্করবর্ম্মার শাসনের উল্লিখিত ভূমি পঞ্চখণ্ডে অবস্থিত নহে
শাসনোল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশের আদি
হইলেও শ্রীহট্টের (সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ তাঁহারা নহেন
দুইটি কথাই আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

উপরোক্ত গবেষকমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ব্যতীত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কেহই পঞ্চখণ্ডে যান নাই। তাঁহাদের অনুসন্ধান কেবল কাগজপত্রের উপরই নির্ভর করিতেছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একবার শ্রীহট্ট হইয়া শিলচর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের বহু পরে ১৩৪৬ বাং (১৯৪০ ইং) শীত ঋতুতে পঞ্চখণ্ডে এক বার আসিয়াছিলেন। তিনি তখন প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট জিলার জয়ন্তিয়া পরগণায় আসেন। শুনিয়াছি বিফলমনোরথ হইয়া পঞ্চখণ্ডের দাসগ্রামের জমিদার স্বর্গীয় পবিত্রনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে আগমন করেন ও পবিত্রবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তখন অনিপণ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনও তিনি কোন স্থানীয় তদন্ত করেন নাই। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে স্থির নিশ্চয় ছিলেন তাহা পঞ্চখণ্ডবাসী সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের কাহারও কাহারও সঙ্গে তাঁহার তাৎকালিক কথোপকথন দ্বারা দৃষ্ট হয়। উক্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রাপ্ত ভূমি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতে পারেন এরূপ প্রসঙ্গও নাকি তখন তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া এই লেখক তাঁহাদের দুই এক জনের মুখে শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে উল্লিখিত স্থানীয় তদন্ত (Local investigation) স্বর্গীয় পবিত্র নাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে মাত্র পত্রব্যবহার মূলক। স্বর্গীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুরমা ভেলীর (শ্রীহট্ট কাছাড়ের) ডেপুটী ইন্সপেক্টার স্বরূপে কার্য্যকালে অবশ্যই পঞ্চখণ্ডে গিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রথম ৪ চারিখানা তাম্রফলক প্রাপ্তির পরেও এই বিষয় অনুসন্ধানে গিয়া তিনি আরও ২ দুইখানা ফলক উদ্ধার করেন। কাজেই তাঁহার স্থানীয় জ্ঞান ছিল। তবে দুঃখের বিষয় পঞ্চখণ্ডে তাম্রফলকের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সম্ভবতঃ উপায়ান্তর প্রাপ্তির অভাবেই দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে শ্রীহট্টের (সাম্প্রদায়িক) ব্রাহ্মণ সমাজের আদিপুরুষ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যেখানে যে জিনিষ পাওয়া যায় তাহা সেই স্থানেরই জিনিষ এই অনুসন্ধান করা সহজ ও স্বাভাবিক, তাহার সন্দেহ নাই। আর আজ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানা ব্যতীত সকলগুলিই ভূমিদানের স্থানেই পাওয়া

গিয়াছে। এই অবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া নিধনপুরের তাম্রশাসনোক্ত প্রদত্ত ভূমিও পঞ্চখণ্ড পরগণায়ই অবস্থিত ছিল, গবেষকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ঢাকাদক্ষিণ পরগণার রায়গড় গ্রামের অধিবাসী শিলচরের ওকালতীনিবাসন মোক্তার শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির তাৎকালীক সভ্য স্বর্গীয় রামতারক ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "পঞ্চখণ্ড ও তাম্রশাসন" শীর্ষক পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও ১৯১৯ ইংরেজীর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির ১৬শ বার্ষিক কেন্দ্র সভার অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি গবেষকগণকে যে এ বিষয়ে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা তাঁহাদের প্রবন্ধেই দৃষ্ট হয়। উক্ত মোক্তার মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তিকা পাঠেই দেখা যাইবে যে তাঁহার মতের বিশেষ মূল্য নাই। তিনি কোন ঐতিহাসিক ছিলেন না। যাহা তাঁহার মনে ও চক্ষের সাক্ষাতে ভাসিয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কামরূপের ভাস্করবর্ম্মা ও ত্রৈপুর নৃপতি আদি ধর্ম্মপা এই উভয়ের দানপত্রেরই গ্রাধাস্ত দিয়াছেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে উভয় দানপত্রই প্রায় সমসাময়িক। ৬৪৯ ও ৬৪১ খৃষ্টাব্দ এক হইতে অন্যটি বেশী দূরবর্ত্তী নয়।

যে একখানা তাম্রফলক প্রদত্ত স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তাহা বারাণসী ধামে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার সত্ত্বাধিকারী সেখানে চিরকাল বাসের উদ্দেশ্যে চলিয়া যাওয়ায় সেই ফলক তাহার সঙ্গে বারাণসীতে গিয়াছিল। নিধনপুরে প্রাপ্ত তাম্রফলক সম্বন্ধে সেরূপ কোন অবস্থা দৃষ্ট হয় না। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ এ সম্বন্ধে নাই তাহা ঠিক। তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে অনুমিতির আশ্রয় গ্রহণ অন্যায় নহে। স্বর্গীয় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় পট্টকপতি কাত্যায়ন গোত্রীয় মনোরথ স্বামী বা তদ্বংশীয় কাহারও সঙ্গে পঞ্চখণ্ডে তাম্র-ফলকগুলি আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের উপরেও আস্থা স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। মনোরথ স্বামী সামবেদীয় কাত্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চখণ্ড পরগণার দাসগ্রামে কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু ইঁহারা যজুর্ব্বেদীয়। বলা বাহুল্য নিধনপুরে অগ্রশ্রাদ্ধীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ এখন নাই। ইহারাও কাত্যায়ন গোত্রীয় নহে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন

বেদ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে ; ইহা কল্পনাই বলিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণের মধ্যে বৎস (সামবেদীয়) ও (ঢাকাদক্ষিণের পশ্চিমারা—ঋগ্‌বেদীয়) মদগুল্য ব্যতীত সকলেই যজুর্ব্বেদীয়। যে দুই গোত্রীয়দের ভিন্ন বেদ আছে তাহাও যতদূর জানা যায় পরিবর্ত্তন হয় নাই ;—এমন জনশ্রুতি ও নাই। পক্ষান্তরে Indian Historical Quarterly ষষ্ঠবর্ষে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "Grant of Vaskaravarma of Kamrup and the Nagara Brahmans" নামক প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই "হাটকেশ্বর" শিব নাগর ব্রাহ্মণদের কুল দেবতা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশ (Vol. 1) প্রথমভাগ, নবম অধ্যায় ১২৯ পৃঃ আমরা দেখিতে পাই শ্রীহট্টের গৌড়ের রাজা গৌড়গোবিন্দ কর্ত্তৃক "হাটকেশ্বর" শিব পূজিত হইতেন ও তিনি মিনারের (মনারায়ের) টিলা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও টিলায় স্থাপিত ছিলেন ও হজরত শাহজলালের আক্রমণের সময়ে "হাটকেশ্বর" জয়ন্তিয়ার জঙ্গলে নীত হন। সেখান হইতে শ্রীহট্টের চূড়খাই পরগণার সেনাগ্রামে আগমবাগীশ উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আনীত হন ও সেখানেই 'হাটকেশ্বর' রহিয়াছেন। ইহা দ্বারা মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত "নকুলেশ কালীপিঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" বচনের সত্যতাও প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'হাটকেশ্বর' শিব পঞ্চখণ্ডে আছেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চখণ্ডে কোন হাটকেশ্বর শিব নাই। ইহা চূড়খাই পরগণার সেনগ্রামে অবস্থিত। যোগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে নাগর ব্রাহ্মণরা প্রথমতঃ (originally) সপদলক্ষ দেশ হইতে আগমন করেন। করতোয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থে করতোয়া তীরে সপদলক্ষ্য ব্রাহ্মণদের এক উপনিবেশের কথা রহিয়াছে এবং নাগর নামক এক নদীও উত্তর বঙ্গে আছে। এতদ্বারা দেখা যায় যে এই সব ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ইহা অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না যে এই ব্রাহ্মণগণই ভাস্কর বর্ম্মার প্রদত্ত ভূমির অধিবাসী এবং তাঁহাদের বংশীয় কেহ বা কতিপয় ব্যক্তি রাজা গৌড়-গোবিন্দের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে তাম্রপত্র ও কুলদেবতা হাটকেশ্বর সহ তাহার রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং গৌড়গোবিন্দের রাজ্য-বিপ্লবের সময়ে তাহাদের কেহ

সম্ভবতঃ তাম্রপত্র সহ পঞ্চখণ্ডে পলায়িত হয়েন ও তাহার বংশীয় কাহারও নিকট থাকা তাম্রফলকগুলি অনাবশ্যক বোধে অনাদৃত ভাবে পতিত হইয়া মৃত্তিকা স্তূপের নিম্নে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং পরে সেখান হইতে মশরক সেখ কর্ত্তৃক মৃত্তিকা খনন সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্ত অদ্বৈত প্রকাশের লেখক ঈশান নাগর এসব কোন নাগর ব্রাহ্মণের বংশধর কিনা ইহা অনুসন্ধেয়। ইহা উল্লেখ প্রয়োজন যে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মতে নাগর ব্রাহ্মণ। ভাস্করবর্ম্মার দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা ২০৫ দুইশত পাঁচ ছিল এবং তাহারা ৩৮ আটত্রিশটী ভিন্ন গোত্রীয় ছিলেন। পরলোকগত ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ অনেকেই (শ্রীহট্ট হইতে) অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন (They might have migrated)। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে এই লেখকের সঙ্গে কথা হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী শীত ঋতুতে উভয়ে একসঙ্গে পঞ্চখণ্ডে গিয়া ভাস্করবর্ম্মার দানপত্রের কথিত ভূমির সীমা পরিদর্শন করা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অল্পদিন পরে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিনে পরমেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার চরণে টানিয়া নিলেন। তাঁহার ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মৃত্যুতে শ্রীহট্টের বাস্তবিকই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

স্বর্গীয় ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্তের ন্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতির মতও প্রায় একই প্রকার। কিন্তু এতগুলি ব্রাহ্মণের অনেককেই শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমনের কল্পনা সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয় না।

স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কামরূপ শাসনাবলীতে বলিয়াছেন "রাজা ভূতিবর্ম্মার সময়েই (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) দেখা যাইতেছে যে কামরূপে বহুসংখ্যক ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ একটী গ্রামে অবস্থিত ছিলেন এবং সেই গ্রামটি অধুনাতন উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গেরই একদেশে ছিল ইহাও অনুমান করা হইয়াছে। তাহা হইলে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর (আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন) পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না একথা ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।" কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের আমদানীর ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়াই খ্যাপিত হইতেছে।"

এখানে ইহা বলা প্রয়োজন যে অষ্টম শতাব্দীতেও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মতেও কামরূপ রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। বিশেষতঃ হাটকেশ্বর শিবপূজক শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অন্ততঃ তৎকালে পটু না থাকারই কথা। কান্যকুব্জ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়ে বঙ্গে ব্রাহ্মণাভাব ছিলনা, তখনও ৭০০ সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদিগকেই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু তাঁহারা বেদানুযায়ী ক্রিয়া কলাপে অনভিজ্ঞ হইয়া পড়া হেতু কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নেব প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণবাও যে তখন একেবারে বুদ্ধ-প্রভাব মুক্ত ছিলেন তাহা মনে হয় না। করতোয়াব নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্র ভূমেই বুদ্ধ প্রভাবের বহু নিদর্শন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতবাং করতোয়াব তীব সমীপবর্ত্তী ব্রাহ্মণ উপনিবেশ বুদ্ধ প্রভাবান্বিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলাঞ্জলি গ্রন্থ এতকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিয়া এবং ইহাদের বর্ণিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদের বর্ণিত বিষয়ে সত্যতার প্রমাণ লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত করা সত্ত্বেও "কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ আমদানী ব্যাপারটা এখন অমূলক বলিয়া খ্যাপিত হইতেছে" বলা কতদূব সঙ্গত তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। বহু মূল্যবান হইলেও তাম্রফলক বা তাম্রশাসন গুলিকে ইতিহাসের ছিন্নপত্র বলা যাইতে পাবে। এই ইতিহাসের ছিন্নপত্রের উপর নির্ভব কবিয়া নানা কল্পনার আশ্রয়ে দেশের প্রচলিত পূর্ব্ব ইতিহাস ও ইতিহাসেব ভিত্তি স্বরূপ স্বাভাবিক অবস্থাগুলিকে অবজ্ঞা করা উচিত কিনা সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য।

ভাস্করবর্ম্মাকে চীন দেশীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব ভারতের অধিপতি (King of Eastern India) বলিলেও ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহে তাঁহার অধিকার ছিল তাহা বোধ হয় বুঝা যায় না। গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং প্রভৃতি জিলা যাহার অধিকারে ছিল তাঁহাকে পূর্ব্বভারতের অধিপতি বলা অস্বাভাবিক নয়। নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজাদিগের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহাও জানা যায়। এই অবস্থায় খাসিয়া পর্ব্বতাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা মিত্রতাসূত্রে তাঁহার সামন্ত রাজারূপে বাস করিতে ছিলেন, ইহা অনুমান করাও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং

কামরূপের রাজা খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও উত্তর কাছাড় অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্টের পূর্ব্বপ্রান্তে পঞ্চখণ্ড নামক স্থানে মাত্র একখণ্ড ভূমি অধিকার করার অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে আরও নিম্নে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। শ্রীহট্টের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত এই সামান্য স্থানে ভাস্করবর্ম্মার ও তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার অধিকার স্বীকার করিলেও বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অধিপতি ভূতিবর্ম্মা তাঁহার রাজ্যের প্রসিদ্ধ ও রাজধানীর সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহের কথা চিন্তা না করিয়া এই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার রাজ্যের প্রান্তস্থিত পর্ব্বতরাজি অতিক্রম করিয়া কৌকীকা (লুসাই) পর্ব্বতের প্রান্তে নির্ব্বাসিত করিলেন ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা।

ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে খুটীনাটী নানা কথার আলোচনা করা হইয়াছে। সে সব কথার আলোচনা করার পূর্ব্বে প্রদত্ত ভূমির সীমার বিষয়ে আলোচনা করিয়া ঐভূমি পঞ্চখণ্ড পরগণায় স্থাপিত (located) করা যায় কিনা দেখাই উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। তাহার আনুসঙ্গিক ভাবে অন্য কথাগুলির আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য এখানে আবার প্রদত্ত ভূমির সীমার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। তাহা মোটামোটী ভাবে এই—পূর্ব্বেও পশ্চিমে—দুইটী মরানদী—যথাক্রমে শুষ্ক কৌশিকা (dried up Kausika river) ও গঙ্গিণিকা (Dead river), উত্তরে বৃহৎ জাটলী (বৃহৎ জারুল গাছ), দক্ষিণে ডম্বুরীচ্ছেদ (Logs of fig trees)। উত্তর পূর্ব্ব ব্যবহারিথাসোক পুষ্করিণী ও সেই শুষ্ক কৌশিকা। দক্ষিণপূর্ব্ব—সেই শুষ্ক কৌশিকা ডম্বুরীচ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য (marked by a cut down fig tree.), উত্তর পশ্চিম—কুম্ভকার-গর্ত্ত এবং পূর্ব্বদিকে বক্রীভূত সেই গঙ্গিণিকা। দক্ষিণ পশ্চিম—গঙ্গিণিকা ডম্বুরী-চ্ছেদ দ্বারা বেদিতব্য।

পঞ্চখণ্ড পরগণার বৈরাগীবাজারের স্থূলভাবে পূর্ব্বদিকে অনুমান ১½—২ মাইল দূরে অবস্থিত গাঙ্গিনী গ্রামের নিকটস্থ পূর্ব্ব দক্ষিণ সুতার কান্দি গ্রামের দিক হইতে আগত মরা নদী বা মরা কুশিয়ারা নদীকে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রভৃতি গবেষকগণ ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব সীমানা স্থিত "শুষ্ক কৌশিকা" নদী ও পঞ্চখণ্ডের খসীর, খাসা, অনিপণ্ডিত, নওয়াগ্রাম, দাস-

গ্রাম, সুপাতলা ও নিধনপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত (টীলা) সঙ্কুল গ্রামের পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী লুলা নদী—লুলা গাঙ্গকে প্রদত্ত ভূমির পশ্চিম সীমানা স্থিত গঙ্গিণিকা (মেরা বা এড়ানদী) রূপে স্থির করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমানাই প্রসিদ্ধ। উত্তর এবং দক্ষিণ সীমা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অস্থায়ী। প্রথমে দেখিতে হইবে কুশিয়ারা নদী কৌশিকা হইতে পারে কিনা। ত্রৈপুর নৃপতি কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষগণকে প্রদত্ত দানপত্রের প্রতিলিপি যাহা বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে লিখিত ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশে (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড. ৪র্থ অধ্যায়ে ৫৬ পৃঃ ও ৫ম অধ্যায় ৬৪ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে কুশিধারাকে সংস্কৃতে (sanskritised) "ক্রোশিরা" নদী বলা হইয়াছে। অবশ্য তাম্রফলকের অভাব বশতঃ এই তাম্রপত্রের প্রতিলিপি অভ্রান্ত প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারিতেছে না। নতুবা এই নদীব নাম অন্ততঃ ৭ম শতাব্দির প্রথম ভাগ (প্রথম দানপত্রেব তারিখ ৬৪১ খৃঃ) হইতেই কুশিয়ারা নামে পবিচিত আছে বলা যাইতে পারিত। যাহা হউক এই প্রমাণের উপর নির্ভর না কবিলেও "কৌশিকা" নদী কুশিয়ারাতে পরিণত হওয়ার কোনও প্রকৃষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে না। আমার বন্ধু স্বর্গীয় ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় ইহার এক কৌশলপূর্ণ সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাব "ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার" (Indian culture) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ডাঃ গুপ্তেব কৌশলপূর্ণ সমাধানকে অতি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ইঙ্গিত (very intelligent suggestion) বলিয়াছেন। ডাঃ গুপ্ত বলিয়াছেন "কৌশিকার" 'কুশি' ও বরাকের 'ববা' যোগে "কুশিবরা" ও তাহা হইতে "কুশিয়াবা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ এই নদী কুশিয়ারা ও বরাক উভয় নামে পরিচিত। এই নদী করিমগঞ্জ সব্‌ডিভিশনের বদরপুর ও ভাঙ্গা বাজারের মধ্যস্থিত শ্রীহট্ট জিলার সীমা পর্য্যন্ত সাধারণে বরাক নামেই পরিচিত, যদিও সমগ্র নদীই ববাক। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার সীমাতে বরাক বা কুশিয়ারা হইতে সুরমা নদী বহির্গত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেথানে ঐ (সুরমা) নদীকে 'কাটাগাঙ্গ' ও কুশিয়ারা বা বরাকের সঙ্গে তাহার সম্মিলন স্থানকে 'কাটাগাঙ্গের মুখ' বলে। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই কাটাগাঙ্গ

ও সুরমা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বরাক এই সুরমা বা কাটাগাঙ্গের মুখ হইতে কুশিয়ারা নাম ধারণ পূর্ব্বক ভাঙ্গাবাজার, করিমগঞ্জ, শেওলারটুক (on the road from Sylhet to Karimganj) পঞ্চখণ্ডের বৈরাগীবাজার, নওয়াইর ঘাট (ঢাকাদক্ষিণ); ফেঁচুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, মন্থমুখ হইয়া বাহাদুরপুরের নিকটে গিয়া বিবিয়ানা নাম ধারণ পূর্ব্বক মহাকুলী বা মারকুলী ষ্টীমার ষ্টেশনের (কাদিরগঞ্জের) নিকটে সুরমার সহিত মিলিত হইয়া 'কালনী' নাম গ্রহণে আজমিরিগঞ্জের নিকটে ভেড়ামোহানা নামে পরিচিত হইয়া পরে মেঘনায় পরিণত হওতঃ পদ্মায় পতিত হইয়াছে। নাগাপর্ব্বতের স্থান বিশেষ হইতে উৎপন্ন হওতঃ মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জিলা হইয়া সেই একই মূল নদী বা জলস্রোত বরাক, বিবিয়ানা, কালনী প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া মেঘনারূপে পদ্মার সহিত সম্মিলন স্থল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। সুরমা কাটাগঙ্গের মুখ হইতে কাশাইঘাট, চূড়খাই, শ্রীহট্ট, গোবিন্দগঞ্জ ছাতক, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইয়া উপরোক্ত মারকুলী নামক স্থানে বরাক নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া উভয়ে একই নদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছে। কাটাগাঙ্গের মুখ হইতে প্রবাহিত হইয়া মারকুলী পর্য্যন্ত গিয়া ইহা বরাকের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্ট কাছাড় সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত না হইয়া বরাক উপত্যকা নামে অভিহিত হওয়া উচিত। শ্রীহটের ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন—খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে এক জলস্রোত উত্তর কাছাড়ের ডুনা নদীর সঙ্গে মিলিয়া কাছাড়ের জলালপুর বাগানের নিকটবর্ত্তী বলেশ্বর নদীতে মিলিত হইয়া ঐ নদী লোভা নদীর আশ্রয়ে বর্ত্তমান সুরমার খাতে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে হট্টনাথের পাঁচালীর উল্লিখিত শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত এম, এস,সি; বি, এল, মহাশয় লিখিত "শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস" নামক পুস্তিকায় উক্ত শ্রীহট্টের গৌড় গোবিন্দ রাজা হইতে ৬ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষেত্রপাল রাজার পত্নী রাণী সুরম্যার অভিপ্রায়ানুসারে খনিত নদী তাঁহার নামে সুরম্যা বা সুরমা নামে খ্যাত হইয়াছে ইহা ঠিক নয়। অর্থাৎ লখব নদী প্রভৃতির সম্মিলনে যে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহাই এখন

সুরমা নামে খ্যাত হইয়াছে। বরাক বা কুশিয়ারা হইতে যে স্থানে সুরমা কাটাগাঙ্গ নামে পৃথক হইয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে বলেশ্বরের মিলন স্থল অনুমান ২ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। আমার মনে হয় উত্তর দিকের খাতে প্রবাহিত নদী বরাক বা কুশিয়ারা হইতে অনুমান দুই মাইল দূরবর্ত্তী থাকায় উভয় নদীতে যোগ স্থাপন পূর্ব্বক বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোনও রাজা বা রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী কাটাগাঙ্গ নামে অভিহিত অংশ মাত্রই খানিত হইয়াছিল। এখন কাহার নামে এই নদী সুরম্যা বা সুরমা নামে পরিচিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধেয়। ২০০দুইশত মাইল দীর্ঘ সুরমা নদী কেহ খনন করিয়াছিল ইহা সম্ভবপর নহে। কাটাগাঙ্গরূপে পরিচিত অংশ যে খানিত তাহা তাহার অল্প পরিসর ও কাটাগাঙ্গ নামদ্বারাই বুঝাযাইতেছে। বলেশ্বর হইতে প্রবাহিত জলস্রোত লোভা, গোয়াইন (সারি, গোয়াইন ও চেঙ্গেরখাল নামে পরিচিত), পিয়াইন প্রভৃতি নদীর জলস্রোত দ্বারা পুষ্ট হইয়া বিস্তৃত নদী (সুরমা) হওতঃ মারকুলীতে বরাকের সঙ্গে মিশিয়াছে। সমগ্র নদী খানিত হইয়াছে কল্পনা করিলে তৎপূর্ব্বে বলেশ্বর, লোভা, গোয়াইন, পিয়াইন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জলস্রোতের অস্তিত্বের অভাব কল্পনা করিতে হয়। ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব।

কাটাগাঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ উপলক্ষে আমরা মূল বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এখন কৌশিকার 'কুশি' ও বরাকের 'বরা' শব্দের সম্মিলনে কুশিয়ারা নামের উৎপত্তি হইতে পারে কি না দেখা যাউক। যখন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতির মতে ঐ নদীর নাম কৌশিকা ও বরাক ছিল এবং বরাক নামটী সহজে ও অল্পায়াসে উচ্চার্য্য, তখন সাধারণ লোকের এই উভয় নামের অংশ বিশেষকে বিকৃত করিয়া ইহার দীর্ঘ সময়ে উচ্চারণীয় "কুশিয়ারা" নামাকরণের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কল্পনা অস্বাভাবিক। সুতরাং কৌশিকা ও বরাক নামের সংযোগে কুশিয়ারা নামের উৎপত্তি হয় নাই। বরং ঐ নদীর নাম কোনও সময়ে কৌশিকা থাকিয়া থাকিলে ইহা সংক্ষেপে 'কুশী' নদী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। বরং "বক্রে বক্রে মহৎপুণ্যং দ্বিগুণং মনুসঙ্গমে" ইত্যাদি বচনের দ্বারা সমগ্র নদীই বরাক ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। আর প্রদত্ত ভূমির

নিকটবর্ত্তী স্থানে যদি কেবল কৌশিকা নাম থাকিত তাহা হইলে কাটাগাঙ্গের মুখ হইতে মনুমুখের ভাটি পর্য্যন্ত ইহা কুশিয়ারা নামে পরিচিত হইত না। কুশিয়ারা নামের উৎপত্তির অন্য কারণ থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মরা কুশিয়ারা যে শুষ্ক কৌশিকা নয় তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শুষ্ক কৌশিকা নদী প্রদত্ত ভূমির সমগ্র পূর্ব্ব সীমা ও উত্তর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা ব্যাপিয়া ছিল। "সীমানো যত্রপূর্ব্বেণ শুষ্ককৌশিকা। পূর্ব্ব দক্ষিণেন সৈব শুষ্ককৌশিকা ডম্বুরিচ্ছেদ সম্বেদ্যা।" "উত্তর পূর্ব্বেণ ব্যবহারিক খাসোক পুষ্করিণী সৈব শুষ্ক কৌশিকা চেতি।" দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে শুষ্ক কৌশিকার অস্তিত্ব থাকিতে হইলে ইহা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ঐ (দক্ষিণ পূর্ব্ব) কোণের নিকটে দক্ষিণাবর্ত্তে একটু বক্রীভূত হইয়া দিগান্তরে যাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যায়। এবং সেজন্যই সেখানে (পূর্ব্ব দক্ষিণে) সীমানা ডম্বুরীচ্ছেদ দ্বারা (cut down fig tree) চিহ্নিত হওয়ার প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছিল। পশ্চিম দক্ষিণেও তদ্রূপ অবস্থা থাকায় এইরূপ চিহ্নিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মরা কুশিয়ারা নদী গাঙ্গনী গ্রামের নিকটে উত্তর পূর্ব্বদিকে থাকিলেও ইহা সেখানে কতকদূর পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া সেখান হইতে ৩ তিন মাইল দূরবর্ত্তী সুতারকান্দি গ্রামের অভিমুখে বামাবর্ত্তে দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী গিয়া সেস্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে অনুমান ৫ মাইল দূরে করিমগঞ্জের অনুমান ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বটরসী গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। বটরসী হইতে করিমগঞ্জ সহরের ডাকবাঙ্গালার নিকটস্থ নূতন (চলতি) কুশিয়ারা পর্য্যন্ত, মূল সহর ও করিমগঞ্জ বাজারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নটিয়াখালের মুখ পর্য্যন্ত—পুরাণ কুশিয়ারা প্রবাহিত ছিল ইহা স্থানীয় অবস্থা দ্বারা বুঝা যায়। এখানে মরা কুশিয়ারাকে আমি স্রোতের প্রতিকুল গতির দিকে বিপরীত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে মরা কুশিয়ারার স্রোত নটিয়াখালের মুখ হইতে বটরসী ও সুতারকান্দি হইয়া গাঙ্গনীর দিকে প্রবাহিত হইয়া বৈরাগীবাজারের উজানে উত্তর পূর্ব্বদিকে (করিমগঞ্জ হইতে অনুমান ১২ মাইল) আঙ্গারজুর গ্রামের উজানে আলুকান্দা গ্রামের নিকটে চলতি কুশিয়ারাতে পতিত (মিলিত) হইয়াছে। সুতরাং পুরাণ কুশিয়ারা শুষ্ক কৌশিকা হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে "সম্পাদকের বিবৃতি।"

প্রত্যেক জাতির প্রধান কর্ত্তব্য তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা। জাতীয় জীবনের ভিত্তি সম্বন্ধে যেখানে অজ্ঞতা, সেখানে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে বিফল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অহিতকর হইয়া থাকে। অল্পদিন হইল, স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষণ আমাদের যুবসম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে প্রাচ্য আত্মার সঙ্গে প্রতীচ্য দেহের সংযোগ কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ধারা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের জাতীয় জীবনের উৎস যে পল্লী-জীবনে বহিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য নিয়াই পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী সময় হইতে চলিল, বিগত ১৩৪২ বাংলার ১৬ই কার্ত্তিক শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪২ বাংলার ৬ই মাঘ তারিখে ইহার উদ্বোধন সভার অধিবেশন হয়।

যাঁহাদের উৎসাহ ও যত্নে সাহিত্য পরিষৎ গড়িয়া উঠে, আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আজ তাঁহাদের তিনজন আর ইহলোকে নাই। স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মৃত্যুতে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। তিনি শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন—তাঁহার উপদেশ ছিল আমাদের গতি নির্দ্দেশক, তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী ছিল পরিষদের জীবনী-শক্তির উপাদান। আজ এই দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবের দিনে আমি অবনত মস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি।

পরলোকগত বন্ধুবর ক্ষীরোদচন্দ্র দেবের আকস্মিক তিরোধান পরিষদের পক্ষে এক ভীষণ দুর্দ্দৈব। তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হিসাবে আমাদের এক জন বিশিষ্ট সহায়ক ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ হইতে না

হইতেই তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীহট্ট জননী তথা সাহিত্য ভারতী একজন গুণী সন্তানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

তৃতীয় যে পরিষৎ-সভ্য এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যকে হারাইবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইয়াছে, পরিষদ্-গৃহের প্রত্যেকখানা ইটের সঙ্গে তাঁহার স্মৃতি জড়িত। অধ্যাপক ডাঃ কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয়ই পরিষদ্-গৃহের পরিকল্পনা করেন এবং ইহার প্রত্যেকটী খুঁটিনাটির তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে পরিষদ্ গৃহটী দ্বিতল গৃহ হইবে এবং তিনি ইহার ভিত্তিও দ্বিতল গৃহের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করান। কিন্তু আরব্ধ গৃহটী অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হইতে না হইতেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আজ এই উৎসবের দিনে আমরা এই দুইটি বন্ধুর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

প্রথম হইতেই পরিষৎ অনেকের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট একখণ্ড ভূমি দান করিয়া আমাদের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় প্রমোদ চন্দ্র দত্ত বাহাদুর, সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার সবিশেষ চেষ্টায় পরিষদের পক্ষে ভূমিখণ্ড লাভ করা সহজ হইয়াছে। চলিত বৎসর হইতে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট পরিষদের জন্য বার্ষিক পাঁচশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা গভর্ণমেণ্টকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা আশা করি যে অচিরেই গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

ব্যক্তিগত অর্থ-সাহায্যের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই আমাদের একজন অজ্ঞাতনামা মহানুভব ব্যক্তির উল্লেখ করিতে হইবে। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় আই-ই-এস্ তাঁহার নিকট হইতে এককালীন দান দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া পরিষদের গোড়া পত্তন করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ রায় মহাশয় যে প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত স্বকীয় পুস্তকসমূহ পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং অধিকন্তু পরিষদ্-গৃহের জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট

অতীব কৃতজ্ঞ। অন্যান্য এককালীন দানের মধ্যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, গৌরীপুর— ৫০০৲
স্যার মাইকেল কীন তদানীন্তন আসাম গভর্ণর ... ২০০৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত ... ১৫০৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, পাইলগাঁও ... ১৫০৲
„ ধরণীধর তুঙ্গীয়াল, চিক্‌নাগুল ... ১০১৲
„ গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্ ... ১০০৲
পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ... ৬০৲
মাননীয় আলী হায়দর খাঁ (তদানীন্তন মন্ত্রী) ... ৫০৲
মিঃ এইচ্, জি, ডেনেহি, আই, সি, এস্, সি, আই, ই ... ৫০৲
মিঃ এন্, এল, হাইগুলী, আই, সি, এস্ (জেলাজজ) ... ৫০৲
মাননীয় খানসাহেব মৌলবী মুদাব্বির হোসেন চৌধুরী ... ৫০৲

ইহা ছাড়া ।৵০ (ছয়আনা) হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এককালীন দান আমরা আরও অনেকের নিকট হইতে পাইয়াছি। ২৫৲ টাকা ও ততোধিক দানের মোট পরিমাণ ৪৪৩৬৲ টাকা। পঁচিশ টাকার নীচের দান মোট ২৮৭৲। সর্ব্বসমেত এককালীন দান ৪৭২৩৲। এই সকল দাতাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

পরিষদ্ গৃহের জন্য ব্যয় হইয়াছে মোট ৪৪১৫৸৵৯ পাই। আসবার পত্রের জন্য ২০৭৲ টাকা, বৈদ্যুতিক আলোর জন্য ১৫০৲ টাকা, পুস্তক সংগ্রহের জন্য ৩০০৲ টাকা, মোট খরচ হইয়াছে ৫০৭২৸৵৯ পাই। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চলিত বৎসরে যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং এই কয়েক বৎসরে যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পরিষৎ পত্রিকার ও পরিষদের অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক খরচের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সম্প্রতি পরিষদের কাজ বাড়িয়াছে বলিয়া একজন বেতন ভোগী কর্ম্মচারী রাখিতে হইয়াছে। ফলে আয় হইতে ব্যয়ের অঙ্ক এখনও বাড়িয়াই চলিয়াছে। পরিষদের এইরূপ অসন্তোষজনক আর্থিক অবস্থার প্রতি সভ্যগণের এবং সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদ্-গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে শ্রীযুক্ত সুব্রত নারায়ণ চৌধুরী বি, এ, কন্‌ট্রাক্টার মহাশয় যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এখন হইতে পরিষদ্ সভ্যগণকে পরিষদের পাঠাগার ব্যবহার করিবার আমন্ত্রণ জানান যাইতেছে। কলেজের ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহারা নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষের অনুমোদন ক্রমে পরিষদের "ছাত্রসভ্য" হইতে পারিবেন। "ছাত্রসভ্য" দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাঁহারা বার্ষিক ॥০ আট আনা চাঁদা দিবেন তাঁহারা পরিষদের পাঠাগার ব্যবহার করিতে পারিবেন; যাঁহারা বার্ষিক ১৲ এক টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা পাঠাগার ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং পরিষৎ-পত্রিকার গ্রাহক বলিয়া গণ্য হইবেন। আশাকরি কলেজে অধ্যয়নকারী অনেক ছাত্রই এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

ইহা সুখের বিষয় যে এই শিশু প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। পরিষৎ-পত্রিকায় অনেক মৌলিক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। পরিষদের আঠারটি সাধারণ ও ছয়টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। বিশেষ অধিবেশনের প্রথমটি ছিল পরিষদের প্রারম্ভ সভা। অন্য একটি বিশেষ অধিবেশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা এফ্, আর্, এস্ "জাতীয় পরিকল্পনা" সম্বন্ধে একটি তথ্য-পুর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সাধারণ অধিবেশনে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তন্মধ্যে "ভট্টপাটকের প্রশস্তিদ্বয়" "আসামের রাভা জাতি" "ভাষাতত্ত্ব—বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী" "শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য", "মিকির জাতি," শ্রীহট্টের ভট্টকবিতা, "ভবানন্দের হরিবংশ, "শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ" "শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা "শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস" এবং "পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনা"—বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের পুস্তকাগারে অনেকে পুস্তকাদি দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমনীমোহন দাসের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক সংগ্রহ "প্রাণবন্ধু লাইব্রেরী" নামে পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীতে ইংরেজী ১৩৪ খানা, বাংলা ২৬৮ ও সংস্কৃত ৫৩—মোট ৪৫৫ খানা পুস্তক আছে—ইহার মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও আছে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার লাইব্রেরী পরিষদে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজী ১৫০, বাংলা ৪৬৫ ও সংস্কৃত ২৭—মোট ৬৪২ খানা গ্রন্থ আছে। স্বর্গীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার প্রায় সাকুল্য সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার স্থাপিত চতুষ্পাঠীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ও তাঁহার লাইব্রেরীটী পরিষদে দান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি "কুসুম লাইব্রেরী" নামে পরিষদে রক্ষিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা হইতে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদে পাঠাইয়াছেন। ইদানীং শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকারগণের পুস্তকাবলী পৃথক্‌-ভাবে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এইরূপ ৯০ খানা পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্কুলপাঠ্য বহি ছাড়া শ্রীহট্টবাসী—লিখিত অন্য যে কোন প্রকারের পুস্তক হউক না কেন—তাহা সাদরে পরিষদে রক্ষিত হইবে। স্বদেশ-বাসী যে সকল গ্রন্থকারের পুস্তক আমরা এখনও পাই নাই—আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকগুলি পরিষদে দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। পরিষদে সংগৃহীত হাতে লেখা পুঁথির সংখ্যা বর্ত্তমানে ৬৫৭। উল্লিখিত বহি ও পুথি ছাড়া আরও ১১২ খানা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রকারের মোট ১৯৩৬ খানা গ্রন্থ পরিষদের পুস্তকাগারে আছে।

পরিষদের মিউজিয়ামের জন্য কিছু কিছু মাল মশলা সংগ্রহ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কামাখ্যা হইতে একটি অতি পুরাতন প্রস্তর মূর্ত্তি এবং গৌহাটী হইতে আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আনিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত মহাশয় খাসিয়া পর্ব্বতের খাইরেম্ রাজ্যের রাজার নিকট হইতে দুইটি বহু পুরাতন কামান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আমরা পরিষদের পক্ষ হইতে খাসিয়া-রাজকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পাঠান আমলের কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। শিলং প্রবাসী রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত শিবনাথ দত্ত মহাশয় প্রায় সোয়াশ বৎসর আগের একখানা "মনুষ্য-বিক্রী কবালা" পরিষদ্ মিউজিয়ামের জন্য দিয়াছেন। দেড়শত বৎসর আগের জৈন্তিয়া রাজের একটী রৌপ্যমুদ্রাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীহট্টের প্রথম ডি, এস্, সি (লণ্ডন) পরলোকগত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ধর, আই, ই, এস্ মহাশয়ের "ডক্টরেট্ "গাউন", "হুড" ও "ক্যাপ"ও পরিষদের মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চখণ্ডের অনিপণ্ডিত লাইব্রেরী সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন চারিখণ্ড, বহু প্রাচীন পুঁথি এবং একটি মুদ্রা প্রদর্শনীর জন্য পাঠাইয়া পরিষদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সুসাহিত্যিক—একাধারে কবি ও চিত্রকর—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত সোনামণি সিংহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ এবং শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র দাস এই প্রদর্শনীতে বহুবিধ চিত্র, পুস্তক, মুদ্রা ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। দ্বারোদ্‌ঘাটনের পর প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ আনন্দ দান করিবে বলিয়া খুবই আশা করি।

পরিষদ্-গৃহটি প্রায় দুই বৎসর হইল সম্পূর্ণ হইয়াছে। নানা প্রতিবন্ধকে এতদিন ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করিতেছিলাম যে এই উপলক্ষে শ্রীহট্ট-গৌরব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় উপস্থিত হইয়া আমাদের অনুষ্ঠানটিকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। তিনি উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। যাহাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন সেই জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করিয়া শীতের স্বাচ্ছন্দ্য অতিক্রম করিয়া চৈত্রের খরতাপে উপনীত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অসুস্থাবস্থায় বর্ত্তমানে হাসপাতালে আছেন। না আসিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগকে চিঠি দিয়াছেন—আমরা তাঁহার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। ভগবৎচরণে প্রার্থনা তিনি সত্বরই সুস্থ হইয়া উঠেন।

আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁহার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের ভরসা এই যে জ্ঞানপিপাসু ডাঃ নাগ, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ যে ক্ষুদ্র জ্ঞান-সরসী খননে ব্রত আছেন, তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিবেন এবং তাঁহার সকল কষ্ট এবং আমাদের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ভুলিয়া যাইবেন।

যাঁহাদের সহানুভূতি, উৎসাহ এবং অর্থানুকূল্যে শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদিগকে আবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বাংলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের সত্যিকার প্রাণের দরদ আছে, পরিষৎ তাঁহাদের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইবেনা সে ভরসা আমাদের আছে।

পরিশেষে যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের আহ্বানে অদ্যকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং সকলের অনুগ্রহে পরিষৎ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, এই প্রার্থনা।

শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী,
সম্পাদক, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ।
১৫ই চৈত্র, ১৩৪৭ বাংলা।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব।

এই উৎসব উপলক্ষে পরিষদ্ গৃহ প্রাঙ্গনে এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হয়। ১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ্চ, ১৯৪১) ৫½ ঘটিকার সময়ে এই মণ্ডপে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সহরের গণ্যমান্য বিদ্যোৎসাহী হিন্দু মুসলমান অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে স্থানীয় মহিলা কলেজের ছাত্রীবৃন্দ শ্রুতিমধুর তানলয় সহযোগে একটী সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক বৃহত্তর-ভারতের অগ্রদূত ডাক্তার কালিদাস নাগকে সভাপতি পদে বৃত হওয়ার জন্য পরিষদের স্থায়ী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাব করেন। পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সহকারী সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ডাঃ নাগ সভাপতির পদে বৃত হইলে পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বিবৃতি পাঠ করেন। এই বিবরণে পরিষদ্ গৃহ নির্ম্মাণে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহার যথাসম্ভব উল্লেখ ক্রমে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করতঃ উৎসবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পত্রাদি পাঠ করা হয়। ইহাদের মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, মিঃ গুরুসদয় দত্ত, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

তারপর ডাঃ নাগ একটী হৃদয়গ্রাহী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকেন। তিনি যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম এই :—আসাম ভারতীয় সংস্কৃতি ও পূর্ব্ব এসিয়ার সংস্কৃতির প্রায় সন্ধিস্থলে অবস্থিত এবং শ্রীহট্ট আসাম ও বাঙ্গালার মধ্যে যোগসেতু। সুদূর প্রাচ্যে

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত স্থলপথে ও জলপথে যাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতি বহন করিয়া নিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ নিশ্চয়ই অগ্রগামী ছিলেন। হাওয়াই দ্বীপে এতদ্দেশীয় নারিকেল ও কচু দেখিতে পাইয়া তিনি কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহা অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন এই দেশীয় তাৎকালিক সমুদ্রযাত্রীরা নারিকেল ও কচু তাঁহাদের জলপথে পথের সম্বল করিয়াই সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন।

ডাঃ নাগ যাহা বলেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা এই—মানুষের ইতিহাস ও সাহিত্য কতক যেমন লিখিত আবার কতক অলিখিত, তেমনি কতক কথিত, আবার কতক অকথিত। এই সাহিত্যের নিদর্শন ও ভাষা কেবল আধুনিক সাহিত্য, ছাপাপুস্তক ও ভূজ্যপত্রের বা তালপত্রের হস্তলিখিত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তাহা মানব শিলাখণ্ডে বা গিরিগুহার আঁচড়ের মধ্যেই হউক বা দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সামগ্রীর মধ্যেই হউক যেখানে যে ভাবেই তাহার ভাবের বা শিল্পের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে তাহাতেই বাঁচিয়া রহিয়াছে। আদি মানব হইতে বর্ত্তমান মানব পর্য্যন্ত যে অনাদি মানব-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে সাহিত্য-পরিষৎ গৃহ তাহারই ভাণ্ডার হইবে। এই দিক হইতে শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের এক বিশিষ্ট স্থান ও বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কারণ শ্রীহট্টের উপকণ্ঠে নানা মানব-সংস্কৃতির ধারা আসিয়া মিশিয়া রহিয়াছে।

বক্তৃতার পর আরও একটী সুমধুর সঙ্গীত গীত হইলে ডাঃ নাগ সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন এবং পরিষদ্ গৃহের ভিতরে ক্রমান্বয়ে পাঁচ জন শ্রীভূমির সুসন্তানের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন। এই পাঁচ জন—(১) ৺শরতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, (২) ৺পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, (৩) ৺ প্যারীচরণ দাস মহাশয়, (৪) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই মহাশয় ও (৫) শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়। উন্মোচনের পূর্ব্বে প্রতিকৃতির সম্মুখে এক এক জন ইহাদের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইঁহারা যথাক্রমে (১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী উকিল মহাশয়, (২) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় (৩) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় (৪) মৌলবী আবদুল হাফেজ উকিল সাহেব, (৫) শ্রীযুক্ত ধরণীরঞ্জন পাল উকিল মহাশয়। দ্বারোদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে

মিউজিয়াম প্রদর্শনী খোলা হয়। অনেকেই মনোযোগের সহিত ইহা পরিদর্শন করেন। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে নিধনপুরে প্রাপ্ত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন ও থাইরীম্ রাজ প্রদত্ত দুইটি পুরাতন কামান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরদিন ১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩১) প্রাতে পরিষদ্ গৃহের অভ্যন্তরে সাহিত্য সম্মিলন হয়। সুনামগঞ্জের প্রতিভাবান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা মহাশয় শিল্প সম্বন্ধে ও শ্রীহট্ট সহরের সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দুইটী অতি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন। অশ্বিনী বাবুর প্রবন্ধে শিল্পের গোড়ার কথা বর্ণনায় যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বহুদিনের মধ্যে শোনা যায় নাই। তাঁহার প্রবন্ধে এমনই একটি স্বর্গীয় সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল যে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী যেন তাঁহাদের পার্থিব আবহাওয়া ভুলিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সত্যিকার সাহিত্যের বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া সকলে ধন্য মনে করেন ও অনেকে অশ্বিনী বাবুর নিকটে আসিয়া নিজ নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধে সঙ্গীত জগতের অনেক খবর পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস অতি দক্ষতার সহিত উপস্থিত করেন। ডাঃ নাগ প্রবন্ধ দুইটী শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প ও সঙ্গীতের যোগ কোথায় তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সম্মিলনে শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে ছাত্রদের একটী সুন্দর ঐক্যতান বাদন হয়।

ঐদিন রাত্রে শ্রীহট্টের কৃতি সন্তান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে ইউরোপীয়-গণদ্বারা সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। তাঁহার চেষ্টায় ও শ্রমে বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাসের অন্ধকারযুগের উপর যে বিস্তর আলোকপাত হইয়াছে, এই বক্তৃতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাঃ নাগ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহার মত আরও বহুকর্ম্মীর প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইয়া বলেন। সেই অন্ধকার যুগে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় জাতি ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনাদির জন্য যে সব কাজ

এখানে সেখানে করিয়াছেন তাহা এখনও সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই। এইদিকে গবেষণার বিস্তার ক্ষেত্র রহিয়াছে।

তারপর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি ডাঃ নাগ ও অন্যান্য সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেন। দুইদিন ব্যাপী উৎসব এইভাবে সমাপ্ত হয়। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত,
সহকারী সম্পাদক, শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ।
২৫।১২।৪৭ বাং।

"তন্ত্রালোচনা" সম্বন্ধে বিনীত নিবেদন। (ক)

"শ্রুতি স্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ সধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্য শাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মভাসঃ স উচ্যতে॥
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নাস্তহেতুকঃ॥"

দেবী ভাগবত ৭।৩৯ অধ্যায়।

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় পূজ্যপাদ রায় সাহেব ভারতচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবারিধি মহাশয় "তন্ত্রালোচনা" প্রবন্ধে তন্ত্রের দিক দিয়া যে সকল উচ্চ চিন্তা প্রসূত কথা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার মত অগাধ পণ্ডিতের উপযুক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটনে ও রহস্য ভেদ করিতে তিনি এ অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমি জিজ্ঞাসুরূপে সাহিত্যালোচনার ভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম, তন্ত্রের তত্ত্বের উপরে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য নহে, তন্ত্রের প্রতি আমি বিদ্বিষ্টও নহি, উচ্চাধিকারী তান্ত্রিক দুই একজনকে দেখিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে, আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আমার প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল তন্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল তথাকথিত তান্ত্রিক সমাজে দুর্নীতির বীজ ছড়াইতেছেন তাঁহাদের বিসদৃশ আচরণ—কথায় ও কাজে যাহাতে মিল নাই—তাহা প্রদর্শন করা। আমার প্রবন্ধে এমন কিছু লিখা হয় নাই যাহার প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন "সকল শাস্ত্রের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে—সে সামঞ্জস্য দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সর্ব্বত্র দেখিতে পাই নাই বলিয়া তাঁহারই লিখা হইতে কতিপয় অংশের মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আবার একটু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কোনরূপ বিবাদের জন্য নহে, কেন না তাহাতে আমারও প্রবৃত্তি নাই। কাজেই তাঁহাকে আবার কষ্ট দিতে হওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। *

(ক) সর্ব্বত্র সামঞ্জস্যের চেষ্টা ফলপ্রসূ নহে বলিয়া মনে হয়। "যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং" শাস্ত্রেরই কথা। সম্পাদক

* চৌধুরী মহাশয় আমাকে ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহার

১। এক মন্ত্রগুপ্তির কথাই শাস্ত্রে জানা যায়। তাই বলিয়া সাধনোপদেশের চাবি কাঠিটি গুরুর হাতে নিবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে মামুলী ব্যবসাধারী গুরুগণ সেই অধিকারের অপব্যবহার করিতেছেন, যাহার ফলে ধর্ম্মের অপলাপ হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেন "ন গুপ্তিরনৃতং বিনা" ইহা সত্য নহে কি?

২। শুক্র তত্ত্বে বা মৈথুন যোগে ধর্ম্ম সাধনের অতিরিক্ত অনুশীলনে নিবৃত্তি মার্গে ঊর্দ্ধরেতা হওয়ায় চরম উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ‡ সাধারণ গৃহস্থ জীবনের অতিরিক্ত এতদ্রূপ সাধন একমাত্র তন্ত্রই উপদেশ দিতেছেন যাহার জুগুপ্সিত অপব্যবহার হইতেছে! শৈব বিবাহের স্ত্রী "ভর্ত্তৃহীনা" অর্থাৎ বিধবা। চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন "কলিতে মহাদেব পরকীয়া সাধন নিষেধ করিয়াছেন।" তন্ত্র সকল মহাদেবের উক্তি। তন্ত্রে যে শৈব বিবাহের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভর্ত্তৃহীনা স্ত্রী পরকীয়া না হইয়া স্বকীয়া কিরূপে হন? তাহা ছাড়া তান্ত্রিক সাধনার উত্তরসাধিকা অষ্টকুল নায়িকারা পরকীয়া নহেন কি? নায়িকা সাধন মাতৃত্বের অবমাননাসূচক।

৩। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের উপসংহারে শুকদেব যে "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপিহানীশ্বর" বলিয়াছেন ইহার প্রতি বিনীতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৪। শালগ্রাম সম্বন্ধে পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করার বিষয়। তাহা ছাড়া আমি বলি নির্গুণ্ডির শালগ্রামও আছেন। শালগ্রামে তান্ত্রিক দেবতার (যথা কালী) পূজা হয় না বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি।

কিছুই আমি হইতে পারি নাই। জীবনের এই সায়ংকাল পর্য্যন্ত পরস্পর বিবদমান শাস্ত্রসাগর হইতে কেবল রাশি রাশি উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি—রত্নের দেখা পাই নাই, তাহা ছাড়া বৈষ্ণবের কোন গুণই আমার মধ্যে নাই এবং ভক্তি রাজ্যের ত্রিসীমানার ভিতর যাওয়ার যোগ্যতাও আমি লাভ করিতে পারি নাই।

‡ আয়ুর্ব্বেদ বলেন "জীবনং বিন্দুধারণং মরণং বিন্দুপাতনং।"

গীতার ১৪।৩ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" এখানে তস্যাং না বলিয়া "তস্মিন্" বলার তাৎপর্য্য কি? সাংখ্য-বাদের সহিত এখানে কি সামঞ্জস্য আছে?

৫। চৈতন্যদেবের রায় রামানন্দের সহিত ধর্ম্মালোচনার শেষে তিনি রায় রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরার মর্ম্ম প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রকাশ করেন নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মনে হয় ইহার পর অদ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে বলিয়া—সাধারণ জীব যাহার অধিকারী নহে এবং যাহা সাধারণ জীবের উপযোগী ভক্তি-বাদের বিরোধী—যে ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। ইহার সহিত শুষ্ক সাধনের কি সম্পর্ক কল্পনার সুদীর্ঘ প্রসারেও তাহা অধিগম্য হয় না। তবে উপবৈষ্ণবদের বহু উদ্ভট মতবাদ আছে, যাহার সহিত বৈষ্ণবদের কোন সম্পর্ক নাই। শুদ্ধার্ভব নিয়া তাহাদের যে বিকৃত সাধনা আছে প্রকাশ্য পত্রিকায় শ্লীলতা ভঙ্গ না করিয়া তাহা লিখা যায় না।

৬। "নিগম হইতে আগম জ্ঞানও আগম হইতে বেদ জ্ঞান আসিয়াছে" কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। বেদমার্গী শাস্ত্রের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ দেবী ভাগবত তাহা হইলে কেন বলেন "বেদাধিকার হীনস্তু ভবেত্তন্ত্রাধিকারবান" (৭।৩৯।৩২)। আর তন্ত্রই বা কেন বেদ ও তদনুযায়ী শাস্ত্রকে "সামান্যা গণিকা" বলিয়া নিন্দা করেন?

৭। দেবী ভাগবত (৯।৮।১৬) বলেন (কলৌ)—

"বামাচার রতাঃ সর্ব্বে মিথ্যা কপট সংযুতাঃ। তুলসী রহিতা পূজা ভবিষ্যতি অতঃ পরম্॥" আর তন্ত্র বলেন "তুলসী গন্ধ মাত্রেণ রুষ্টা ভবতি চণ্ডিকা"—সামঞ্জস্য কোথায়?

দেবী ভাগবত আরও বলেন "মধ্বানাং হি ফলং স্বর্গং স্বর্গাৎ প্রচ্যবনং পুনঃ। এবং সংসার চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমণঞ্চ নিরন্তরম্॥" (১।১।২৩)। হায়! তথাপি লোকে নিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়সের পথে না গিয়া আশুফলপ্রদ কিন্তু পরিণাম বিরস তন্ত্রের প্রবৃত্তি বা ভোগমার্গে প্রধাবিত!

মহেঞ্জদাড়োর আবিষ্কারের পর ইহা অধুনা সকলের প্রতীতি হইয়াছে যে তান্ত্রিক মতবাদ বৈদিক ধর্ম্মের চেয়ে কম প্রাচীন নহে। তবে তন্ত্র নামে যে সকল

গ্রন্থ (ক) আমরা এখন পাইতেছি তাহার ভাষা আধুনিকতম পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবী ভাগবতের সমতুল্য। এই সকল তন্ত্রে আকবার পতশাহের কথা, এমন কি ইঙ্গ্রেজাঃ ন বষট্ পঞ্চাঃ লণ্ড্রাশ্চাপি ভাবিণঃ" ইত্যাদি আছে, যাহাতে তন্ত্রের আধুনিকত্বই সপ্রমাণ করে। ব্রাহ্মি অক্ষরে লিখিত কোন তন্ত্র ছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই। ইহাও আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলীর ধারণার ভিতর আসিয়াছে যে বেদ আর্য্য জাতির ও তন্ত্র দ্রাবিড়ীয় জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থ যাহাদের মধ্যে matriarchal system of inheritance অর্থাৎ মাত্রানুগ উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও আংশিক ভাবে আছে।

তান্ত্রিক প্রভাবে পুরাণগুলির ভিতর এত অসামঞ্জস্য ও গোঁজামিল দেখা যাইতেছে—আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মিশামিশির যুগে অভিসন্ধি পূর্ব্বক এমন খিচুড়ি পাকান হইয়াছে—যে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন, যদিও ভাণ্ডার কার রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউটের গবেষক পণ্ডিত মণ্ডলী অনেক বৎসর ধরিয়া আমাদের পুরাণ গুলির মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করার বিহিত চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কতক পরিমাণে সফলকামও হইতে পারিয়াছেন।(২) তাঁহারা বলেন রূপক ও উপাখ্যান (আখ্যান নহে) ভাগ বাদ দিয়া শুধু আখ্যান ভাগের যাহা থাকে তাহাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি। এসব কথা সবিশেষ আলোচিত হইবে "আমাদের পুরাণ শাস্ত্র" প্রবন্ধ যখন লিখি। উপপুরাণ গুলির কথা ছাড়িয়া—যাহার মোট শ্লোক সংখ্যার নির্দ্দেশ নাই—অনেকগুলি মহাপুরাণে নির্দ্দিষ্ট শ্লোক সংখ্যার দেড়গুণ সওয়াগুণ অধিক শ্লোক পাওয়া যায় এবং তাহাতে পুরাণ লক্ষণের বাহিরে যাহা দেখা যায় তাহাই তান্ত্রিক প্রভাবের ফল বলিয়া সন্দেহ করার কারণ আছে। সময়ান্তরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

(ক) প্রাচীন সদৃশ ধারণা বা মতবাদ হইতে তান্ত্রিক মতবাদ গৃহীত বলিয়া মনে হয়। —সম্পাদক।

(২) শ্রীরামচন্দ্রের জন্য লঙ্কা যাওয়ার সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাতা নল ও যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের যজ্ঞ সভা গৃহ নির্ম্মাতা ময়দানব নাকি দ্রাবিড়ীয় জাতীয় লোক ছিল বলা হইতেছে।

পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে অনেকগুলি পুরাণে তন্ত্রকে বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া মোহন শাস্ত্র বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। মোহন অর্থে delusive বুঝায়। সাম্প্রদায়িকতার গরজে জোর করিয়া ইহার অর্থান্তর করা সমীচীন হয় না। (দেবী ভাগবত ১২।৯ ও ৭।৩৯ অধ্যায়)।

কতকগুলি উপপুরাণকে প্রফেসার উইলসন সাহেব তান্ত্রিক পুরাণ আখ্যা দিয়াছেন। যথা কালিকা উপপুরাণ। এই উগ্রপন্থী শাক্ত গ্রন্থেও পাওয়া যায় "অবশ্য বিহিতং যত্র মদ্যং তত্র দ্বিজঃ পুনঃ। নারিকেল জলং কাংস্যে তাম্রে বা বিসৃজেন্মধু। নাপদ্যপি দ্বিজো মদ্যং কদাচিদ্বিসৃজেদপি। ঋতে পুষ্পাসবা-দুক্তাদ্‌গৃঞ্জনাদ্বা বিশেষতঃ॥" * ৬৭।১১৯—২০।

৮। এখন কথা হইল সুরাপান যদি ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ হইল, তবে ব্রাহ্মণ সুরাপানের জন্য তান্ত্রিক সাজেন কেন? তন্ত্রে পঞ্চমকারের যে যৌগিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে তাহার অধিকারী দুই একজনও আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তান্ত্রিক সাধনার অন্তরালে ব্যভিচারের (বা indulgence) প্রশ্রয় নিতেছেন এমন লোকই শত শত দেখা যায় ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য! পরমহংস দেব জগন্মাতার কাছে শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আর তান্ত্রিকগণ—"সিদ্ধাই" পাইতে ও দেখাইতে চাহেন যাহার ফল বন্ধন। (গীতা ৩।৯ "কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে নন্বীশ্বরারা ধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণু প্রীত্যর্থং মুক্ত সঙ্গো নিস্কামঃ সন্‌কর্ম্মসম্যগাচর" ইতি শ্রীধর স্বামী।

৯। কালিকোপপুরাণে উগ্রতারা প্রতি বশিষ্ঠের শাপে দেখা যায়—

---

* মদ্য দ্বাদশ প্রকার, উদ্ভিজ্জই বেশী। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ইক্ষু রসের সহিত এক প্রকার পুষ্পরেণু মিশ্রিত "মৈরেয়" ব্যবহৃত হইত। মৈরেয় সরপৎ বিশেষ। ভোগী ব্যক্তিগণের প্রমদা প্রসঙ্গে এক জাতীয় গোলাপী নেশাকর মধ্বাসব পান করার কথা পাওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমান কালের তান্ত্রিকগণ, অম্লবিকা-রোখ উগ্র গন্ধ যে কৈরাত মদ্য ব্যবহার করেন মস্তিষ্ক বিকৃতি জন্মাইতে তাহার তুলনা নাই।

"যস্মাদহং ধৃতো বামে ত্বয়োৎ সারয়িষ্ণুং মুনিঃ। তস্মাত্ত্বং বামা ভাবেন পূজ্যাভব সমন্ত্রিকা॥" (৮১।২১) বামা ভাবেন অর্থ "শ্রুতিবিরুদ্ধ পথানুসারে" মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ। এখানে বামা ভাবের সহিত শ্রৌতমতের কি সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় এখানে অস্বীকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীসারদা চরণ ধর,
শিলং, ৫।৪।৪১ইং।

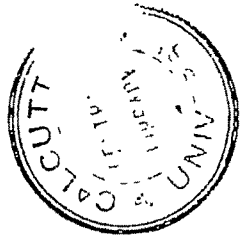

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী
কর্ত্তৃক
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ অফিস হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	নিধনপুরের তাম্রফলক বা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী	৩৪
২।	শ্রীহট্টের প্রাচীন কথা		৫০
	শ্রীহট্টের গৌরব—বাঙ্গালী জাতির গৌরব	শ্রীমথুরানাথ চৌধুরী।	
৩।	বৈদিক পুরাবৃত্ত (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী	৫৭

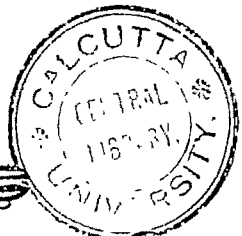

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৮ বাংলা | ২য় সংখ্যা

নিধনপুরের তাম্রফলক
বা
ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রদত্ত পঞ্চখণ্ডের মানচিত্রে গাঙ্গিনী গ্রাম মরা কুশিয়ারার বিপরীত (ডান) তীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা মরা কুশিয়ারার বাম তীরে অবস্থিত।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ঢাকা রিভিউ (Dacca Review, 1913) পত্রিকার প্রবন্ধের উক্তিমতে পঞ্চখণ্ড পুরাণ কুশিয়ারা বা শুষ্ককৌশিকা রূপে কথিত নদীর ডান তীরে অবস্থিত নয়, বামতীরে অবস্থিত ইহা আমার পূর্ব্ব বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "Donated land of the Nidhanpur charter and Vaskarvarman of Kamrup" (নিধনপুর শাসন প্রদত্ত ভূমি ও কামরূপের ভাস্করবর্ম্মা) শীর্ষক ইণ্ডিয়ান কালচার (Indian culture) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত মিঃ রিণল্ড্‌সের উক্তিমতে

কুশিয়ারা নদী সুরমা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখী করিমগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। সেখানে পুরাণ কুশিয়ারা ও লঙ্গাইর সম্মিলন দ্বারা উৎপন্ন নটীয়াখাল কুশিয়ারাব সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে এবং করিমগঞ্জ ডাক বাঙ্গালার নিকট দিয়া উত্তর ও তৎপর পশ্চিমমুখী প্রবাহিত চলতি কুশিয়ারা এবং ইহার সহিত নটীয়াখালের সম্মিলন স্থল হইতে করিমগঞ্জ সহরের দক্ষিণ পশ্চিমস্থ অনুমান ১ এক মাইল দূরবর্ত্তী লঙ্গাই রেল ষ্টেশনের নিকটে নটীয়াখালের সহিত লঙ্গাই নদীর মিলন ও তাহার নিকট হইতে নিম্নভূমি ও সব্‌ডিভিসনেল অফিসারের বাঙ্গালার পশ্চিম দিক দিয়া একটি স্রোত প্রবাহিত হওয়ার চিহ্নের অস্তিত্বে দেখা যায় পুবাণ কুশিয়ারা করিমগঞ্জ ডাকবাঙ্গালার নিকট হইতে নটীয়াখালের খাতে প্রবাহিত হইয়া লঙ্গাই নদীর নিকট হইতে সব্‌ডিভিসনেল অফিসারের বাঙ্গালার পশ্চিম দিয়া গমন করতঃ বটরসী, সুতারকান্দি ও গাঙ্গিনী গ্রাম হইয়া আলুকান্দার নিকটে বর্ত্তমান চলতি কুশিয়ারার খাতে বৈরাগীবাজার, নওয়াইরঘাট প্রভৃতি স্থান হইয়া মেঘনা নামে পদ্মার সম্মিলন স্থল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু করিমগঞ্জের নটীয়াখালের সংযোগ স্থান হইতে শেওলারটুক হইয়া আলুকান্দাস্থ পুরাণ কুশিয়ারারমুখ পর্য্যন্ত ইহা নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে। লঙ্গাই নদীই (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ, ২য় অধ্যায়, ১২ পৃষ্ঠা) লঙ্গাই রেল ষ্টেশনের নিকট নটীয়াখালের সম্মিলন স্থল হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে হাকালুকি হাওবে প্রবাহিত হইয়াছে। কুশিয়ারা নদী হাকালুকির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। পঞ্চখণ্ডের নিকটস্থ সুতারকান্দির নিকট হইতে একটী নালা (হাওরের মধ্যস্থ নালা—সে সমস্ত স্থান হাওরেব মধ্যে অবস্থিত) প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাকে পুরাণ কুশিয়ারা বলা হইয়াছে কি না জানি না। তবে ইহা যে পুবাণ কুশিয়ারা নয় ইহা বলা বাহুল্য।

পুরাণ কুশিয়ারার গতি লক্ষ্য করিলে ইহা যে শাসন বর্ণিত শুষ্ককৌশিকা হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। আবার আমরা করিমগঞ্জ সহরের নিকটে দেখিতে পাই কুশিয়ারা নদী খলাছড়া গ্রাম (করিমগঞ্জ সহরের অধিকাংশ স্থান খলাছড়া) ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং পুরাণ বা মরা কুশিয়ারা হইতে নূতন কুশিয়ারা ভিন্ন হওয়া অর্থাৎ মরা কুশিয়ারার উৎপত্তি বৃটীশ

শাসনের খুব বেশী দিন পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয় না। কারণ খলাছড়া নামের উৎপত্তির পর নূতন কুশিয়ারা প্রাচীন খাত পরিত্যাগে সেই গ্রাম ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাই আমরা ইহার উভয় তীরে খলাছড়া গ্রাম দেখিতে পাই। মিঃ রিণল্ড্‌সের পুরাণ কুশিয়ারা সম্বন্ধে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত পূর্ব্বোল্লিখিত মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেও নূতন কুশিয়াবার উৎপত্তি খুব বেশী দিনের মনে হয় না। সুতরাং মরা কুশিয়াবা ১৩০০ বৎসরের প্রাচীন শুষ্ক কৌশিকা নহে।

গত পৌষমাসের ১৪ই তারিখ (১৩৪৭ বাং—২৯-১২-৪০ ইং) আমি পঞ্চখণ্ডে ভাস্করবর্ম্মার তথাকথিত প্রদত্ত ভূমিব সীমা দেখিতে গিয়া গাঙ্গিনী গ্রামের নিকটস্থ মরা কুশিয়ারা নদী পরিদর্শন করি। সেখানে মরা কুশিয়ারা নদী অনুমান ৫ হাত গভীর। ইহার গর্ভ কতক স্থান জলসিক্ত ও জলযুক্ত দেখা গেল। এক স্থানে ঐ দিনেই বোরধান রোপিত হইতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল। নদীর খাত ও কিনারা এবং পাবের আকৃতি স্বাভাবিক। বর্ষা সময়ে ইহার খাতে নৌকা চলাচল করিতে পারে, অতি প্রাচীন বলিয়া দেখা যায় নাই। নদীর এই অবস্থায় এই নদীকে প্রায় (৭ম শতাব্দী) ১৩০০ বৎসব পূর্ব্বের ও শুষ্ক নদী (শুষ্ক কৌশিকা) বলা যাইতে পারে না। আলুকান্দার দিকে ও সুতারকান্দি হইতে বটরসী ও করিমগঞ্জের দিকে নদীটী (নটীযাখালের অংশ ব্যতীত) ভবট হইয়া থাকিলেও ইহা খুব প্রাচীন হইতে পারে না। কারণ নদী স্থানে স্থানে ভরট হইতে খুব বেশী সময় লাগে না। বিশেষতঃ মুখের দিকে কোনও নদীকে ৮।৯ বৎসরে ভরট হইতে এই লেখকই দেখিয়াছেন। মরা কুশিয়ারার বর্ণিত গভীরত্বও ভূমিকম্পাদি কোনও নৈসর্গিক কারণে সঞ্জাত হওয়ার কোনও অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব এই মরা কুশিয়ারা নদীকে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বের শুষ্ক কৌশিকা নদী বলা যাইতে পারে না।

প্রদত্ত ভূমির পশ্চিম সীমা "গঙ্গিণিকা" (মরানদী—Dead river)। যে লুসা-গাঙ্গকে ডাঃ ভট্টশালী শাসনোক্ত গঙ্গিণিকা বলিয়াছেন, ইহা বাঙ্গলা দেশে কথিত একটী ক্ষুদ্র খাল মাত্র। ইহার দক্ষিণমুখ অল্পকাল পূর্ব্বে ভরট হইয়া থাকিলেও ইহাকে চলতি নদীই বলা যায়। বর্ষা সময়ে ইহা চলতি নদীরূপেই ব্যবহৃত হয়। মনে বাখিতে হইবে ইহা নিম্ন ভূমিতে (হাওরে) প্রবাহিত একটী ছোট নদী।

সুতরাং ইহাও ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বের মরানদী বা গঙ্গিণিকা হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমানা, যথাক্রমে শুষ্ক কৌশিকা ও গঙ্গিণিকাই প্রসিদ্ধ। মরা কুশিয়ারা ও লুনাগাঙ্গ যে শাসনোক্ত শুষ্ক কৌশিকা ও গঙ্গিণিকা হইতে পারে না তাহা দেখান হইল। এখন অন্যান্য সীমার কথা বলা হইতেছে।

উত্তর সীমা বৃহজ্জটলী (বড় জারুল গাছ) বলিয়া তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি 'বৃহজ্জাটলী'কে বড় জারুল গাছ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় জাটলীকে প্রথমতঃ তাহার প্রতিশব্দ 'ঝাট' অর্থাৎ বন (Forest) ধরিয়া জাটলী এবং ঝাট উভয়ই সহজে ধ্বংশশীল বা অচির স্থায়ী মনে করিয়া বৈরাগী বাজারের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ (পঞ্চখণ্ডের উত্তর দিকস্থ) 'চাতল' নামক একটী বিলকে খোদাইকারের ভ্রমে "চাতল" স্থলে "জাটলী" লেখার কল্পনামূলে চাতল বিলকেই জাটলীর স্থলে প্রদত্ত ভূমির উত্তর সীমা স্থির করিয়াছেন। প্রথমতঃ "চাতল" বিলের স্থলে ভ্রমে "জাটলী" লেখা অস্বাভাবিক। এই কল্পনা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ "কুম্ভকার গর্ত্ত" যেখানে সীমাস্থলে লেখা হইয়াছে সেখানে 'বড় জারুলগাছ'কে অস্থায়ী বলিয়া সীমারূপে অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ দেখা যায় না। এই কামরূপেরই শাসনান্তরে "কটা বরুড় বৃক্ষ" ও "বংশস্তম্প" সীমা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বৃটীশ শাসনকালে ক্ষীরবট গাছাদিও সীমা বা কোনও গ্রামের মাপের প্রথম ষ্টেশন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ভূতি বর্ম্মার সময়ের কৌশিকা ও পশ্চিম সীমানার নদী স্রোতস্বতী থাকিয়াও ভাস্করবর্ম্মার সময়ে 'শুষ্ক কৌশিকা' ও 'গঙ্গিণিকায়' পরিণত হইয়াছিল। শাসনের লিখিত "অধুনা সীম গঙ্গিণিকা" ও "যদেতৎ কৌশিকোপ চিতক ক্ষেত্রং তৎফলং প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণানামেব। যত্তু গঙ্গিণ্যুপচিত ক্ষেত্রং তদ্‌যথা লিখিতক ব্রাহ্মণৈঃ সমং বিভজ্যতামিতি। [অধুনা সীমা গঙ্গিনিকা ও কৌশিকা নদীর (চরের ভরাট দ্বারা) যে ভূমির বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার উপসত্ব (অংশের অনুপাত অনুসারে) প্রতি গ্রাহক ব্রাহ্মণগণেরই প্রাপ্য; পরন্তু যাহা গঙ্গিণিকা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা যথালিখিত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমানাংশে বিভক্ত হইবে

ইতি।] দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ডাঃ ভট্টশালীব কারণ যুক্তিযুক্ত নয়।

ডাঃ ভট্টশালী "ডম্বুরিচ্ছেদ"কে (Logs of big tree) ডম্বুরাকৃতি বিল বলিয়াছেন। পঞ্চখণ্ডের মানচিত্রে এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলের আকৃতি দেখিয়াই তিনি এই অর্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই দেখা যায়।

ভূমির দৈর্ঘ্য প্রস্তের পরিমাপ সহ খোদিত নাম যুক্ত লৌহ স্তম্ভ কি অন্ততঃ সুদৃঢ় ইষ্টক স্তম্ভ ব্যতীত অন্য কিছুই স্থায়ী সীমারূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে 'চাতল' বিলকে বর্ত্তমানে দেখিতে পাইয়া স্থায়ী বলা হইতেছে তাহাও স্থায়ী নহে। অগভীর স্বল্পতোয় বিল হওয়া হেতুই খুব সম্ভবতঃ চত্বর (yard) শব্দ হইতে চতর—চাতর—"চাতল" (flat like a yard—চাতর বা উঠানের ন্যায় চেপ্টা) নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 'চত্বর' (সংস্কৃত) স্থানে স্থানে চতর, চাতর, চাতল বা চতাল নামে অভিহিত হয়। রাজসাহী জিলায় গাঞ্জা তৈয়ারের স্থানকে (manufacturing yard) "চাতর" বলে। যে বিল চত্বরের ন্যায় অগভীর তাহা অচিরেই ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। আর ডম্বুরাকৃতি বিল সমূহও কর্ত্তিত ডম্বুর বৃক্ষের খণ্ড সমূহ অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও অচিরে শুষ্ক হওয়া বা ভরট হইয়া ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ১৩০০ তের শত বৎসরের 'চাতল' বিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডম্বুরাকৃতি বিল সমূহ বর্ত্তমানেও অপরিবর্ত্তিতাকারে সেইরূপই থাকিল বড়ই বিস্ময়ের কথা! বিশেষতঃ শুষ্ক কৌশিকার অংশ বিশেষ সমূহ বিলের আকার হইয়া থাকিলে তাহাদিগকে শুষ্ক কৌশিকা বা গঙ্গিণিকা রূপে, অগত্যা (বিল শব্দ সংস্কৃত হওয়া হেতু) বিলরূপে বর্ণনা না করিয়া ডম্বুরিচ্ছেদ রূপে কল্পনা দ্বারা কবিত্বের পরিচয় দেওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে সময়ে (চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সঙ্গের বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়) সাধারণ লোকেও গৃহের দ্বার অর্গল বন্ধ করিত না, তখন কেবল পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যে কোনও একটি সীমা তাৎকালিক চিহ্ন স্বরূপ দিলেও কাহারও পক্ষে সীমা লঙ্ঘন করার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং সীমা সম্বন্ধে স্থায়ী অস্থায়ীর বিচার নিরর্থক। এই লেখকই তাহার কর্ম্মজীবনে নাগা পর্ব্বতে বাসকালে নাগাদের মধ্যে সামান্য একটি বিতর্ক ব্যতীত ভূমির সীমা বা ভূমি সম্বন্ধে

কোনও বিবাদ দেখিতে পান নাই ; যদিও সরকারী সেরেস্তায় ভূমি সম্বন্ধে কোনও কাগজপত্র নাই এবং কাহাকেও রাজস্ব দিতে হয় না। লোকের তথাকথিত সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চাদির প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা এই লেখকের জীবনেই আসামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রমণ সময়ে দৃষ্ট হইয়াছে।

লুলা গাঙ্গের সামান্ত শাখাকে (বৈরাগী বাজারের দক্ষিণে সরকারী সড়কে সীমাবদ্ধ) ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় "প্রাক্ ভুজ্যমানা"—পূর্ব্বদিকে বক্রীভূতা (turned towards east) গঙ্গিণিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে কেবল "পূর্ব্বদিকে বক্রীভূত" নহে। ইহা কতকটা বক্রীভূত হইয়া সোজা সোজি পূর্ব্বমুখী গিয়াছে। সুতরাং ইহাকে প্রাক্ ভুজ্যমানা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। ইহা শাসনের সীমার লক্ষীভূত হইলে উত্তর সীমাতেও প্রদর্শিত হইত। এবং লুলা গাঙ্গ হইতে বহির্গত নালার অদূরে উত্তরদিকে কুশিয়ারা নদী (যদি ইহাকে কৌশিকা বলিতে হয়) প্রবাহিত থাকা সত্ত্বেও কুম্ভকার গর্ত্ত, গঙ্গিণিকা প্রাক্ ভুজ্যমানা ও বৃহজ্জাটলী উত্তর সীমানায় দেওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না। ভাস্কর বর্ম্মা বা তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা (ডাঃ ভট্টশালীর মতে) ৫×২৪ মাইল দীর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট ভূমি (২৮৬২০ বিঘা) দান করিতে গিয়া স্থায়ী বিশিষ্ট সীমা প্রবাহিত নদী উত্তর দিকে অনতিদূরে পাওয়া সত্ত্বেও আরও সামান্ত ভূমি দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

পঞ্চখণ্ডের উত্তর পূর্ব্বদিকে খাসের দীঘি বা স্বর্গীয় রাম তারক ভট্টাচার্য্য বর্ণিত খাঁর দীঘির অস্তিত্ব অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই। ডাঃ ভট্টশালী ৺রাম তারক ভট্টাচার্য্যকে পঞ্চখণ্ড নিবাসী বলিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। তিনি পঞ্চখণ্ড হইতে অনুমান ১০ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকাদক্ষিণ পরগণার রায়গড় গ্রামের অধিবাসী ও মোক্তারী ব্যবসা উপলক্ষে শিলচার সহর প্রবাসী ছিলেন। ডাঃ ভট্টশালী খাসোক পুষ্করিণীর স্থান আনুমানিকভাবে একটি তারকা চিহ্ন দ্বারা তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। খসীর এবং খাসাগ্রাম তাহার অদূরবর্ত্তী স্থানে থাকিলেও খাসোক শব্দ হইতে খসীর ও খাসা নামের উৎপত্তি যুক্তি ও অনুমান সঙ্গত হয় না। মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই সকল গ্রামের নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'খাসা' শব্দের অর্থ ভাল, সুন্দর (fair, pretty)

যে গ্রামের বৃহৎ দীঘির অস্তিত্বের জন্য তাহার নাম সাধারণের নিকট 'দীঘিরপার' রূপে খ্যাত হইয়াছে, এককালে সুশোভিত, সুন্দর সুপেয় জলপূর্ণ বৃহৎ দীঘি ও স্থানে স্থানে অনুচ্চ পর্ব্বতরাজি-সমাকুল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যবিশিষ্ট সেরূপ গ্রামকে "খাসা" (সুন্দর) নামে অভিহিত করা অযৌক্তিক নয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত (টিলা—hillocks) সঙ্কুল গ্রাম বলিয়া 'খ' আকাশে, শির—মস্তক, যাহার এই অর্থে 'খসীর' নামের নামাকরণ হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে সংস্কৃত শব্দ হইতে 'খসীর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি মুসলমান শাসন সময়ে এসব নামের উৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করা সঙ্গত। আরবি ভাষাতে "খাসির" শব্দের অর্থ নিষ্ফল বা ব্যর্থ (কর্ম্ম) বস্তু। এই প্রকার কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে অথবা খা'সির বা খসীর নামক কোনও ব্যক্তির নাম অথবা অপভ্রংশ কোনও নাম (যথা আছির খাঁ—খাঁ আছির—খাঁছির—খাসির—খসির) হইতে এই গ্রামের 'খসীর' নাম হওয়া বিচিত্র নহে।

প্রদত্ত ভূমির সীমা সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। উপরে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, পঞ্চখণ্ডের অবস্থার সঙ্গে শাসনোল্লিখিত সীমার মিল নাই,—মিল ছিল বলিয়া অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমানায় উল্লিখিত শুষ্ক কৌশিকা ও গঙ্গিণিকা যথাক্রমে পঞ্চখণ্ডের মরা কুশিয়ারা ও লুলাগাঙ্গ ১৩০০ তের শত বৎসরের পর এখনও গভীর থাকা ও চলতি নদীর ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া ইত্যাদি হেতু এবং উত্তর পশ্চিম ও উত্তরের কুম্ভকার গর্ত্ত ও জারুলগাছ, দক্ষিণের ডুমুর গাছের কর্ত্তিত অংশ সমূহ অস্থায়ী ও ধ্বংশশীল হওয়ায় ও খাসোক পুষ্করিণীর অস্তিত্ব না থাকায় এই ভূমি পঞ্চখণ্ডে স্থাপিত হইতে পারিতেছে না।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পঞ্চখণ্ড পরগণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি পরগণার (পঞ্চখণ্ড কালা, পঞ্চখণ্ড খুর্দ্দ, বাহাদুরপুর, আবাঙ্গা-বাদ-মাটীকাটা ও সাবাজপুর) সমষ্টি বলিয়া উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে বলেন। তাহা হইলে পঞ্চখণ্ড নাম মুসলমানশাসন সময়ে উদ্ভূত বলিয়া প্রাচীন হয় না।

বিশেষতঃ মুসলমান শাসন সময়ে এই প্রকার সংস্কৃত মূলক নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নয় এবং এই শ্রীহট্ট জিলাতেই বিভিন্ন পরগণার সমষ্টি এক পরগণা (যথা ইটা) হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চখণ্ডের ন্যায় সার্থক কোন নামে অভিহিত হয় নাই। বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা সমষ্টির পরিবর্ত্তে সমষ্টিগতভাবে মূল নাম (ইটা, আলীনগর, সমসের নগর=ইটা। তরফ, গদাহাসন নগর ইত্যাদি =তরফ) সাধারণের নিকট স্থূলতঃ পরিচিত থাকিয়া আদত নামের প্রাচীনত্ব প্রচার করায় "পঞ্চখণ্ড" নামেরও প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং এই কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন ভূতি বর্ম্মার সময়ে হয়তঃ এই ভূমি পাঁচজন ব্রাহ্মণকেই প্রদত্ত হইয়াছিল অথবা ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন পাচ বেদীয় (বেদের পাঁচটি শাখাবলম্বী) বলিয়া পঞ্চখণ্ড নাম হইয়াছে। ইহা কল্পনা ব্যতীত কিছু বলা যায় না। উল্লেখ বাহুল্য নহে যে, বৈদিক সংবাদিনী ও বৈদিক পুরাবৃত্তে ত্রৈপুর নৃপতি কর্ত্তৃক "পাঁচজন" ব্রাহ্মণকেই পঞ্চখণ্ডে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন—পঞ্চখণ্ড পরগণার নাম পূর্ব্বেই পর্ব্বত সঙ্কুল স্থান বলিয়া টেঙ্গরী—টেঙ্গইর ছিল। সম্ভবতঃ ভাস্কর বর্ম্মার দান হইতে ইহার নাম 'ভাস্কর টেঙ্গরী' নামে সাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল। ভাটেরার তাম্রশাসনে একটি স্থানের নাম "ভাস্কর টেঙ্গরী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে কালিয়নী নদী দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পঞ্চখণ্ডের পূর্ব্বদিকস্থিত কৌশিকা অর্থাৎ কুশিয়ারা তাহার প্রাচীন খাতের স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া পঞ্চখণ্ডের উত্তরস্থ কালিয়নী নদীর খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ইহা নিজ নাম (কালিয়নী) পরিত্যাগে প্রবাহিত হইয়া পরে পূর্ব্বনামের সাদৃশ্যে 'কালনী' নামে ধলেশ্বরীতে (বা ভেড়ামোহনায়) পতিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে কুশিয়ারা বা বরাক প্রাচীন কালেও আলুকান্দা হইতে বৈরাগী বাজার হইয়া পঞ্চখণ্ডের উত্তর দিকেই প্রবাহিত হইত। সুতরাং কুশিয়ারা কালনীর খাতে প্রবাহিত হওয়ার কোনও প্রশ্ন উঠে না। কালিয়নী নামক পঞ্চখণ্ডের উত্তর দিকে কোনও নদী কোনও কালে থাকার কোনও চিহ্ন নাই, এমন কি এ বিষয়ে কোনও জনশ্রুতিও নাই। এই কালিয়নী নদীর শ্রীহট্টের তিনটি উপবিভাগ (করিমগঞ্জ, সদর ও

দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মৌলবীবাজার সব্‌ডিভিসন এবং হবিগঞ্জেরও কতকাংশ) এবং চতুর্থ উপবিভাগের অনেকাংশ অতিক্রম করার পর তাহার পূর্ব্ব নামের স্মৃতিরক্ষার জন্য নামের সাদৃশ্যে কাস্‌নী' নাম ধারণ করার উক্তি বড়ই বিস্ময়কর। বিশেষতঃ ভাটেরার তাম্রশাসনে (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায়ের টীকাধ্যায় ২৮ পৃঃ) আমরা নদীর নাম "কানীয়নী" দেখিতে পাই, "কালিয়নী" দেখিতে পাই না। সেখানে "কানিয়নীনদ্যুত্তরে × × × × তদ্বা নদী দক্ষিণে খবলোম্ভী পূর্ব্বে ভাস্কর টেঙ্গরী পশ্চিমে" লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন 'ন' কে "ল" ধরিয়া যদি নদীর নাম "কালিয়নী" করিতে হয়,তাহা হইলে কল্পনা আরও বহু দূর গড়াইয়া পড়ে। এখানে বলা বাহুল্য নহে যে, ভাটেরার তাম্রশাসন আলোচনাকারীদের কেহ কেহ এই 'ভাস্কর টেঙ্গরী'কে দক্ষিণ শ্রীহট্টের বাড়ুয়া পাহাড়ের (যে পাহাড়ের পূর্ব্ব-পার্শ্বে ভাটেরা পরগণা অবস্থিত) পশ্চিম পার্শ্বস্থ "টেংরা" গ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং ভাটেরা (ভট্টপাটক) রাজ্য হাকালুকি হাওরের পূর্ব্বদিকস্থ পঞ্চখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া কথিত হয় না। অধুনা আবিষ্কৃত হট্টনাথের পাঁচালীতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পঞ্চখণ্ডের পূর্ব্ব নাম টেঙ্গইর বা টেঙ্গরী থাকা হেতু ইহাকে ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক ইহার প্রদত্ত নাম "ময়ূর শাল্মলা গ্রহার"কে রাজসরকারের দপ্তরে সীমাবদ্ধ রাখিয়া 'ভাস্কর টেঙ্গরী" নামে পরিচিত করা সম্ভবপর হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় রামতারক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত "পঞ্চখণ্ড তাম্রশাসন" নামক পুস্তিকায় উল্লিখিত পঞ্চখণ্ড পরগণার খাসা গ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে "টেঙ্গইর রাজার দীঘি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ অবস্থায় টেঙ্গরী নামক কুকী জাতির বা যাহাদের সর্দ্দার বা রাজার নাম টেঙ্গরী (টেঙ্গইর) ছিল তেমন এক কুকি জাতির অধ্যুষিত স্থানই টেঙ্গইর বা পঞ্চখণ্ড তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং এই টেঙ্গইর রাজার দীঘি বর্ত্তমান থাকিয়া স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বৈদিক সংবাদিনীর' উল্লিখিত "টেঙ্গরী কুকী কর্ষিতাং" এর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভাস্করবর্ম্মার শাসন প্রদত্ত ভূমি—"ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র" নামে অভিহিত হইয়াছে। "ময়ূর শাল্মলের" কোনও চিহ্ন বা জনশ্রুতি না থাকিলেও এবং ইহাকে রাজসরকারের দপ্তরশায়ী কল্পনা করিলেও প্রদত্ত ভূমি যে "শুল্ককৌশিকা" ও

"গঙ্গিনিকা" এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমি ছিল এবং পঞ্চখণ্ডের মত পর্ব্বতসঙ্কুল নহে তাহা "ক্ষেত্র" শব্দ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পঞ্চখণ্ড ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমি "ময়ুর শাল্মলাগ্রহার" হইতে পারে না।

ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমি "চন্দ্রপুরী বিষয়ে"র (জিলা বা ডিষ্ট্রীক্টের) অন্তঃপাতি ছিল ইহা শাসনের ৪৯ ও ৫০ পংক্তি হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চখণ্ড পরগণার পশ্চিম ও ঢাকাদক্ষিণ পরগণার পূর্ব্ব সীমাস্থ কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রপুর (চন্দরপুর নামে কথিত) গ্রামকে চন্দ্রপুরী বিষয়" "বলিয়া ডাঃ গুপ্ত প্রভৃতি গবেষকগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। চন্দ্রপুর (চন্দরপুর) একটি গ্রাম। ইহা চন্দ্রপুরী বিষয় (জিলা) থাকিলে অন্ততঃ পঞ্চখণ্ড পরগণাটিও চন্দ্রপুর বলিয়া পরিচিত হইত এবং পঞ্চখণ্ডে প্রদত্ত ভূমির স্থান পঞ্চখণ্ড গ্রামে পরিণত হইত। কাজেই এই চন্দ্রপুর গ্রামের অস্তিত্বেই তাহাকে নামের সাদৃশ্যে চন্দ্রপুর বিষয়ের সঙ্গে এক করা যায় না। একটি স্থানের সাদৃশ্যে নাম বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে উল্লেখিত কামরূপের বনমাল দেবের তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমি "ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ" অর্থাৎ বর্ত্তমান রঙ্গপুর জিলায় বলা হইয়াছে। ঐ ভূমির সীমান্তে "চন্দ্রপুরী" রহিয়াছে। ইহা চন্দ্রপুরী বিষয় বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও ইহা যে চন্দ্রপুরী বিষয় নহে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে না। অতএব ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রপুর বিষয়ান্তঃপাতি "ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র" শাসন প্রদানের স্থান কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্ত্তী উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। সেখানে ১৩০০ তের শত বৎসর পূর্ব্বের "শুষ্ককৌশিকা" ও গঙ্গিনিকা (Dried up Kouiska and dead river) লুপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। স্বর্গীয় পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও প্রদত্ত ভূমির স্থান উত্তর বঙ্গেই স্থির করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে এই প্রদত্ত ভূমির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে ইহা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এই ভূমি ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ—মহাভূত বর্ম্মা প্রকাশিত ভূমিবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রথমে প্রদত্ত হয়। ভূতিবর্ম্মার কাল ৫ম শতাব্দির শেষ বা ৬ষ্ঠ শতাব্দির আরম্ভ স্থিরীকৃত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন বুধগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধন অন্ততঃ ৪৪৩—৫৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলীর প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্তের প্রবন্ধ মতে বুধগুপ্তের সময় ৪৭৬-৭৭ হইতে ৪৯৫-৯৬ খৃঃ। এবং ইহা সম্ভবপর যে বুধগুপ্তের রাজত্বের পরই ভূতিবর্ম্মা পুণ্ড্রবর্দ্ধনের যে অংশে "ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র" ছিল অন্ততঃ তাহা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান কালচার' নামক পত্রিকায় কামরূপের রাজাগণ কর্ত্তৃক বঙ্গাধিকার (The occupation of Bengal by the kings of Kamrup) শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে দেখা যায় দামোদরপুর তাম্রফলকের ৫ম ফলক হইতে দৃষ্ট হয় পুণ্ড্রবর্দ্ধন এক গুপ্ত রাজা কর্ত্তৃক ৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক যাহা অধিকৃত হইয়াছিল তাহা হইতে তাঁহার পুত্র বা পৌত্র বঞ্চিত হওয়া এবং পুনর্ব্বার ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক উহার উদ্ধার অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা উক্ত প্রবন্ধে অনুমিত হইয়াছে। ভাস্করবর্ম্মার সময়ে ময়ূর শাল্মলাগ্রহারের রাজত্ব নির্দ্ধারণ কেবল পূর্ব্ব তাম্রশাসনের অভাব না হইয়া এইসব রাজ্য পরিবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ এক রাজা হইতে অন্য রাজার অধিকার) মূলক বলিয়াও মনে হয়। কর্ণ সুবর্ণ হইতে ভাস্করবর্ম্মার শাসন প্রদত্ত হয়। হর্ষ বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর (৬৪৮ খৃঃ) যে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয় সেই সময়েই ভাস্করবর্ম্মা কর্ণ সুবর্ণের অধিকারী হইয়াছিলেন ইহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সুতরাং কর্ণ সুবর্ণ হইতে ৭ম শতাব্দির মধ্যভাগে (৬৪৯ খৃঃ) ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তঃপাতি "ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র" দান করা অযৌক্তিক হয় না। অতএব ভাস্করবর্ম্মার শাসনোক্ত প্রদত্ত "ময়ূর শাল্মলাগ্রহার ক্ষেত্র" উত্তর পূর্ব্ববঙ্গেই অবস্থিত ছিল। নাগর ব্রাহ্মণদের করতোয়া তীরের উপনিবেশের অস্তিত্ব দ্বারাও ইহা সমর্থিত হয়।

৬০০ খৃষ্টাব্দের জৌনসার মন্দির লিপিতে উক্ত "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" শব্দ যদিও ডাঃ বুলারের মতানুসারে পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় তথাপি হিউয়েন্থ সঙ্গের কামরূপ ভ্রমণের সময়ে (৬৪৩ খৃঃ) শ্রীহট্টের পৃথক অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব হয় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি পরে এই শব্দ মন্দির লিপিতে সংযোজিত হইলেও শ্রীহট্ট রাজ্যের কামরূপ হইতে পৃথক অস্তিত্ব হিউয়েন্থ সঙ্গের সময়ে থাকিতে পারে।

হিউয়েন্থ সঙ্গের উক্ত "শিলি চাটালো" শ্রীহট্ট নহে বলিয়া মতভেদ থাকিলেও বৈদিশিক চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন্থ সঙ্গের মুখে শ্রীহট্ট বা "শিলিহট্ট"কে বিকৃতাকারে 'শিলি চাটালো' উচ্চারণ অসম্ভব নহে। স্থানান্তরের কামতাপুর প্রভৃতির বিকৃত উচ্চারণ ও হিউয়েন্থ সঙ্গের মুখে দেখা গিয়াছে। শিলি চাটালো বা শ্রীহট্ট তৎকালে কামরূপের অন্তর্গত থাকিলে হিউয়েন্থ সঙ্গ অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতেন। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের যে সীমা দেওয়া হইয়াছে ইহা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সীমা (Religious boundary) এ বিষয়ে স্বর্গীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত আমি সমর্থন করি। যোগিনীতন্ত্রে ১৬শ শতাব্দির বিশ্ব বা বিশ্বসিংহের উল্লেখ থাকায় ইহা ১৬শ শতাব্দির গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এইসব কারণে তাৎকালিক শ্রীহট্ট বা বর্ত্তমান শ্রীহট্টের কোনও অংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইহা বলা যায় না।

ত্রিপুরার রাজমালা হইতে আমরা দেখিতে পাই আসামের নগাঁও জিলার কপিলী নদীর তীরে ত্রৈপুর নৃপতির রাজধানী ছিল (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়, ৫৬ পৃঃ)। এবং বরাক বা কুশিয়ারার দক্ষিণ তীর ত্রৈপুর নৃপতিদের অধিকারে ছিল ইহা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও উল্লিখিত হইয়াছে (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৪৭ পৃঃ)। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ সবডিভিসনের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে কাছাড়ের সম্মিলন স্থানে এখনও ত্রিপুরা রাজ্য সম্মিলিত রহিয়াছে। বরাক বা কুশিয়ারার দক্ষিণ তীর হইতে এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলাসহর সব্‌ডিভিশনের সীমা ৩০ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। দক্ষিণ শ্রীহট্ট সব্‌ডি-ভিশনের অন্তর্গত ছয়চিরি পরগণাস্থ এই লেখকের বাড়ী হইতে কৈলাসহরের সীমা ১৪ মাইলের বেশী নয়। ঐ সব্‌ডিভিসনের লংলা পরগণায় ত্রিপুরা রাজার পূর্ব্ব কালে নির্ম্মিত "রাজ জাঙ্গাল" নামক সড়ক হাকালুকির হাওর পর্য্যন্ত গিয়াছে। করিমগঞ্জের প্রতাপগড়ের অনেকাংশ বলিতে গেলে অল্পদিন পূর্ব্বেও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঐ সব্‌ডিভিসনের পাথারিয়া পরগণার দক্ষিণ সীমা যে ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্ম্মনগর সব্‌ডিভিসনের পরিসর খর্ব্ব করিয়াছে এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পাথারিয়া পরগণার বড়লেখা রেলষ্টেশন হইতে পঞ্চখণ্ড অল্প কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এখনও ত্রিপুরা রাজ্য শ্রীহট্ট

জিলার সমস্ত দক্ষিণদিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং দক্ষিণ শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ সব্-ডিভিসনের প্রধান সহর (Head quarter) হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বেশী দূরবর্ত্তী নয়। দক্ষিণ শ্রীহট্টের শ্রীমঙ্গল রেল ষ্টেশন হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের (Tripura state) সীমা অল্প দূরবর্ত্তী হইলেও ইহার অনতিদূরেই ত্রিপুরার জমিদারী সম্পত্তি রহিয়াছে। এ অবস্থায় পঞ্চখণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়া কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীহট্টের অন্য কোনও অংশে কামরূপের আধিপত্য থাকার কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না এবং জনশ্রুতিও নাই। বস্তুতঃ খাসিয়া পর্ব্বতের অংশ লাউড় পর্ব্বতে ভগদত্ত রাজার বাড়ীর জনশ্রুতি ও চাঁদ সদাগরের বাড়ী ও ডিঙ্গা নৌকার প্রবাদের ন্যায় কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

কামরূপ রাজ্যের ৭ম শতাব্দির রাজা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড পরগণার নিধনপুর গ্রামে প্রাপ্তিমূলে ঐ শাসন প্রদত্ত ভূমিই শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরার রাজা হইতে দানপ্রাপ্ত ভূমি বলিয়া জনশ্রুতির সৃষ্টির কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কামরূপের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মণ্যের বিশেষ পৃষ্টপোষক প্রবল প্রতাপ বিক্রোৎসাহী সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ভাস্করবর্ম্মার নামের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতাধীপ ত্রৈপুর নরপতির নাম জনশ্রুতিতে সন্নিবিষ্ট হওয়ার কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। ভ্রান্তিমূলেও এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের ইহার মূলে এমন কি স্বার্থ বা মোহ থাকিতে পারে যাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমাজে পুরুষ পরম্পরা এই ত্রৈপুর নৃপতির নাম সংযোগে একটী জনশ্রুতির সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে ও তন্মূলে বৈদিক সংবাদিনী ও বৈদিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া আছে। ইহাতে সত্যের সংশ্রব আছে বলিয়াই এই জনশ্রুতির অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা ব্যতীত অন্য অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক (বৈদিক) ব্রাহ্মণগণের বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও তাহার হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলী ৬ষ্ঠ বর্ষে (Historical Quarterly Vol. IV) লিখিত প্রবন্ধে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্বাংশের করিমগঞ্জ সব্ডিভিসনের পঞ্চখণ্ড,

চূড়থাই (ফলিশাসন), সদরের অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ, রেঙ্গা ও বুরুঙ্গা, দক্ষিণশ্রীহট্ট (মৌলবীবাজার) সব্‌ডিভিসনের বরমচাল, লংলা, ইটা, ছয়চিরি, বালিশিরা ও সাতগাঁও এবং হবিগঞ্জের তরফ পরগণায় বাস করিতেছেন। * তরপ পরগণায় মাত্র জয়পুর ও কচুআদি গ্রামে কয়েকটী পরিবারের বাস। সুনামগঞ্জ সবডিভিসনে সাম্প্রদায়িকেব অস্তিত্ব নাই। শ্রীহট্টের ভূগোল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের বাসস্থানগুলি একটী পরস্পর সংলগ্ন ও নিকটবর্ত্তী স্থান (প্রায় Compact block)। কবিমগঞ্জের ফলিশাসন, সদরের ঢাকাদক্ষিণ, রেঙ্গা ও বুরুঙ্গাতে এবং হবিগঞ্জের জয়পুব ও কচুআদি গ্রামে সাম্প্রদায়িকগণের নিবাস পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের একত্রে একটী সংলগ্ন নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস অথচ ইহাদের কোনও সংশ্রব সমগ্র সুনামগঞ্জ সবডিভিসনের সঙ্গে, প্রায় সমগ্র হবিগঞ্জ ও সদর সবডিভিসনের অধিকাংশ স্থানের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়েও নাই ইহাব দ্বারা ইহাই কি সূচিত হয় না যে, ইঁহারা ভাস্করবর্ম্মার দানগ্রাহী দুইশতাধিক ব্রাহ্মণগণের বংশধর নহেন। পঞ্চখণ্ডে ভাস্করবর্ম্মার প্রদত্ত ভূমির অস্তিত্ব থাকিলে শ্রীহট্টের সকল স্থানে না হইলেও বহুস্থানেই এই সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণেব বাস থাকিত। তাহার অভাব এবং কয়েকটী সংলগ্ন ও নিকটবর্ত্তী পরগণায় সামান্য কয়েকটী গ্রামে সাম্প্রদায়িক মাত্র অনুমান অনধিক ৩০০ শত পরিবারের বাস থাকাতে ইহাই কি প্রমাণিত হয় না যে, সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাদের কথিত ত্রৈপুব নৃপতি কর্ত্তৃক আনিত পঞ্চগোত্রীয় সহ দশ গোত্রীয় মাত্র ১০টী পুরুষেবই সন্তান। সাম্প্রদায়িক সমাজের পুরুষ কয়েকটী (দশটী) ব্যতীত ভাস্করবর্ম্মার দানগ্রাহী দুই শতাধিক ব্রাহ্মণগণের প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে চলিয়া যাওয়ার অনুমান যে যুক্তিসঙ্গত নয় তাহা বলা বাহুল্য। এই বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ কবা হইয়াছে।

বৈদিক পুবাবৃত্ত ও বৈদিক সংবাদিনীমতে সাম্প্রদায়িক পঞ্চগোত্রীয় (বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর) ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে

* শ্রীহট্ট জিলায় জয়ন্তিয়ার ১৮টী পরগণা বাদেও ১৭৩টী পরগণা আছে। তন্মধ্যে মাত্র ১২টী পরগণায় সাম্প্রদায়িকগণের বাস। পঞ্চখণ্ড ও ইটার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পরগণাগুলি ধরিলেও আরও ৩।৪টীর অধিক হইবে না।

নিপুণ পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ত্রৈপুর নৃপতি আদি ধর্ম্মপা কর্ত্তৃক আনীত হন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও তাহার অনুসরণে যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে বৈদিক পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক পুরাবৃত্তের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় এই লেখক কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ত্রৈপুর নরপতির দান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায় ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:—

"আমাদের বিবেচনায় যজ্ঞ ও ভূদানাদি যথার্থ হইলেও দানপত্রগুলি বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি (৺ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য) ইদানীং বৈদিক সংবাদিনী রচনা করিয়া যতটা কিম্বদন্তীর সহায়তাতে পারেন, ততটা ইতিহাসরূপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাম্রফলক একটা কি দুইটা ত্রৈপুর নৃপতি দিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অস্তিত্বে যজ্ঞ ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাই সূচিত হয়। তবে তাম্রশাসনের প্রতিলিপি না পাইয়া বৈদিক সংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন, ততটা স্বশক্তি অনুসারে পদ্যে রচনা করিয়াছেন।"

ত্রৈপুর নৃপতির প্রদত্ত তাম্রশাসনের অভাবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও ইহা বলা যায় যে, স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এই লেখক তাহার বাল্যকালের পরেও তাঁহাকে দেখিয়াছেন। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় বামতারক ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত "পঞ্চখণ্ড ও তাম্রশাসন" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

নিধিপতির প্রাপ্ত তাম্রশাসন তাঁহার বংশীয় ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে বাহিরি-স্তানে-গয়বি মতে দক্ষিণ শ্রীহট্ট সব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত তাঁহার শ্রীসূর্য্য দুর্গ হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে মোঘল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ১৬১২ খৃঃ হত পাঠান বংশীয় খাজা উস্‌মান লোহানীর বাজনগর আক্রমণ ও অধিকারজনিত বিপ্লবকালে (১৫৯৮ খৃঃ) লুপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আদি ধর্ম্মপা প্রদত্ত প্রথম তাম্রশাসন বিভিন্ন

গোত্রীয়দের পূর্ব্ব বাসস্থান পঞ্চখণ্ড পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বা তৎপরে বিভিন্ন স্থানে নীত হইয়া লুপ্ত হওয়াও বিচিত্র নহে। পঞ্চ গোত্রের প্রথমে উল্লিখিত বৎস গোত্রের মধুকর মিশ্রের আদিপুরুষের শাখা শ্রীহট্ট হইতে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের বৃত্তান্ত বৈদিক পুরাবৃত্তে এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেও স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত বাৎস গোত্রীয় ইটা রাজ্যের পত্তনকারী প্রসিদ্ধ নিধিপতি ভট্টাচার্য্যের আদি পুরুষ এক ব্যক্তির ও তাঁহার বংশীয়ের বিভিন্ন স্থানে গমনের পর নিধিপতি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্ব স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের বরাক নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে পুনরাগমণের বৃত্তান্তও বৈদিক পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে। এ সব ঘটনা সম্পর্কে প্রথম তাম্রফলক লুপ্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ত্রিপুরারাজ্যের দপ্তর খানায় ইহার কোনও নিদর্শন থাকার কারণ নাই; বিশেষতঃ বিভিন্নস্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইহার অস্তিত্বের আরও সম্ভাবনা নাই।

উপসংহারে একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বর্গীয় রামতারক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "পঞ্চখণ্ড ও তাম্রশাসন" নামক পুস্তিকায় উক্ত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "হিষ্টরিকেল কোয়ার্টারলী" (Historical quarterly Vol. VI) পত্রিকার প্রবন্ধে আলোচিত ভাস্কর বর্ম্মার শাসনোক্ত ঘোষ, সেন, পাল ইত্যাদি শব্দ জাতিবাচক উপনাম বা খ্যাতি নহে। এগুলি শাসনে প্রদত্ত ব্রাহ্মণদের নামের অংশ মাত্র তাহা "বিষ্ণুদত্ত স্বামী, হর্ষদেব স্বামী, বিষ্ণু সোম স্বামী, ধন সেন স্বামী, ভাস্কর মিত্র স্বামী, গোমিনাগ স্বামী, শুদ্ধকুণ্ড স্বামী, গায়ত্রীপাল স্বামী, পদ্মদাস স্বামী, বিষ্ণুঘোষ স্বামী প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যাইবে। প্রত্যেক নামের পরে 'স্বামী' শব্দের উল্লেখে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত প্রভৃতি নাম প্রাচীনকালে প্রায়ই ছিল। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী।

১৩ই বৈশাখ,
১৩৪৮ বাং।

শ্রীহট্টের প্রাচীন কথা

শ্রীহট্টের গৌরব—বাঙালী জাতির গৌরব

বঙ্গদেশের কোন কোন অংশের তুলনায় শ্রীহট্টের 'শ্রী' যে বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াই চলিতেছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় না থাকিলেও এই প্রাচীন জন-পদ অতীতকালে সমগ্র বাঙ্‌লার যে যথার্থই 'শ্রী-যুক্ত' ছিল একথা কেহই অস্বীকার করতে পারিবেন না।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীহট্টের দান অফুরন্ত। শ্রীহট্টের "মাঘ-ব্রত কথা" বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিতে পারে—ইহা শূন্য পুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী। (মল্লিখিত প্রবন্ধ "শ্রীহট্টের মাঘ-ব্রত কথা" আনন্দবাজারের রবিবাসরে দ্রষ্টব্য) বাঙ্‌লার অনুবাদ শাখার সর্ব্বপ্রাচীন কবি সঞ্জয় শ্রীহট্টেরই সন্তান। উক্ত অনুবাদ শাখার 'স্ত্রী-পর্ব্ব' লিখক গোপীদত্ত দক্ষিণশ্রীহট্টবাসী। মনসার ভাসান লেখক ষষ্ঠীবর দত্ত, সন্ধিনাথ, নারয়ণদেব, জানকীনাথ শ্রীহট্টেরই লোক। গোপীচন্দ্রের গীত লেখক ভবানী দাসও শ্রীহট্টের হবিগঞ্জের কবি।

যে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপ হইতে প্রেমের উৎসের পূত মন্দাকিনী ধারা সমগ্র ভারত প্লাবিত করতঃ লোকের মন-প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছিল সেই প্রেমাবতার চৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত, ঈশান নাগর, পদকর্ত্তা যদুনাথ, যদুনন্দন প্রভৃতি অনেকই শ্রীহট্টেরই সন্তান। সমগ্র চৈতন্যযুগকে শ্রীহট্টেরই নবযুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগেই চরিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়—উহার পথ-প্রদর্শকও শ্রীহট্টবাসী। শ্রীহট্টের ঠাকুর বাণী, পাগল শঙ্কর, ঘোষ বঞ্চিত, অজ্ঞান ঠাকুর, রামকৃষ্ণ গোসাই, শ্যামকিশোর ঘোষ, রঘুনাথ গোস্বামী ও রমণীমোহনের নাম বঙ্‌লার অনেকের নিকটই সুপরিচিত। সেদিনও ব্রহ্মবিদ্যার ঋষি ব্রজ-বিদেহী শ্রীশ্রী ১০৮ মহারাজ সন্তদাস (তারাকিশোর চৌধুরী) স্বীয় অসামান্য ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রভাবে শুধু শ্রীহট্ট নয়—ভারত-বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন। ভারত-বিখ্যাত

বাগ্মী ও যশস্বী লেখক স্বদেশীযুগেব অগ্রদূত ৺ বিপিন পালের নাম কে না জানেন ? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায় দক্ষিণ শ্রীহট্টের গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড় গুড়ে ভট) দ্বারাই বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্য নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের ধামালী, চৌ-পাড়া কীর্ত্তন, গোপাল ও গোবিন্দ ভোগেব গীত-নৃত্য * শ্রীহট্টেরই প্রাচীন নৃত্য-সঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ। শ্রীহট্টের ভাটিয়ালী গান বঙ্গীয় পল্লীগীতিকাব এক অত্যুজ্জল অধ্যায়। এই জেলার প্রায় দুই তিন হাজার লেখক-লেখিকার গান সমগ্র পূর্ব্ব বাঙ্‌লায় গীত হইয়া থাকে। ভাটিয়ালী গান লেখকদের মধ্যে সুনামগঞ্জেব রাধারমণ, দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভুবন ভট্টাচার্য্য, হবিগঞ্জের পুলিন গোস্বামী ও মহেন্দ্র গোস্বামীর লিখিত গানের নমুনা ইদানিং গ্রামোফন বেকর্ডে পূর্ব্ব বাঙ্‌লাব বাহিরের অনেক লোকও শুনিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ, গোপালঠাকুর, ভগবান দাস, সূর্য্যমণি, রাধারাণী, গগনচন্দ্র, গগন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচবণ, গোরাচাঁদ অধিকাবী; শ্যামকিশোর ঘোষ, ভেলাশা ফকির, হুছন রজা উমেশ দাস, নবোত্তম বৈবাগী, মনমোহিনী প্রভৃতি হাজার হাজার লেখক লেখিকা ভাটিয়ালী সঙ্গীত রচনা করিয়া শুধু শ্রীহট্ট নয়—সমগ্র পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুখরিত করিযা তুলিয়াছেন—যাহা অন্যত্র সহজে দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ বলিতে শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতিকেই বুঝাইত। (ভক্তিরত্নাকর)। দক্ষিণবঙ্গ তখন সমুদ্রগর্ভেই ছিল, বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ—বিশেষভাবে শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ হইতেই বাঙালীর "বাঙলা-সাহিত্য" মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া আজ উহা বিশ্ব-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

"আইনি আক্‌বরি", "রিয়াজ-উস-সালাতিন" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিযা লিখিত আছে। শ্রীহট্টে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল বটে কিন্তু কতক স্থান খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়া বাঙলাব সঙ্গে শাসিত হইয়া আসিয়াছিল। ইংরেজেরা বাঙ্‌লার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে শ্রীহট্টও এতদ্‌সঙ্গে ইংবেজ অধিকাবভুক্ত হয় এবং ঢাকা বিভাগের সঙ্গে শাসিত হইতে থাকে।

---

* বর্ত্তমানে রবীন্দ্র যুগের নৃত্য শব্দটী বডই ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। তালের সঙ্গে এই প্রকার পদক্ষেপাদি পূর্ব্বে নৃত্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।—সম্পাদক।

পরবর্ত্তীকালে আসাম নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর শুধু আসামের আয়ে উহার শাসনকর্ত্তা একজন চিফ কমিশনারের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না বলিয়াই শ্রীহট্টকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম ভুক্ত করা হয়।

বাঙলার * অনেকেরই ধারণা—শ্রীহট্ট কাছাড়ের মাতৃভাষাও আসামী। যেহেতু এই দুইটি জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণাটুকু শুধু অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—বিখ্যাত উপন্যাস লেখক পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে সুরমা উপত্যকার ছাত্র সম্মিলনীর শিলচর অধিবেশনে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া কেন তিনি অভিভাষণ লিখিয়া আনেন নাই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার ধারণা ছিল এখানকার লোকের ভাষা আসামী, আমি আসামী ভাষা জানি না—কাজেই কিছু লিখে আনিনি। মনে করেছিলেম—দু'একটি কথা ইংরেজীতেই বল্‌বো। কিন্তু এখানে এসে এখানকার স্থানীয় লোকের সাথে মিলে মিশে আমার সে ধারণা ভেঙে গিয়েছে। যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবে সমগ্র বাঙ্‌লা ধন্য হয়েছিল, যার পার্ষদরা বাঙ্‌লা ভাষায় চৈতন্যের লীলা কীর্ত্তন করে বাঙলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন তার উৎস ভূমিই ছিল সুর্ম্মা উপত্যকার শ্রীহট্টে। কাছাড়বাসীরাও চমৎকার বাঙ্‌লা ভাষায় কথা বলেন। এস্থানেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব দেখতে পেলুম।" ইহার পরই তিনি তাঁহার শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বের বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত অন্যতম নায়িকা কমলকে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ শ্রীহট্ট—শ্রীহট্ট কাছাড়কে এক সঙ্গে বৃহৎ শ্রীহট্ট বলা যাইতে পারে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীহট্টের সঙ্গে উহার একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন শ্রীহট্টের পূর্ব্ব সীমা—স্বর্ণ বা সোণাই নদী ধরিলে প্রায় অধিকাংশ কাছাড় জেলাই শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত যে কাছাড়ী জাতি হইতে কাছাড় জেলার নামকরণ সেই কাছাড়ী (ক) কেড়ম্ব জাতির মাতৃভাষাও বাঙ্গালা। আবার বর্ত্তমান কাছাড় জেলা শ্রীহট্টেরই উপনিবেশ বিশেষ। শ্রীহট্টের লোকসংখ্যা

* কাহারও কাহারও। এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গের লোকের প্রতিই খাটে ইহা বিস্ময় জনক সন্দেহ নাই। —সম্পাদক।

(ক) বাঙ্গালী হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত (incontact with) —সম্পাদক।

প্রায় ২৮ লক্ষ, কাছাড়ের লোকসংখ্যাও প্রায় ৬ লক্ষ। একত্রে এই দুই জেলার প্রায় ৩৩ লক্ষ লোকেরই মাতৃভাষা বাঙ্গালা। ভারতবর্ষ হইতে বঙ্গ, বিহারাদি ৭টি প্রদেশ বাদ দিলে অবশিষ্ট (৯ নয়টির) কোনটিতেই এত লোকসংখ্যা নয়। শ্রীহট্টকে বাদ দিলে বঙ্গদেশের কেবল অঙ্গহানি নয় অনেকটা গৌরবও হাত-ছাড়া হইয়া যায়। শ্রীহট্টের গৌরব বাঙালী জাতির গৌরব। ডক্টর দীনেশ সেনের ভাষায় "সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও কতকাংশ অর্থাৎ যে যে দেশ বাসীরা চৈতন্যের দোহাই দিয়া থাকেন তাহারা সমস্তই শ্রীহট্টসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত। এই সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী চৈতন্যদেব এবং অন্যতম নেতা অদ্বৈতাচার্য্য আমরা সকলে ইঁহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। × × × বঙ্গ দেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে।" (বৃহৎবঙ্গ ১০৮১ পৃঃ)

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব—তন্ত্রে শ্রীহট্ট ও শ্রীহট্টের দেবতা হাটেকেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। "নকুলেশ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর"। দেবীপুরাণে শ্রীহট্টের নাম আছে—"শ্রীহট্টে হট্টবাসিন্যৈই নমঃ" প্রাচীন তন্ত্র ও পুরাণে শ্রীহট্টের মনু ও বরবক্র নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শ্রীহট্টের নামকরণ—শ্রীহট্টের ভাটেরার তাম্রশাসনে হট্টনাথ বটেশ্বর শিবের নাম অঙ্কিত আছে। যথা—"ত্রিলোক নাথো ভগবান বটেশ্বরঃ"। অন্যত্র "প্রাসাদাৎ শ্রীহট্ট নাথায় শিবায় শিব কীর্ত্তনঃ"। শ্রীহট্টের মাঘব্রত কথায়ও শ্রীহট্টের হাটেকেশ্বর শিবের নাম উল্লেখিত আছে। যথা—"হাট পৃজি হাটেশ্বর, বর দেউকা মহেশ্বর।" (মংলিখিত আনন্দবাজারে প্রকাশিত "শ্রীহট্টের মাঘ-ব্রত-কথা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

উক্ত হাটেকেশ্বর বট্টনাথ বা হট্টনাথ একজন শিবকেই বুঝাইতেছে। দেবতা হট্টনাথের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট নাথ হইয়াছে। উক্ত শ্রীহট্টনাথ শিব হইতেই তাহার অধিষ্ঠান ভূমির নাম হইয়াছে শ্রীহট্ট। *

শ্রীহট্টে অধিক সংখ্যক শৈবতীর্থ ও তাহার কারণ—শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর শিব ব্যতীত সিদ্ধেশ্বর, উনকোটী, তুঙ্গেশ্বর বামজঙ্ঘা মহাপীঠ, বাণেশ্বর শিব প্রভৃতি বহুতর শিব মূর্ত্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ। (ক) এই সম্বন্ধে ৺ দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার

* ভাটেরা প্রাচীন শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।—সম্পাদক।

(ক) 'বামজঙ্ঘা জয়ন্তিয়ার অন্তর্গত। জয়ন্তিয়া প্রাচীন শ্রীহট্টের বহির্ভূত ছিল। —সম্পাদক।

বৃহৎ বঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—"শুধুই শিলাখণ্ডরূপী শিব দর্শনে মনে হয় শ্রীহট্ট অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণের অধ্যুষিত ও পূর্ব্ব ভারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল—কারণ যেখানে শুধু শিবলিঙ্গও নহেন বিগ্রহ ও নহেন শুধু দীর্ঘাকৃতি শৈলখণ্ড—তাহা অতি পুরাতনযুগের। পূর্ব্বভারতের বৈশিষ্ট শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য—তাহা যেমন তাম্রপটে তেমনি এদেশের তীর্থগুলিতেও পরিদৃষ্ট হয়। শৈব ও শাক্ততীর্থ ই এখানকার প্রাচীনতম।"

শ্রীহট্টের কুমারীরা সেই কোন পুরাতন যুগ হইতে এখনো শিবের কাছে মনোমত পতি পাইবার জন্য বর কামনা করে। (মাঘ-ব্রত) আজও এদেশে শিবের চেলা কম নহে—শিবকে ত্রিনাথ সাজায়ে হাতে বড় তামাকু অর্থৎ গঞ্জিকার কল্কি দিয়ে শ্রীহট্টের নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক শিব ঠাকুরের গান আরম্ভ করিয়া দেয়। কিছু দিন পূর্ব্বে "শ্রীহট্টে শিবের গীত" নাম দিয়া উহা আমি সুপ্রসিদ্ধ "দেশ" পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। শ্রীহট্টে এত অধিকতর শৈব প্রভাবের কারণ উহা এক সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের লীলাভূমি ছিল। সংক্ষেপে উহারই কতকটা আভাষ দিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীহটে বৌদ্ধ প্রভাব—অনেকেই অবগত আছেন—পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধদের একটী সম্প্রদায় ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের নাম উল্লেখযোগ্য। গোরক্ষনাথ "মহাজ্ঞানের প্রভাবে" পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত যে বিরাট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই সম্প্রদায়কে বলা হয় নাথধর্ম্মী যোগী। শ্রীহট্ট-কাছাড়ে উক্ত প্রকারের নাথ-ধর্ম্মী যোগীদের সংখ্যা এখনো একলক্ষের কম নহে। গোরক্ষনাথ পরবর্ত্তীকালে শিবের সঙ্গে অভেদ কল্পিত হইয়াছেন। যথা—"ধিয়ানের শিব গোরক্ষ ধিয়ানে জানিলা" (গোপীচন্দ্রের গীত, য়ুনিভারসিটি প্রকাশিত) গোপীচন্দ্রের গীতিকার ভবানী দাস লিখিয়াছেন—

"আদ্যমাটী আছে কিছু মেহেরকুল নগরে
নিজমাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে।
আর আছে আদ্য মাটী তরপের দেশ
চাটীগ্রাম পূর্ব্বমাটী জানিবা বিশেষ।" (৩৪৩ পৃঃ)

আদ্য ও পূর্ব্ব মাটী মহাযান বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান প্রচার কেন্দ্র ছিল। আদ্যমাটী নাথ-ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক্ষেত্র বলিয়া গোপীচন্দ্রের গীতিকাতে বর্ণিত আছে। গোপীচন্দ্রের গানে উন কোটী সিদ্ধাকে রাণী ময়নামতী যে স্থানে ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সীমান্তবর্ত্তী উনকোটী তীর্থই সেই পবিত্র স্থান। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ শিল্পীরা সেই স্থানে উনকোটী মূর্ত্তি খোদাই করিয়া সেই পবিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উনকোটীতে পাথর খোদাই যে সব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে শিব মূর্ত্তিই অধিক সংখ্যক ও উল্লেখযোগ্য। পঞ্চখণ্ডের বাসুদেব মূর্ত্তি, বিষ্ণুপুরের বাসুদেব মূর্ত্তি প্রভৃতি শ্রীহট্টের বহুসংখ্যক মূর্ত্তি দেবমূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইলেও এই মূর্ত্তিগুলি যে বৌদ্ধ মূর্ত্তি উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীহট্টের গাঁজার গানেও বিষ ঝাড়া মন্ত্রে গোরক্ষ নাথের নাম পাওয়া যায়। (দেশ-পত্রিকায় মৎ প্রণীত শ্রীহট্টে শিবের গীত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

তরপ ব্যতীত শ্রীহট্ট সহরের মীনারের টীলা বৌদ্ধ যোগীদের আর একটি ছোট খাটো আবাস ভূমি ছিল। সম্ভবতঃ এই মীনারের টীলাতেই গোরক্ষ নাথের গুরু মীন নাথের আশ্রম ছিল। মীনের আশ্রম হইতে 'মীনার' নামকরণ স্বাভাবিক।

আমরা এক্ষণে গৌড়গোবিন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শ্রীহট্টের ইতিহাসে গৌড়গোবিন্দ আগন্তুক রাজা। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা কোনও ত্রিপুররাজমহিষীর সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৩ খণ্ড, ১ম অধ্যায়)

কথিত আছে গৌড়গোবিন্দ যাদুবিদ্যা সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রভাবে মুসলমানেরা বার বারই পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে অসীম তপঃপ্রভাবশীল শাহজলাল হস্তে তিনি পরাজিত হন বলিয়া "তোয়ারিখে জলালী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

আমাদের দৃঢ় ধারণা—শ্রীহট্টের গৌড়গোবিন্দ ও রাণী ময়নামতীপুত্র হাড়িসিদ্ধা গোবিন্দ একই ব্যক্তি। আমরা গোপীচন্দ্রের গীতে দেখিতে পাই গোবিন্দচন্দ্র মাতা ময়নামতীকে বলিতেছেন—তিনি এ রাজ্যে বাস করিবেন না। পৃথক কোন স্থানে গিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বলা বাহুল্য, এই সময়ে শ্রীহট্টে

নাথ-ধর্ম্মী যোগীদের বিশেষ প্রভাব থাকায় তিনি এথায়ই আসিয়া পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ চন্দ্রের মিরাশ গৌড়েও ছিল এই জন্য তিনি গৌড়গোবিন্দ উপাধি পাইয়াছিলেন। আবার ত্রিপুরার উপান্ত হিসাবে তিনি যে স্থান পাইয়াছিলেন তাহা শ্রীহট্ট জেলা বলিয়াই আমাদের ধারণা। গৌড়ে তাঁহার জমিদারী ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীহট্টে গৌড়গোবিন্দ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের ঐতিহাসিকদের মতে গৌড়গোবিন্দ এয়োদশ শতাব্দীর লোক। মাণিকচাঁদপুত্র হাড়িসিদ্ধা গোবিন্দ চন্দ্র ডাঃ গ্রীয়ার্সনের মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু তৎকালে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা থাকায় দীনেশবাবু উহা হিন্দু রাজত্বের প্রথা সিদ্ধান্ত করিয়া গ্রীয়ার্সনের মত পরিবর্ত্তিত করেন। কিন্তু কড়িদ্বারা রাজকর আদায় শ্রীহট্টে মুসলমান শাসনে তো ছিলই ১৭৭৯ খৃঃ যখন লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট ও কালেক্টর ছিলেন তখন পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট জেলাতে উহা বর্ত্তমান ছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে গোবিন্দের মাতা ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

তিরুমলয়ের শিলালিপিতে এক গোবিন্দের সঙ্গে ১০২৫ খৃঃ রাজেন্দ্রচোলের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দ ভিন্ন ব্যক্তি। দেখিতেছি দীনেশবাবুই এই সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অনেক সময় শৈল পাত্রের উৎকীর্ণ লিপির ঘোষণাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, অনেক সময় পাষনাশ্রিতা মিথ্যা কালজয়ী অমর হইয়া থাকে।" এই সম্বন্ধে তিনি বৃহৎ বঙ্গ ২য় খণ্ডের ৯৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ এই গোবিন্দের সঙ্গে রাজেন্দ্রচোলের ১০২৫ খৃঃ যুদ্ধ হইয়াছিল।

আমাদের মতে গোবিন্দচন্দ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। এবং মাণিকচাঁদপুত্র হাড়িসিদ্ধা গোবিন্দ ও গৌড়গোবিন্দ একই ব্যক্তি। (এই সম্বন্ধে আমি গত পূজা সংখ্যা অভিযান পত্রিকাতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।)

শ্রীহট্টের প্রাচীন গ্রাম্য ভাষা অনেকটা বৌদ্ধপালিভাষা মিশ্রিত ছিল, উহা আজও বৌদ্ধ-প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

শ্রীমথুরানাথ চৌধুরী।

বৈদিক পুরাবৃত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদার ভাবাপন্ন ছিলেন যদিও শেষজীবনে হিউয়েন্থ সাঙ্গের আগমনের পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তার ঝোক বেশী হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কাল ৬০৬—৪৭ খৃঃ। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কনৌজে ও প্রয়াগে বৌদ্ধ মেলা হইয়াছিল। ইহা তাঁহার জীবনের শেষ দিকই বলা যায়। * সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি শেষ জীবনে বিশেষানুরাগ হওয়ার পূর্ব্বে হর্ষবর্দ্ধনের বৈদিক পুরাবৃত্তে উল্লিখিত যজ্ঞ করা অসম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বেশী হওয়ায় এবং হিউয়েন্থ সাঙ্গ গোড়া বৌদ্ধ থাকায় ও বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় বন্ধু হওয়ায় শেষ জীবনে এই যজ্ঞের উল্লেখ না করাই সম্ভবপর। সেইজন্য এই যজ্ঞের কথা ভ্রান্তি-পূর্ণ বলা চলে না। এই যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বর প্রভৃতি রাজারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নয়। কারণ বৌদ্ধ মেলায়ও কামরূপের রাজাসহ ২০ জন রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ

---

* Primarily a worshipper of siva, he (Harsha) permitted himself also to honour the sun and Buddha. In the latter part of his reign he became more & more Buddist in sentiment and apparently set himself the task of emulating Asoka. Buddist monasteries + + + numbered more than a hundred in Harsha's time (At Kanouj) when Brahmanical temples existed in even larger numbers. The inhabitants were more or less equally divided in their allegiance to Hinduism & Buddhism.

—V. Smith's Histry of India
P. 167— 69.

বিতরণ করিতেন। ‡ বৈদিক পুরাবৃত্তের যজ্ঞ ৬৩৮ খৃঃ ও বৌদ্ধ মেলা ৬৪৩ খৃঃ সম্পন্ন হয়। ৬৩৮ খৃঃ হইতে ৬৪৩ খৃঃ পাঁচ বৎসর পর হয়। ৬৩৮ খৃঃ ধন বিতরণ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অসম্ভব মনে হয় না।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার হিউয়েন সাঙ্গের সি-যু-কি গ্রন্থে উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ (ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ ১ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা ৭০-৭১ পৃঃ) করিয়া বলিয়াছেন ব্রাহ্মণেরা হর্ষের বিরুদ্ধপন্থী ছিল এবং তাঁহাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত ছুরিকা হস্তে একটী ব্রাহ্মণ ধরা পড়ে। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন যজ্ঞ করিতে যাইবেন কেন? এই সময়ে বৌদ্ধমেলা হয় ৬৪৩ খৃঃ, আর বৈদিক পুরাবৃত্তের উল্লিখিত যজ্ঞ হয় ৬৩৮ খৃঃ, ৫ বৎসর পূর্ব্বে। এই পাঁচ বৎসর পর হিউয়েন সাঙ্গের মহাযান বৌদ্ধ মত প্রচারের ফলে ও তাঁহার সংসর্গে আসিয়া হর্ষ বর্দ্ধনের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বেশী ঝোক হয়। বাণভট্ট তাঁহার হর্ষ চরিতে ইহার বৃত্তান্ত ভিন্ন রকম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিউয়েন সাঙ্গের মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের ফলে ঐ ধর্ম্মের হীনযান পন্থীরা উত্তেজিত হইয়া তাঁহার হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। * বিরুদ্ধবাদী হীনযান পন্থীদিগকে বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম করা হিউয়েন সাঙ্গের পক্ষে অসম্ভব নহে। বাণ ভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধু ও সহচর ছিলেন। কাজেই তাঁহার বর্ণনা হিউয়েন সাঙ্গের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক

---

‡ King Harsha × × × × organised in his (Hiuen Tsong) honour a spendid assembly at Konouj the capital, which was attended by twenty tributory Rajas including the King of Assam from the extreme east, & the King of Valabha from the extreme west × × × ×. It being Harsha's custom to distribute his accumulated riches at interval of five years. —V. Smith P. 169.

* Where some followers of the Hinayana, seeing that the Chinese pilgrim had overturned their school, filled with spleen, plotted to take his life.— Harsha. (Calcutta University Readership Lecture, 1925) by Prof. Dr Radha Kumud **Mukherjee M.A, Ph. D.** P 78

বিশ্বাসযোগ্য। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের আক্রমণ বহুকালাবধিই হইতেছিল। সুতরাং তখন নূতন কল্পে ব্রাহ্মণদের উত্তেজিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণদিগকেও বৌদ্ধ মেলায় ধন দান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ভিঃ স্মিথের গ্রন্থে দেখিতে পাই (১৬৯ পৃঃ)। এবং মহাযান ধর্ম্ম প্রচারের ফলে হীনযান পন্থীদের উত্তেজিত হওয়াই সম্ভবপর ছিল। (ক)

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (২য় ভাঃ ১ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা ৭০ পৃষ্ঠা) হর্ষবর্দ্ধনের নাম বলভদ্র রূপে আর শুনা যায় নাই বলা হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের নাম শীলাদিত্য ছিল ইহা এই গ্রন্থে ঐ স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধন রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নাম শিলাদিত্য রূপে খ্যাত হয় দেখা যায়।* হর্ষবর্দ্ধন ও শিলাদিত্য নাম ইতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সংসৃষ্ট বলিয়া তাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। হয়তঃ বলভদ্র নামের সঙ্গে কোনও বিশেষ সম্পর্ক না থাকায় তাহা কোথায় আমরা দেখিতে পাই না। বলভদ্র নামটী পূর্ব্ব হইতেই সাম্প্রদায়িক সমাজে পরিচিত (ইতিবৃত্ত ২ ভাঃ ১ খঃ ৪র্থ। ৫ম অঃ টীকা ৭০ পৃঃ) তাহা অচ্যুত বাবুও বলেন। বেহারে (মিথিলায়) এই সময়ে (৬৩৮-৬৪১ খৃঃ) বলভদ্র নামে কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই না।§ মিথিলায় বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ এই সময়ে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। § সুতরাং এই বলভদ্র যে তাৎকালিক মিথিলার রাজা নহেন তাহা বলা বাহুল্য। এই অবস্থায় বলভদ্র হর্ষবর্দ্ধনেরই নামান্তর বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। অচ্যুত বাবু বলেন মিথিলায় সিংহোপাধি বিশিষ্ট

(ক) অথবা হয়তঃ তাহারা অর্থদ্বারা একটী ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিয়া এরূপ কার্য্যে বৃত করিয়াছিল। সে অর্থে বশীভূত হইয়াছিল বলিয়া হিউয়েন সাঙ্গের সি, যু, কি গ্রন্থে উল্লিখিতও হইয়াছে।

* Harsha by Dr. R. Mukherjee. P. 20.

§ তৎকালে হর্ষের অধিকার সময়ে মগধের (মিথিলা সহ) রাজা বুদ্ধ ছিলেন এবং তিনি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ(৩৯)করেন নাই। ইহা আমরা বৈদিক পুরাবৃত্তে দেখিতে পাই।

রাজারা ছিলেন। ইহা পরবর্ত্তী কালের কথা। বিশেষতঃ রাজা মাত্রেই প্রায়শঃ সিংহোপাধি যুক্ত (ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যের জন্য) হইয়া থাকেন। ময়মনসিংহ জিলার সুসংঙ দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজাদের নাম পর্য্যন্তও সিংহ উপাধি যুক্ত। অতএব সিংহ উপাধি থাকিলেই মিথিলার রাজা হইবে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইটয়া নামক স্থান হইতে সাম্প্রদায়িক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাহা সাম্প্রদায়িক সমাজের সকলেরই স্বীকৃত। অন্ততঃ বৈদিক পুরাবৃত্তের কথা সকলের নিকট প্রচারিত হওয়ায় পূর্ব্বের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত তথাকথিত ১২৩৪ বাংলার বংশাবলীতেও (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ ৩য় ভাগ, ৩য় খঃ ১ম অঃ ২২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ইটয়ার নাম আছে। ইটয়ার নামে গ্রামের নাম রাখা হয় নাই ‡ নিধিপতি তাঁহার রাজ্যের নাম রাখিয়াছিলেন। এখনও একটি বড় পরগণার নাম ইটা রহিয়াছে। মিথিলায় যখন সে সময় শুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না তখন সেখানে ইটয়া গ্রাম ছিল কি না অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা নাই; এবং ইটয়া নামক কোনও স্থান তথায় আছে বলিয়াও জানা যায় না। পক্ষান্তরে কনৌজে (যুক্ত প্রদেশে) ইটা বা এটয়া নামক জিলা এখনও আছে।

বৈদিক পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে আরও কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকাধ্যায় ৭০—৭৩):—

(১) বৈদিক পুরাবৃত্ত মতে ত্রিপুরা রাজ্যে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সিন্ধু দেশে যবনোপদ্রব জন্য ("জ্ঞাত্বা সিন্ধু প্রদেশেতু যবনস্য পরাক্রমং") আর কান্যকুব্জে নাগিয়া আদি ধর্ম্মপাল প্রদত্ত ভূখণ্ডেই বাস করেন। আদি ধর্ম্মপাল বঙ্গ ৬৩১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ৬১২ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যুর ১০০ শত বৎসর পরে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) কাশেম সিন্ধু তীরে উপস্থিত হন। সুতরাং পঞ্চ তপস্বীর (ব্রাহ্মণের) সময় সিন্ধুতীরে যবন ভয়ের কারণ ছিল না।

(২) পুরাবৃত্তমতে পঞ্চব্রাহ্মণ পথে পথে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া আগমন করায় দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীভূত হয় ইত্যাদি। কুমারীল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এই প্রকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য কেহ করেন নাই।

‡ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ খঃ ৫ম অঃ ৬২ পৃঃ।

৩। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে শক্তি, বিষ্ণু, শিব প্রতিষ্ঠা ও সংকীর্ত্তনাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শক্তি, শিব ও বিষ্ণু মূর্ত্তির কোনও নিদর্শন ত্রিপুরায় মিলে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বপ্রচারিত সেই সংকীর্ত্তনের সংবাদ সংবলিত কিছুই পাওয়া যায় না।

(৪) শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজে তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতির একান্ত অভাব ছিল। কিন্তু পুরাবৃত্ত মতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাবৎ "জাতিহীন" ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চব্রাহ্মণ তন্ত্রোপদেশ করেন ইহা কতদূর সত্যমূলক।

(৫) নিধিপতি তপস্যার্থে কান্যকুব্জ হইতে প্রয়াগে আগমন করেন, পরে যবন ভয়ে স্বধর্ম্মপার রাজ্যে (ত্রিপুরায়) আসিয়া উপস্থিত হন। ইতিবৃত্তে লেখা আছে "যবন ভয় কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল? প্রয়াগে? তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া গেলেই চলিত"।

(৬) সাম্প্রদায়িক সমাজে অবিসংবাদিতরূপে যখন দানপত্রদ্বয়ের যাথার্থ্য স্বীকৃত এবং তাহাতে যখন "মৈলেষু" ও "মৈথিলায়" শব্দ পাওয়া যাইতেছে; তখন সাম্প্রদায়িকদের পূর্ব্বপুরুষ যে মিথিলাগত, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একে একে বলিতেছি।

(১) আমরা ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের ইতিহাসে দেখিতে পাই পাঞ্জাব হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের বহির্ভূত ছিল।* আবার যবন শব্দে কেবল মুসলমানকে বুঝায় না। হুন প্রভৃতি অনার্য্য জাতি যবন শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইতিহাসে অনুল্লিখিত কোনও ঘটনা সিন্ধুতীরে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। আবার এত দূরবর্ত্তী কোনও বার্ত্তা বা অস্তিত্বহীন কোন গুজবও প্রকারান্তরে পঞ্চতপস্বীর শ্রবণগোচর হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং এই কথার দ্বারা বৈদিক পুরাবৃত্ত অপ্রামাণ্য প্রমাণিত হয় না। জনশ্রুতিও ভিত্তিহীন হইতে পারে। ত্রিপুরেশ্বরের স্তুতিবাক্য ও প্রার্থনাই পঞ্চ তপস্বীর এদেশবাসী হওয়ার মূল কারণ হইতে পারে। ত্রিপুরেশ্বর যে তাহাদিগকে স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আমরা বৈদিক পুরাবৃত্তে দেখিতে পাই।

* V. Smith's History of India—P. 166.

"স্তুষ্টাব স্তুতি বাক্যেন দিব্যান্ পঞ্চ তপস্বিনঃ।"
"অত্রস্থাতুং প্রর্থিতাস্তে রাজ্ঞা পরম ধর্ম্মিণ
অক্রবন্নেব তিষ্ঠাম সন্নিধৌ তব ভূপতে।"

অনুবাদ—রাজা অতিশয় স্তুতি বাক্যে পঞ্চ তপস্বীগণকে স্তব করিলেন। পরম ধার্ম্মিক রাজা কর্ত্তৃক সেখানে (তাঁহার রাজ্যে) থাকার জন্য প্রার্থিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, রাজন! আমরা আপনার নিকটে থাকিব।

(২) কুমারীল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য ভারত বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে—হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষে প্রচারক ছিলেন। তাই ইতিহাসে তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। কনৌজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সেভাবের প্রচারক নহেন ও সর্ব্বব্যাপী প্রচারও করেন নাই। সেজন্য অন্য ইতিহাসে এই সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই প্রকার গ্রন্থ রচনায় যে অতিশয়োক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল বর্ত্তমানেও কৈলাসহরের ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী উনকোটী তীর্থে বৌদ্ধ মূর্ত্তিকে শিব মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করার দৃষ্টান্ত হইতেই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

(৩) প্রাচীন রাজধানী জয়পুর এখন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। সুতরাং শক্তি, বিষ্ণু ও শিবমূর্ত্তি সেখানে আছে কি না বলা যায় না। আর ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার চিহ্ন এখন এই জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত স্থানে না থাকাও অসম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রকার সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে না থাকিলেও দেবতার স্তুতিগান ছিল। ইহাকেই সংকীর্ত্তন বলা হইয়া থাকিতে পারে।

(৪) শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজে তান্ত্রিক দীক্ষার অভাব থাকা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মত সম্মত হইতে পারে। সেজন্য ভারতের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাৎকালীক দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব হেতু বৈদিক ধর্ম্মের আচারভ্রষ্ট দেখিয়া শুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মে পুনঃ দীক্ষিত না করিয়া তাঁহাদিগকে তন্ত্রের মতসম্মত দীক্ষা ও উপদেশ দেওয়া অসম্ভব নহে এবং তাহা বিশ্বাস না করিবারও বিশেষ কারণ নাই। পূর্ব্বের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ

ধর্ম্মের প্রভাবে আচারভ্রষ্ট হওয়াই কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ ছিল বঙ্গদেশে আদিশূরও এই কারণে কনৌজ হইতে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর এককালে এদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব অতি প্রবল হইয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই বিদিত। সাম্প্রদায়িক বৈদিক সমাজও সেই প্রভাব-মুক্ত হইতে পারে নাই। তবে সৌভাগ্য-বশতঃ এই সমাজে দক্ষিণাচার তান্ত্রিকধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাবই ইহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। ভারতে তন্ত্রের প্রভাব এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল যে বৈদিক ও পৌরাণিক ক্রিয়াকাণ্ডেও প্রায় স্থলেই তান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বৈদিক সমাজের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটী পরিবার ব্যতীত কাহারও উপর তান্ত্রিক বামাচার ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ সমাজে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারিবে। সুখের বিষয় এই যে তাঁহাদের অধিকাংশ পরিবারই বহুপূর্ব্বে বামাচার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও ক্রমে অন্যান্য পরিবারও সেই পথ অবলম্বন করিতেছেন। বর্ত্তমানে যে দুই এক ব্যক্তি বামাচার অনুসরণ করেন তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বামাচার ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক সমাজ হইতে অদৃশ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৫) যবন ভয় প্রয়াগে উপস্থিত হয় নাই, তাঁহার বাসস্থানের (কনৌজে) সে দিকেই হইয়াছিল ইহা সহজেই বুঝা যায়। সে জন্যই তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থানের দিকে চলিয়া আসেন। পুরাবৃত্ত মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দের পুত্র ভৃগুর চারি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়াদিত্য ছিলেন। জয়াদিত্যের দুই পুত্র রামানুজ ও কপর্দ্দি ছিলেন। কপর্দ্দি পিতার ন্যায় রাজা কেশবদেবের মন্ত্রী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামানুজকে তাড়িত করিলে তিনি সপত্নীক কান্যকুব্জে চলিয়া যান। তাহার অধস্তন সন্তান নিধিপতি নিজ পুরোহিত সহ প্রয়াগে তপস্যার জন্য আগমন করেন। সেই পুরোহিত বিদ্যাবিনোদ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ইটায় এওলাতলী গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ‡

‡ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ ১ খঃ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের টীকা। ৬৬ পৃষ্ঠাতেও বিদ্যাবিনোদের বিবরণ আছে।

এওলাতলী ভূমিউড়ার অন্তর্গত। বিদ্যাবিনোদ চক্রবর্ত্তীর বংশধর ভূমিউড়াবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এখনও নিধিপতি বংশীয় রাজা সুবিদ নারায়ণের ভ্রাতা ধর্ম্মনারায়ণের বংশীয় ছয়চিরি নিবাসী চৌধুরীগণের পৌরহিত্য করিতেছেন। ইহা হইতে নিধিপতি নিজ পুরোহিত সহ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা প্রকৃষ্ট প্রকারে প্রমাণিত হয়।

নিধিপতির পূর্ব্ব পুরুষ যে এদেশবাসী হন এবং তাহাদের অধস্তন নিধিপতির পূর্ব্ববর্ত্তী এক ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদি বাসভূমিতে চলিয়া যান এবং পরে নিধিপতি এদেশে আগমন করেন ও ইটা, বালিশিরা, ব্রহ্মচাল ভাটেরা প্রভৃতি স্থান (সমস্ত মনুকুল প্রদেশ) দানপ্রাপ্ত হন তাহা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত এম, এস, সি, বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক অধুনা প্রকাশিত শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস নামক গ্রন্থে আজ ছয় পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহট্ট আখালিয়া গ্রামবাসী ৺ গণেশরাম শিরোমণি কর্ত্তৃক রচিত অধুনা লুপ্ত ও তুলালীর শ্রীযুক্ত জাহ্নবী ধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক স্মরণ শক্তি বলে পুনর্লিখিত হট্টনাথের পাচালীর কাহিনীতে প্রকারান্তরে উল্লিখিত হইলেও বৈদিক পুরাবৃত্তে উল্লিখিত ও সাম্প্রদায়িক সমাজে প্রচলিত নিধিপতির ইতিহাসকেই মোটামুটিভাবে সমর্থন করিতেছে। হট্টনাথের পাঁচালী সাম্প্রদায়িক সমাজের বহির্ভূত একজন পণ্ডিত কর্ত্তৃক জনশ্রুতিমূলেই আজ প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে (যদি আদত গ্রন্থ এক কালে ছিল বিশ্বাস করা যায়) লিখিত। বিশেষতঃ ইহা পাঁচালী আখ্যাত কাজেই তৎপূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক সমাজের এক পণ্ডিত কর্ত্তৃক অন্যূন ২০০ বৎসর কি তৎপূর্ব্বে লিখিত বৈদিক পুরাবৃত্তের কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। সময়ান্তরে হট্টনাথের পাঁচালীর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল হট্টনাথের পাঁচালী আলোচনায় শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত ভাটেরার তাম্রফলকের উল্লিখিত রাজধানীও দানীয় ভূমি কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী এককালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভাটেরা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অবস্থিত নহে এবং নিধনপুরের তাম্রফলকোক্ত ভূমি পঞ্চখণ্ডেই ছিল ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডাঃ স্বর্গীয় কিশোরী মোহন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়গণের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তির উপর স্থাপিত তাহা আমার জীবনকালে সম্ভবপর হইলে আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করি। (ক)

(ক) নিধনপুরের তাম্রফলক সম্বন্ধে এই লেখকের প্রবন্ধ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬) শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উল্লিখিত ৬ষ্ঠ প্রশ্ন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তবে একটী কথার উল্লেখ বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। ৬৩৮-৬৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত বেহারে—মগধে কি মিথিলায় (হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যে) কোনও পৃথক সামন্ত রাজা থাকা অসম্ভব না হইতে পারে। বৈদিক পুরাবৃত্তে মগধে তৎকালে একজন নৃপতি ছিলেন দেখা যায়। খুবই সম্ভব মগধ ও মিথিলা উভয় স্থানই ইহার অধিকারে ছিল। পুরাবৃত্তে উল্লিখিত হইয়াছে মগধের রাজা ব্যতীত অন্য পরাজিত বৌদ্ধেরা পঞ্চ তপস্বী ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়াছিল। ইহার নাম বলভদ্র নয় ইহাও বৈদিক পুরাবৃত্তে দেখা যায়। কাজেই এরূপ উৎকট বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজার রাজ্য হইতে শুদ্ধ বৈদিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসা সম্ভবপর হয় না।

"বৈদিক পুরাবৃত্তের" বর্ণনা মৌখিক জনশ্রুতির উপরই সমধিক ন্যস্ত। সুতরাং ইহার স্থানে স্থানে বহু ভুল ভ্রান্তি এবং অতিশয়োক্তি থাকিলেও যে ইহা মূল্যবান গ্রন্থ তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতে পূর্ব্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জিলার মধ্যবর্ত্তী স্থানের ও বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের জনসমাজের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হওয়া বা ইহার প্রভাবে আচার ভ্রষ্ট হওয়ার যে ইতিহাস আমরা পাই তাহা শ্রীহট্টের অজ্ঞাত অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের এক মূল্যবান ইতিহাস। বঙ্গদেশ যে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাপন্ন হইয়াছিল তাহার ইতিহাস এখন সর্ব্বজন বিদিত। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় আবিষ্কার মূলেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই লেখক আজ ৩২ বৎসর পূর্ব্বে রাজকার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী জিলার নওগাঁ সবডিবিসনে বরেন্দ্র ভূমির নিকটবর্ত্তীস্থানে বাসকালীন "হলুদ বিহার" প্রভৃতি গ্রামের নাম দেখিয়া উহাতে বৌদ্ধকীর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। এখন সে সমস্ত স্থান হইতেই অনেক কিছুর আবিষ্কার হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গের নিকটবর্ত্তী শ্রীহট্ট জিলান্তর্গত স্থানে ও ত্রিপুরা রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী

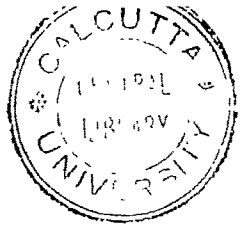

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৬ষ্ঠ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৮ বাংলা | ৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের একটী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কবিতা *

শান্তি নিকেতন

মিছে ডাকো, মন বলে আজ না ;
গেল উৎসব রাতি,
ম্লান হয়ে এল বাতি,
বাজিল বিসর্জ্জন বাজনা।
সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিনু এবার,
চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।
শেষ আলো, শেষ গান
জগতের শেষ দান
নিয়ে যাব, আজ কোনো কাজ না।
বাজিল বিসর্জ্জন বাজনা।

দশমী
১৩৪৩,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, বাহাদুর মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমলার (কুইনীর) সৌজন্যে প্রাপ্ত।
সম্পাদক।

ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য ও তাহাদের তাৎপর্য্য *

অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী, এম্, এ

প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ অনেকটা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী বা বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রচলন আজকাল তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রচলন কমিয়া গিয়া থাকিলেও; উঠিয়া যায় নাই। কুকুরেরা চীৎকার করিলেও যাত্রীদল চলিতেই থাকিবে--The dogs may bark but the caravan shall go on—এই প্রবাদ বাক্যটি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত বৃটিশ রাজনীতিক ব্যবহার করিয়াছিলেন—কি উপলক্ষে তাহা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। বক্তৃতায় ও রচনায় প্রবাদ-বাক্যের জোরালো প্রয়োগ এখনও বিরল নহে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রবাদ-বাক্যের প্রতি আমার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। তাহার প্রধান কারণ, আমার উপর আমার বাল্যকালের প্রতিবেশের প্রভাব। যে সকল বর্ষীয়সী মহিলার আবেষ্টনের মধ্যে আমি বাড়িয়া উঠিতেছিলাম, তাঁহাদের প্রত্যেকেই "ডিটান" দেওয়াতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এই "ডিটান" বা "দৃষ্টান্ত" তাঁহাদের কথাবার্ত্তাকে সজীব এবং সরস করিয়া তুলিত। তাঁদের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত—প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একাধিক সুন্দর "ডিটান" ছিল তাঁদের নখাগ্রে। এইসব "ডিটানে"র দু-একটি ছাড়া সব-ই আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে ভাল কথাই হউক আর মন্দ কথাই হউক—কথাটা পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত "ডিটানে"র অভাব তাঁহাদের কখনও হইত না। "অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল? যদি বা খণ্ডাতে চায়, বিধি করে তা'র উপায়"—হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুতর দার্ঢ্যিকতার পরিচায়ক "কার ধৌগ্‌দা (অর্থাৎ হক্ দিয়া) খাওরে বান্দী, ঠাকুর চিন না!"—পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ের

---

* প্রবন্ধটি শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল; এক্ষণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

"ডিটান-ই" শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। "As the twig is bent, the tree is inclined"—ছোট ডালটাকে যে দিকে নোয়ানো যাইবে, গাছটাও সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে।

যদিও ইহাই আমার প্রবাদ-বাক্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবার মূল কারণ, তথাপি ইহাই সব কারণ নয়। প্রবাদ-বাক্যগুলির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে যাহা, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই, আমাদিগকে মুগ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না; এত অল্প কথায়, এত সুন্দরভাবে এইগুলি আমাদিগকে এতখানি শিক্ষা দিয়া থাকে। "No cross, no crown"; "No pains, no gains"—"কষ্ট বই ইষ্ট নাই", "কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না"—জীবনের কত বড় একটা সত্য কত অল্প কথায় প্রকাশ করা হইল! প্রবাদ-বাক্যগুলি এক এক খণ্ড জমাট অভিজ্ঞতা।

এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কিন্তু মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে প্রবাদ-বাক্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু-চারিটী কথা বলিতে চাই।

প্রবাদ-বাক্যের স্বরূপ কি, কোন্‌টি প্রবাদ-বাক্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে কোন্‌টি হইতে পারে না—এ নিয়া পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও হইবে। তবে প্রবাদ-বাক্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে সকলেই এক-মত। প্রবাদ-বাক্য—Proverb—সর্ব্বপ্রথমেই "Popular saying"—জন-শ্রুতি; সর্ব্ব-জন-বিদিত। অবশ্য "সর্ব্ব-জন-বিদিত" বলিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে আপামর-সাধারণ, বাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সকলেই ইহা জানে; অধিকাংশ লোকের নিকটই ইহা সুবিদিত, এই অর্থ-ই বুঝিতে হইবে। সাধারণ লোকের ভিতর হইতেই ইহা ফুটিয়া উঠে এবং সাধারণ লোকের মুখে মুখেই ইহা প্রচার লাভ করে।

প্রবাদ-বাক্যের রচয়িতার সন্ধান করা বৃথা। কবে কোন্ দিন কোন্ একজন একটা সুন্দরভাব একটা সুন্দর কথায় ব্যক্ত করিল—যাহারা শুনিল তাহাদের মনে কথাটা বিঁধিয়া গেল; তারপর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহারা ইহার প্রয়োগ করিতে লাগিল; যা'র জন্ম হইল দু-চার-জনের মধ্যে, তাহা ক্রমশঃ সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

কোন কোন সময় এমনও হয় যে এক একজন শক্তিশালী লেখকের এক একটি ছত্র প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া যায়। Alexander Pope এর এইরূপ একটী লাইন আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। Pope তাঁহার "Epistle to Lord Cobham"—কবিতায় শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুন্দর ভাবটি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন :—

"'Tis education forms the common mind ;
Just as the twig is bent, the tree's inclined."

শেষ ছত্রটী প্রবচন-পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছে।

Gray-র "where ignorance is bliss, 'Tis folly to be wise !" —অজ্ঞতার লাগি' যেথায় আনন্দ, নির্ব্বোধই সেথা হ'তে চায় জ্ঞানী—এই ছত্র দুইটিও প্রবচন-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া গিয়াছে বলা যায়। কারণ, অনেকেই এই দুইটি ছত্র ব্যবহার করেন, অথচ ছত্র দুইটি কাহার রচিত তাহা জানেন না এবং জানিবার প্রয়াসও করেন না। সেক্সপীয়রের অনেক ছত্র-ইত প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ কালিদাসের "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা," "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্র-নেমি-ক্রমেণ ;" ভারতচন্দ্রের "যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন" "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ—প্রভৃতিও এই পর্য্যায়-ভুক্ত।

আমাদের সমাজে রাম শর্ম্মার নামে কোন কোন প্রবচন প্রচলিত আছে। "রাম শর্ম্মা"—এই ছদ্ম-নামে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন ; তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল নবকৃষ্ণ ঘোষ—১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। তবে তাঁহার নামে চলিত প্রবচনগুলি তিনিই রচনা করিয়াছিলেন কি না—ইহা বলিতে আমি অক্ষম। এইরূপ একটি প্রবচন আমার অপরিণত বয়সের উপর এক বিভীষিকার ছায়াপাত করিয়া আসিয়াছে এবং সেইজন্য "রাম শর্ম্মা" মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিব কি অভিশাপ দিব—ঠিক বলিতে পারি না। "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্ম্মা"—এই নিষ্ঠুর প্রবচনটি কত দিনের কত আনন্দকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এ যেন প্রাচীন রোমানদিগের ভোজ-সভায় মৃত্যু-স্মারক মহাশঙ্খ—"Memento mori" তবে "রাম শর্ম্মার" স্বপক্ষেও ইহা বলিতে হয় যে স্বয়ং

শেক্সপীয়র বলিয়া গিয়াছেন, "Pleasure will be paid, one time or another" : paid অর্থাৎ paid for. মোটের উপর, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবচনের রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা অসম্ভব।

প্রবাদের একটি লক্ষণ সার্ব্বজনীনতার উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে তিনটিকে আমরা মুখ্য বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। সেই তিনটি হইতেছে—সংক্ষিপ্ততা, সার্থকতা এবং সরসতা।

প্রবাদ-বাক্য খুব ছোট হইবে—কখনও বা দুইটি শব্দের বেশী নয়। যেমন "Extremes meet." এই দুইটি মাত্র শব্দ একটি গভীর তথ্য ব্যক্ত করিতেছে : অতি উৎকৃষ্ট এবং অতীব নিকৃষ্টের আচরণ ও স্বভাব অনেক সময় একরূপ। অত্যধিক গরমে হাত পুড়িয়া যায় এবং অত্যধিক শীতেও হাতে অনুরূপ কষ্ট অনুভূত হয়। জ্ঞানী পণ্ডিত পিতৃ-বিয়োগে বিচলিত হ'ন না আর মূর্খ বর্ব্বরও হয় না। এই ভাব-ই অন্য একটি ইংরেজী প্রবচনে অন্য ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—Too far east is west : যে-টা পূর্ব্বদিকে অনেক দূরে সেটা-ই হয়ে যায় পশ্চিম। আমাদের বাংলা অনেকগুলি প্রবাদও খুব সংক্ষিপ্ত; যেমন, "নেকড়ার আগুন"। নেকড়ায় আগুন ধরিলে তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না—ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরিয়া জ্বলিতে থাকে; যে কাজ অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে অথবা যে-রাগ থামিয়াও থামে না, তাহাকে "নেকড়ার আগুন" বলা হইয়া থাকে। "দুধের মাছি"—আর একটি অতি ছোট প্রবচন। সাধারণতঃ মাছি ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সব জিনিষেই বসিয়া থাকে; কিন্তু কতকগুলি মাছি শুধু দুধ, সর—এই সব জিনিষের উপরেই বসে, অন্য কিছুর উপর বসে না। যাহারা কেবল সুখেরই সাথী, দুঃখ দিলেই যাহারা উধাও হইয়া যায়, তাহাদিগকে "দুধের মাছি" এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় লক্ষণ "সার্থকতা" সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রবচনেরই সার্থক অর্থাৎ অর্থপূর্ণ হইতে হইবে, কথাগুলির মধ্যে একটি সত্য নিহিত থাকা চাই। দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্য বিভিন্নরূপে রূপায়িত হইতে পারে এবং তাহা সকলের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নাও হইতে

পারে, কারণ "Every shoe fits not every foot"—প্রত্যেক জুতাই প্রত্যেকের পায়ের উপযোগী হইতে পারে না। এরূপ একটি প্রবচনের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। "Every man has his price"—প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা মূল্য আছে। যে অর্থে এই প্রবচনটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নির্ব্বাচন যুদ্ধের যোদ্ধৃগণ যেভাবে ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়া তুলেন, সেই অর্থে ইহা আমাদের অনেকের নিকট—আশা করি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সকলের নিকট—সম্পূর্ণ অসত্য, সর্ব্বৈব মিথ্যা। অথচ নির্ব্বাচন-কামী জননায়কগণ সুন্দর রূপেই জানেন, এই প্রবচনে একটি অকাট্য সত্য দানা বাঁধিয়াছে।

তৃতীয় লক্ষণ "সবসত্য" সম্বন্ধেও অধিক বলা বাহুল্য। ইহা প্রবাদ-বাক্য গুলির সার্ব্ব-জনীনতার মূলে। একটা ভাব, একটা সত্য, এমন এক নূতন ভাবে এমন এক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ-লাভ করিল যে ইহা আপনা হইতে মনে লাগিয়া থাকে, কষ্ট করিয়া মনে রাখিতে হয় না।

প্রবাদ-বাক্যগুলির মধ্যে আমরা অনেক সময় উচ্চদরের কবিত্বের বিকাশ দেখিতে পাই। সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রবাদের উৎপত্তি আর সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যেই কবিত্বের উৎস; সুতরাং প্রবাদ-বাক্যগুলি যে কবিত্ব রসে রসায়িত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। গ্রামের নিরক্ষর চাষা তাহার নানা পারিবারিক দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া যখন বলিল, "বাবু মশাই, আমার প্রাণটা এখন ঘুণে-খাওয়া থুনি (অর্থাৎ বাঁশের খুঁটি)" তখন শুধু তাহার দুঃখেই যে দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা নহে—মনে মনে তাহার কল্পনা-শক্তিরও প্রশংসা করিয়াছিলাম। প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে এই কল্পনা-শক্তির বিচিত্র খেলা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই।

সব দেশেই অধিকাংশ প্রবাদের মধ্যে আমরা rhyme অর্থাৎ শব্দের মিল দেখিতে পাই। যেমন বাংলা "অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি"; ইংরেজী, "Great spenders are bad lenders"—খরচে লোক যারা, ধার দেয় না তা'রা। প্রবাদ-বাক্যে এই শব্দের মিল থাকে বলিয়াই, ইংরেজীতে একটী phrase এর উৎপত্তি হইয়াছে—without rhyme or reason;

যাহা অহেতুক, যাহার পেছনে কোনরূপ যৌক্তিকতা নাই, তাহাকে আমরা বলি, without rhyme or reason. যেমন "you rebuke me without rhyme or reason". আসলে প্রবাদ-বাক্যের স্বরূপ হইতেই এ phrase টি আসিয়াছে। প্রবাদ-বাক্যে থাকিবে rhyme; আর থাকিবে reason যখন rhyme নাই, reasonও নাই, তখন ইহা অসার, অহেতুক, অগ্রহণীয়।

"বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী"র মতন প্রবন্ধের ভূমিকা অত্যধিক দীর্ঘ হইয়া গেল। একমাত্র আশার কথা এই যে ভূমিকায় মূল বিষয়ও কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

ইংরেজী প্রবাদ বাক্য সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ রহিয়াছে। সবগুলি দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম যে গ্রন্থের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে—"A Dialogue containing the numbr in effict of all the proverbs in the English tongue" সর্ব্বশেষ পুস্তক—আমার জানামত— The Oxford Dictionary of English Proverbs. এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে—ছয় বৎসর পূর্ব্বে। এই গ্রন্থে প্রায় দশ হাজার প্রবাদ-বাক্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইংরেজী প্রবাদ—শুধু ইংরেজী কেন; যে কোন ভাষার প্রবাদ—আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার কতকগুলি সার্ব্ব-কালীন ও সার্ব্ব-ভৌমিক। বিভিন্ন ভাষায় একই জাতীয় প্রবাদ দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় যে একটি অন্যটির অনুবাদ মাত্র। কিন্তু প্রবাদবাক্যগুলি সাধারণ লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাধারণ লোকের স্বভাব অনেকটা একরূপ। দেশ, ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি নিয়া মানুষ যত প্রকারই ভেদের সৃষ্টি করুক না কেন, মূলতঃ মানুষের স্বভাব এক। শেক্সপীয়রের ভাষায় "One touch of nature makes the whole world kin" প্রকৃতির এক পোঁছে সমস্ত পৃথিবীর লোক জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং অনেক দেশের অনেক প্রবাদের মধ্যে অর্থের এবং প্রকাশ-ভঙ্গীরও যে সামঞ্জস্য থাকিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইংরেজী "The child is

father of the man" বাংলায় রূপ নিয়াছে "যে জন মানুষ হয়, ছোট হ'তে মহাশয়।" "যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় দুজন"—এই সুন্দর প্রবচনটির অনুরূপ এক প্রবচন পারস্য ভাষায় আছে যাহার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছে:—"The needle's eye is wide enough for two friends; the the whole world is too narrow for two foes." যে অতিশয়োক্তি বাংলা প্রবচনটিকে উপভোগ্য করিয়াছে, ঠিক সেইরূপ অতিশয়োক্তিই পারসিক প্রবচনটিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। "The Cowl does not make the monk"—ইহা একটি ল্যাটীন প্রবচনের অনুবাদ—"Cucullus non facit monachum." কিন্তু আমাদের বাংলা "তিলক কাটিলেই বৈষ্ণব হয় না" নিশ্চয়ই ছায়া মাত্র নহে। সেইরূপ 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" এই প্রবচনটিও কেবল মাত্র অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না, যদিও ইংরেজী "A little learning is a dangerous thing"—এই বাক্যের সঙ্গে ইহার শব্দ এবং অর্থগত সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারিতাম যে Popeএর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের আগেই (Popeএর জন্ম হইয়াছি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে) এই প্রবচনটি আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইত—কিন্তু ইহা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

সকলদেশের প্রবাদ বাক্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ আরও অনেকগুলি প্রবচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ইহা হইতে বিরত রহিলাম। সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যেই নিজের দোষ ভুলিয়া পরের দোষ ধরিবার যে একটা উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজী প্রবচন "The pot calling the kettle black" এবং বাংলা "চালুনী বলে ছুঁচ ভাই, তোর কেন রে ছেঁদা" অথবা "চালুনী বলে ধুচুনী ভাই, তুমি বড্ড ফুটো"—এই গুলিতে তাহা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার বলিতে ইচ্ছা হয় "One touch of nature makes the whole world kin."

এই সকল সার্ব্বকালীন ও সার্ব্বভৌমিক প্রবাদবাক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রতি ভাষায়, প্রতি জাতির মধ্যেই এমন অনেকগুলি প্রবাদবাক্য রহিয়াছে যাহা উক্ত জাতির সামাজিক রীতি-নীতি, চিন্তা-ধারার বা

বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। "অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে"—এই প্রবচনটী যে আমাদের বাংলা দেশের বিশেষ সম্পত্তি ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পণ প্রথার কৃপায় নূতন বিবাহ নূতন টাকা-কড়ি বহিয়া আনিয়া বর-পুঙ্গবকে সমৃদ্ধ করে—অতএব স্ত্রী-বিয়োগ সৌভাগ্যেরই অগ্রদূত। সেইরূপ "হাওরের মাঝে শিয়াল রাজা" ইহা যে সংস্কৃত "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" এই বাক্যেরই শ্রীকট্টীয় সংস্করণ তাহা সুস্পষ্ট। "হাওর" (সায়র—সাগর) যে শ্রীভূমির নিজস্ব সম্পত্তি!

ইংরেজী প্রবাদের মধ্যেও এইরূপ বহু প্রবাদ আছে—যাহা কেবল ইংলণ্ডের আবহাওয়ায়ই জন্মলাভ করিতে পারিত—যাহার প্রচলন শুধু ব্রিটীশ জাতির মধ্যেই সম্ভবপর।

আমি প্রথমেই একটি প্রবাদের উল্লেখ করিব যাহা প্রথম-দৃষ্টিতে আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়! "To lose the ship for a half-pennyworth of tar" একখানা জাহাজ দুই পয়সার আলকাত্‌রার অভাবে কিরূপে হারান যাইতে পারে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রবাদটি যে একটি সাগর-তীর-বর্ত্তী জাতির এবং সেই জাতি যে বহু সমুদ্র-গামী জাহাজের মালীক ইহা সহজেই অনুমেয়। বাক্যটির ভাবার্থ অতি সুন্দর—যখন সামান্যের জন্য, সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, আমরা মূল্যবান্ কোন কিছু হারাইতে বসি, তখনই ইহা প্রযোজ্য। তবে এই ভাবার্থের সঙ্গে শব্দগত অর্থের খাপ খাওয়ানো দুরূহ বলিয়া মনে হয়। আসলে কথাটা হইবে "To lose the sheep" ভেড়ার গায়ে সময় সময় যে ক্ষত হয় তাহাতে মাছি বসিয়া অত্যন্ত অনিষ্ট করে। এই ক্ষত বাড়িয়া চলিলে ভেড়ার প্রাণ নাশ হইবার আশঙ্কা থাকে। সামান্য একটু আলকাতরা দ্বারা ক্ষত ঢাকিয়া দিলে আর মাছি বসিতে পারে না এবং ভেড়ার প্রাণ-রক্ষা হইয়া থাকে। অশিক্ষিত লোকের মধ্যে যে অতিশয়োক্তির প্রেরণা রহিয়াছে—তাহাতেই sheep—ship হইয়া গিয়াছে, এবং অশিক্ষিতের মধ্যে এ দু'য়ের উচ্চারণ অনেকটা একরূপ বলিয়া এই পরিবর্ত্তন সুগম হইয়াছে।

"As good be hanged for a sheep as a lamb"—এই প্রবচনটির মধ্যে ইংলণ্ডের দণ্ডবিধির একটু খানি ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। মধ্যযুগ

হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে "Petty larceny" ব্যতীত অন্যপ্রকার চুরির অপরাধের জন্য প্রাণ-দণ্ডের বিধান ছিল। "Petty larceny" বলিতে ১২ পেন্সের কম মূল্যের জিনিষ চুরি করার অপরাধ বুঝায়। অতি কঠোর শাস্তির বিধান লোককে অনেক সময় বেপরোয়া করিয়া ফেলে। আবার সেই "Extremes meet." নামে মাত্র শাস্তি আর লঘুপাপে গুরুদণ্ড—এ দু'য়ের ফলই সমাজের উপর প্রায় একরূপ—সমাজ-সংস্কারে উভয়েই পঙ্গু। যখন ভেড়ার বাচ্চা চুরি করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে তখন একটা ভেড়া চুরি করিয়াই মারা যাওয়া ভাল। অন্য একটি ইংরেজী প্রবাদও এই নীতি সমর্থন করিয়া থাকে—"Over shoes, over boots" এ'র সঙ্গে আমাদের শ্রীহট্টে প্রচলিত "ডুবছে নাও, ডুবাইয়া বাও" অথবা সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন"— এই সকল প্রবাদের সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

অনেকগুলি প্রবাদবাক্য ইংলণ্ডের নৈসর্গিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত। "Make hay while the sun shines" অথবা "A place in the sun" এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই উভয় প্রবাদ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে ইংলণ্ডের লোকের নিকট উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ একটি দুর্ল্লভ বস্তু। শেষের বাক্যটি অনেক সময় একটু অশুদ্ধরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি—'We are struggling for a place under the sun'. Preposition এর অপপ্রয়োগে বাক্যটি হাস্যাস্পদ হইয়া যায়। যতদিন আমরা এই পৃথিবীতে আছি এবং সূর্য্যদেব আকাশে আছেন, আমাদিগকে তাঁহার নীচেই থাকিতে হইবে—আমরা ইচ্ছা করি আর না-ই করি। "A place in the sun" শীত-প্রধান দেশের কথা। শীত বেশী বলিয়া যেখানে একটুখানি রোদ সেখানেই সকলে ভিড় করে রোদের আরামটুকু সকলেই উপভোগ করিতে চায়। "A good winter brings a good summer"— এও ইংলণ্ডের নিজস্ব। আমরা গ্রীষ্মকালের জন্য লালায়িত নই—এমনি, ইচ্ছা না করিলেও, আমরা যে গ্রীষ্মকাল উপভোগ করিয়া থাকি, তাহা সময় সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। "A snow year, a rich year"—ইহা ইংলণ্ডের আবহাওয়ারই কথা। আমরা অনেকে ত "snow"—অর্থাৎ আকাশ হইতে পতিত বরফ—দেখি-ই নাই।

"There's the rub"—কথাটায় এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের একটুখানি ইতিহাস দেখিতে পাই। ঐ সময় game of bowls খুব একটা প্রিয় খেলা ছিল। সবুজ ঘাসে ঢাকা সম-ভূমিতে একটি "বল" নিয়া এই খেলা অনুষ্ঠিত হইত। খেলার মাঠে যদি সামান্য উঁচু-নীচু থাকিত তাহা হইলেই "বল" আর সহজেই গড়াইয়া যাইতে পারিত না—আট্‌কাইয়া যাইত, ইহা হইতেই "rub" অর্থ হইয়া গিয়াছে—অসুবিধা, বাধা-বিপত্তি। হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত স্বগতোক্তি সকলেরই মনে আছে। কথাগুলি বড়ই সুন্দর, পাশ কাটাইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে—

"To die, to sleep :—

To sleep ! perchance, to dream : ay, there's the rub."

"Drink wine, and have the gout; drink no wine, and have the gout too" : প্রবাদটি আমাদের জন্য এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিল। ইংরাজদের মধ্যে যে গেঁটে-বাত ব্যারামটা বেশী তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম; আরও বুঝিতে পারিলাম যে মদ্য-পানটা তাঁহাদের সমাজে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকল ঋতুতেই মদ্যপান বিধেয়—"Drink wine in winter for cold and in summer for heat." অবশ্য মদ্যপান নিষেধ করিয়াও অনেক প্রবচন প্রচলিত আছে : যথা, "Drink only with the duck" যা'র মানে হইতেছে "শুধু জলপান কর;" অথবা "Drinking water neither makes a man sick, nor in debt, nor his wife a widow" এ হেন সদুপদেশ অমান্য করিয়া লোকে যে কেন মদ খায়, বুঝা দুষ্কর।

স্বাবলম্বী ইংরাজ-জাতির মধ্যে স্বাবলম্বন সম্বন্ধে যে অনেক প্রবাদ বাক্য রহিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। "First deserve, then desire", "Win purple, wear purple"—এ-দুটি প্রবচন আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেয়। বাস্তবিক কোন পদের বা কোন গৌরবের উপযুক্ত না হইয়া তাহা পাইতে ইচ্ছা করাতে আমাদের চরিত্রের দৈন্যই প্রকাশ পায়। আমাদের চিন্তা-ধারা কিন্তু অন্য প্রকারের। আমরা হাজার উপযুক্ত হইলেও মুখ ফুটিয়া কখনও

তাহা বলি না; এইরূপ বলাকে. এমন কি এইরূপ চিন্তাকেও আমরা দোষ বলিয়া মনে করি। ফলে.—"আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আপনি দয়া করিয়া. নিজ গুণে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন"—এইরূপ বলাই আমরা সমীচীন, ভদ্রতা-সম্মত বলিয়া মনে করি।

"Heaven helps those who help themselves," "The fruits of labour are sweeter than the gifts of fortune," "He who excuses himself accuses himself"—এইসব প্রবাদ-বাক্য স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত।

ইংরাজ-জাতির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুণ অনেক, কিন্তু দোষও আছে—ইহাতে লোক স্বার্থপর হইয়া উঠে। ইংরাজীতে এমন কয়েকটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যাহা লোককে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেয়। "Every one for himself and devil take the hindmost" —প্রত্যেকে যে যা'র লাগি, পেছনে যে পড়ে থাকে যাক্ জাহান্নম—অথবা "Every one for himself and God for us all"—এইসব প্রবাদের মূলে রহিয়াছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। "After me the deluge"—আমার যে টুকু সুবিধা হইবার হইয়া যাউক, তারপর পৃথিবী রসাতলে যাইতে হয় যাউক—এ একটি মারাত্মক রকমের স্বার্থপর নীতি। অবশ্য আমাদের "চাচা, আপনা বাঁচা"—এটাও খুব পরার্থপর নীতির পরিচায়ক নহে।

নারী সম্বন্ধে ইংরেজীতে অনেকগুলি প্রবাদবাক্য আছে। সেইগুলির কয়েকটি নিবেদন করিয়া আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় নিব।

"A spaniel, a woman and a walnut tree
The more they are beaten, the better they be"

—কুকুর, নারী, আখ্‌রোট, তত ভাল যত চোট্—হরি! হরি!! বুঝা যাইতেছে, এককালে ইংলণ্ডের গৃহ-লক্ষ্মীদের অবস্থা ভারতীয় নির্য্যাতিতা বধূর অবস্থা অপেক্ষা বিশেষ ভাল ছিল না। ইংলণ্ডের শাশুড়ী ঠাকুরুণও যে এককালে আমাদের বাংলাদেশের শাশুড়ী ঠাকুরুণ অপেক্ষা বড় বেশী ভাল ছিলেন না,

ইহার সাক্ষ্য দেয় ইংরাজী প্রবাদ—"The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law. স্ত্রী স্বাধীনতাও যে এককালে খুব বেশী ছিল মনে হয় না। "A woman is to be from her house three times : when she is christened, married and buried." অবশ্য, আজকাল এই পর্দ্দা-প্রপীড়িত দেশেও এইরূপ অবস্থা নয়—বিলাতের কথা বলাই বাহুল্য।

"A woman conceals what she knows not"—মেয়েরা যে কোন কিছু গোপন রাখিতে পারেন না বলিয়া একটা অপবাদ আছে তাহার সম্বন্ধে কি দারুণ শ্লেষোক্তি!

স্পেন দেশীয় দিগের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে—"The writer leaves nothing in his ink-stand— লেখক তাঁর দোয়াতের কালি নিঃশেষ না করিয়া ছাড়েন না। যখন কোন লেখক অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠেন, পাঠকদের ধৈর্য্যের সীমা যখন পার হইয়া যায়, তখন তাহারা এই প্রবাদ-বাক্যটি ব্যবহার করিয়া থাকে। দোয়াতের কালি নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রবন্ধটি শেষ করিতে চাই।

প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে—একটি জাতির ধ্যান ধারণা, আচার ব্যবহার, এমন কি নৈসর্গিক অবস্থা, সেই জাতির প্রবাদবাক্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠে; বিশেষতঃ বিভিন্ন জাতির প্রবাদ বাক্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বিষয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অপূর্ব্ব ঐক্য রহিয়াছে—এই কথাগুলিই যথাসম্ভব, বেশীর ভাগ ইংরেজী দৃষ্টান্তের সাহায্যে, আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি—যদি যৎকিঞ্চিৎ সাফল্যও লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আনন্দিত হইব।

গোপীচন্দ্রের গান

সৈয়েদ মোর্ত্তাজা আলী বি-এ,

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গান দুইখণ্ড পড়িয়াছিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় একটী অতি মূল্যবান টীকা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত টীকার কয়েকটী শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

'উনাইআ পড়ে রাজা অগ্নির ভিতর।' পৃঃ ৩৪

এইস্থলে 'উনাইয়া' শব্দের অর্থ—উন হইয়া অর্থাৎ গলিয়া; উ[illegible] হইয়া নহে। 'অগ্নির প্রশনে গিহ (ঘৃত), উনাই পড়ে পুণি'। পৃঃ ৩১৬

এ স্থলেও 'উনাই' অর্থ গলিয়া।

'যদ্যপি উদয় হইত কশ্যপ তনয়
উনাইয়া কোমল তনু হৈত জলময়।' হরি বংশের ৪৮৬৯-৭০ লাইন

এই স্থলে ভবানন্দের হরিবংশের টীকাকার সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'উনাইয়া' শব্দের অর্থ গলিয়া লিখিয়াছেন।

'আট দিনকার খোরাক নাপিতক এক সাঞ্জ খোআঞা
ছাইলা ছোটর চুমুক খাইলে বদন ভরিয়া।' পৃঃ ৫১৪

এস্থলে 'এক সাঞ্জ' শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে এক কালে। 'সাঞ্জ' শব্দটী হিন্দি সাঁঝ শব্দ হইতে আসিয়াছে। এক সাঞ্জ—এক সন্ধ্যা অর্থে এই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অসমীয়া ভাষায় এক সাঁঞ্জ এক সন্ধ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'পুরুসের সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায়
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়।' পৃঃ ১৭৯

এই স্থলে 'ঝুটমুট' শব্দের অর্থ রহস্যে লেখা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ তথা শ্রীহট্ট অঞ্চলে ঝুটমুট শব্দ অনর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ এই অর্থেই ঝুটমুট শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'জে ছাইলার মাও নাই তারে বাপে আনবার যায়
নাইওবি বলিয়া কি তার বেটীক বাঘে খায়।' পৃঃ ১৭৯

'নাইওরি' শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে বাপেব আদরের। 'নাইওর' শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকের পিতামাতার বাড়ী গমন। 'নাইওরি' শব্দের অর্থ যে স্ত্রীলোক পিতামাতার (বা নিকটস্থ আত্মীয়ের) বাড়ীতে আসিয়াছে। হরিবংশের টীকাকার সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ও নাইওরি শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থে নাইওরি শব্দ অদ্যাপি শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

'খাইয়াছিলাম নারির ফল পেট নাহি ভরে
এই কারণে বান্দি সকল ভেরণ খাইটা মরে।' পৃঃ ২৫৯

'ভেরণ' শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে বেতন। ভেরণ শব্দ অসমীয়া ভাষায় ভাড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবতঃ ভেরণ শব্দ ঐ অর্থেই উক্ত স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'কিছু খাইল শাশ নারিকল কিছু খাইল পানি
নগরিআ পোলাপানে লইল টানাটানি।' পৃঃ ৩৭১

'শাশ শব্দের অর্থ সারাংশ হইবে শস্য নহে। সারাংশ অর্থে শাশ শব্দ শ্রীহট্টাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

'আড়থ্যামটা নাচে ময়না মাথায় ঘোঙ্গর দিয়া
ডোমনা বাণ্ডড়া নোটন নাচে মএনা বুড়িয়া ছাপরিয়া ছাপরিয়া'। পৃঃ ৯৩

'ঘোঙ্গর 'শব্দের অর্থ এই স্থলে ঘোমটা লেখা হইয়াছে। ঘোঙ্গর শব্দ এই স্থলে ঘুঙুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

'হাড়াহাড়ি মার গেইছে জলিয়া
কি এলা শস করি আমি গঙ্গা নিগিয়া' পৃঃ ৯৯

এই স্থলে 'কিএলা' শব্দের অর্থ কিরূপে, "কি এখন নহে" নয়। এই অর্থে কিএলা অদ্যাপিও শ্রীহট্ট জিলায় ব্যবহৃত হয়।

'গুরুদেবের চরণে মএনা প্রণাম করিয়া
মধ্যত বসিল মএনা ঠসোক মারিয়া।' পৃঃ ১২৩

এই স্থলে 'ঠসোক' শব্দের অর্থ দেমাক লেখা হইয়াছে। শ্রীহট্টে আড়ম্বর অর্থে ঠসোক শব্দের ব্যবহার আছে। এই স্থলে আড়ম্বর অর্থ অধিক সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

'আস গাড়ু পাশ গাড়ু বিছাও শিওরের মছরা
হাউসাত থাকি বিছায়া দেতুই ছয় বুড়ি পায়েরা।' পৃঃ ২৫১

এই স্থলে 'মছরা' শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ মশারি। গোপীচন্দ্রের গানে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে যাহা অদ্যাপি ও অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত আছে। যথা—

* অর্জিয়া—উপার্জ্জন করিয়া, উছর গিয়া—উৎসর্গ করিয়া, উলিল—বাহির হইল, কঠিয়াতলী—(ধান) রোপনযোগ্য মাটী, গহিন—গভীর, জুখিয়া—পরিমাপ করিয়া, টৌ—ঢেউ, দন্দ—ঝগড়া, পিন্ধা—পরিধান করা, বড়ুয়া—প্রধান ব্যক্তি, বাই—বড় বোন, ভরি—পা, মাউবিয়া—পিতৃমাতৃহীন, লড়—দৌড়া, সাউদ—বণিক, হাবিলাস—অভিলাষ, ডাঙ্গর—বড়, তাকর—অল্প, মহাদেই—পাট-রাণী, পাতর—পাথার—প্রান্তর, নেত—রেশমী কাপড়।

গোপীচন্দ্রের গানে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে যাহা তুল্য অর্থে অদ্যাপিও শ্রীহট্টাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। যথা—

আবছায়া—অস্পষ্ট আকার, আইজ—অদ্য, আইল—আলি, আউলাইয়া—এলিয়ে, আউগাও—অগ্রসর হও, আগর—অগুরু, আগা—প্রথম, আটকুড়া—অনপত্য, আবের কাকই—অস্ত্রের চিরুণী, আলওা (চাউল)—আতপ (চাউল), উকড়িয়া—উৎপাটিত করিয়া, উদ—উদ্বিড়াল, উপাস—উপবাস, উরাত—উরু, একাশ্বর—একাকী, গুআমুরি—মৌরি, গুদারের ঘাট—খেয়া ঘাট, চউখ—চক্ষু ওন্দা বিলাই—হৃষ্ট পুষ্ট বিড়াল, কইতর—কবুতর, কদু—লাউ, করট ফিরিল—পালট নিল, কবাব—প্রতিশ্রুতি, কাণাকড়ি—ফুটাকড়ি, কাউয়া—কাক, কামাই—উপার্জ্জন, কাষ্ট কৈল—দাহ করিল, কুদাইয়া—খেদাইয়া, কুলপত কলা—সফরী কলা, কুনাইত—কুযোগ, কোচ—বস্ত্রাঞ্চল, কোচা—মৎস্য ধরিবার যন্ত্র, খেড়ুয়াল—

* প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক শব্দের রূপ এখনও আসামী ভাষায় প্রচলিত আছে। পিন্দা, নেত ইত্যাদি শব্দ তাহারই পরিচায়ক।—সম্পাদক।

খেলার সাথী, গ্যাদর—অপরিষ্কার, চান্দওয়া—চন্দ্রাতপ, চাবাও—চিবাও, ছোছা—শঠ, ছোড়ানি—চাবিকাঠি, জোকার—জয়কার, পাড়াদিয়া—মাড়াইয়া, পিফড়া—পিপীলিকা, পোলাপান—ছেলেপেলে, বাটা—তাম্বুলাধার, বাড়াবানা—ধান ভানা বাড়ি—লাঠি, বাতান—গোষ্ঠ, বানাইয়া—নির্ম্মাণ করিয়া, বাবণ—ব্রাহ্মণ, বিকি—বিক্রয়, বিচার—অন্বেষণ, বিয়ান—প্রভাত, বৈরাতি—বরযাত্রী, ব্যাজার—অসন্তুষ্ট, ভইষ—মহিষ, ভাউজ—ভ্রাতৃজায়া, ভোক—ক্ষুধা, ম্যালে—বিস্তার করে, রগ—শিরা, দম ন্যাও—বিশ্রাম কর, দুনা—দ্বিগুণ, দুনো—দুই, নাও—নৌকা, নিকারি—মৎস্য ব্যবসায়ী, পইথান—পদস্থান, পুছ—জিজ্ঞাসা, বাঞ্ছা—বন্ধ্যা ভৈচাল—ভূমিকম্প, রুইলো—রোপণ করিল, রাও—শব্দ, রাড়ী—বিধবা, লগে—সঙ্গে, লগ্‌গি—মূত্র, শরিল—শরীর, শুতিয়া—শুইয়া, সকাল—সত্বর, সাইজ করিয়া—ঝুলাইয়া, সাচানি—সত্যই নাকি, সামাএ—প্রবেশ করে, সেঁতি-পাটী—শিরোভূষণ, স্বেতখানা—মলত্যাগের স্থান, হাউস—সাধ, সিঙ্গের চোর—সিঁধেল চোর, ডিয়া—ঠোনা, মাটী দেওয়া—সমাধি করা, উবত—ঊর্দ্ধে, থোড়া—অল্প, হুকান—শুষ্ক, কাইল—কল্য, গাইল—গালি, পুষ্কর্ণী—পুষ্করিণী, আঠুপাণি—হাটু পরিমিত জল, উপরিয়া—উপছিয়া, লায়লুট—আছাড়ি বিছাড়ি, সিয়ান—চতুর, ভাণ্ডারি—চাকর, ন্যায় নানে—লয় না লয়।

ফরহাদখাঁর সেতুর শিলালিপি।

শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই।

শ্রীহট্ট সহরের পূর্ব্বসীমায় শিলং রাস্তায় গোয়ালীছড়ার উপর ফরহাদখাঁর পুল নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু আছে। সেতুর দক্ষিণভাগে একটি প্রস্তরফলকে তিন সারি পার্শী ভাষার একটি লেখ আছে। সম্প্রতি এই সেতু সংস্কার করিবার সময় শিলালেখযুক্ত প্রস্তরফলকটী পি, ডব্লিউ, ডি বিভাগের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পার্শী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত অনরেবল্ শ্রীযুক্ত আলী আহ্‌মদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তিনি ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদসহ এই লিপির পাঠ কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির

ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে (৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে পাঠ সহ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

পাঠ :— "নিজাম ই আজমানা ফরহাদখানে বা তব্‌দির্
বিনা নিহাদ্ পুলে দর্ জামাই আলমগীর
বা শহব ই সীলেট ও ছৈফাছ্ কিরা বোয়াদ ইরা
কি ছর্ক করদা কমর খ্বারাশ্ পায়ে-ই তক্‌শির্
জি আকল মনসা-ই তারিখ ই ও হামে জুস্তম্
খিরাদবর আমদ ও গোফতা বিনা ই সনে জছির
মাহদি আলী।"

অনুবাদ—"রাজনীতি বিশারদ বর্ত্তমান নিজাম ফরহাদখাঁ আলমগীরের রাজত্বের সময় শ্রীহট্ট সহরে এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন।

কে তাঁহার তরবারির সম্মুখীন হইতে পারে? তাঁহার বিজয়পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য আকাশও কুব্জপৃষ্ঠ আকার ধারণ করিয়াছে।

আমি সেই দিনের জন্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছি। আজ শুভবুদ্ধি সমুপস্থিত হইল এবং এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল; ১০৯৮ হিজরী।
মাহদি আলী।"

খুব সম্ভব মাহদি আলী ছিলেন সেক্যকার বা প্রস্তরফলকে লিপি উৎকীর্ণকারী।

লিপিতে হিজরী তারিখ সংখ্যায় লিখিত হয় নাই। "আমদ ও গোফতা বিনাই সনে জছির" এই বাক্যের অক্ষরের সংখ্যা নিরূপণ করিয়া আব্জদের মতানুসারে ১০৯৮ হিজরী পাওয়া যায় এবং ইংরাজী সন মতে উহা ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হয়।

তারিখ সম্বন্ধে এই হইল আলী আহম্মদ সাহেবের মত।

আসামের ইতিবৃত্ত লেখক গেইট সাহেব এই সেতুর নির্ম্মাণ তারিখ ১০৮৫ হিজরী এবং ইংরাজী মতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। গেইট সাহেব সঠিক পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কেননা তিনি ফরহাদখাঁর নাম ও শুদ্ধভাবে পড়িতে না পারিয়া উহা ফসাদখাঁ পড়িয়াছেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার ফরহাদখাঁ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—তিনিই ১০৮৮ হিজরীতে শ্রীহট্টের শাহজলালের দরগাস্থিত বড় মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ১০৮৮

হিজরী অর্থে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ তখন খৃষ্টাব্দের সহিত হিজরী অব্দের ৫৮২ বৎসর পার্থক্য ধরা হইয়াছিল। চান্দ্রমাসের বৎসরের পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল।—কাজেই ৫৮২ বৎসরের পার্থক্যের হিসাব কতদূর সঠিক বলা শক্ত। আলী আহ্‌ম্মদ সাহেব—ইংরেজী সনের সহিত হিজরী সনের পার্থক্য ৫৮৮ বৎসর ধরিয়াছেন।*

শাহজলালের ইতিবৃত্তলেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত মুফ্‌তি আজহর উদ্দিন আহ্‌ম্মদ সাহেব তাঁহার পুস্তকে এই সেতু নির্ম্মাণের তারিখ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, কিন্তু তিনি লিপির কোন পাঠ দেন নাই বা হিজরী তারিখ ও উল্লেখ করেন নাই।

পরিষদীয়—সপ্তমবর্ষ

প্রথম সভা:—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে পরিষদের সপ্তম বর্ষের প্রথম অধিবেশনএকটী শোক-সভার আকার ধারণ করে। বিগত ১৮ই আষাঢ় (২রা জুলাই) বুধবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে পরিষদের একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে পরিষৎ-সম্পাদক স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের কয়েক খানি চিঠি সভায় পাঠ করেন। দত্ত মহাশয় পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তিনি ও এই উপলক্ষে শ্রীহট্টে আসিবার জন্য অত্যন্ত

---

* হিজরী সনকে ইংরাজী সনে পরিবর্ত্তন করিবার সংক্ষিপ্ত রীতি এই:—হিজরী একশত বৎসরে তিন বৎসর কমিয়া যায়; ৬২২ খৃষ্টাব্দে হিজরী সন আরম্ভ; সুতরাং ১০৯৮র সহিত ৬২২ যোগ করিয়া ১৭২০ হইল, আবার শত হিজরী সনে তিন বৎসর করিয়া ১০৯৮তে প্রায় ৩৩ বৎসর কম হইল; কাজেই ১৭২০ হইতে ৩৩ বাদ দিলে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

আগ্রহান্বিত ছিলেন—চিঠিগুলি হইতে তাঁহার এই আগ্রহের ভার পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শেষ পর্য্যন্ত যে অসুস্থতার জন্য তাঁহার জন্মভূমিতে আসা সম্ভব পর হইল না—এই জন্য সম্পাদক অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ছাত্রজীবনের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অসাধারণ মেধা ও একাগ্রতার বিশেষ প্রসংশা করেন এবং "সরোজনলিনী" ও "ব্রতচারী" প্রতিষ্ঠান যে তাঁহার সৃজনীশক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অমায়িকতা ও নিরভিমানতার ভূয়সী প্রসংশা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় দত্ত মহাশয়ের ছাত্রজীবনের অসাধারণ কৃতিত্বের আলোচনা করেন এবং তাঁহার আই, সি, এস্ পরীক্ষাদিবার জন্য বিলাত যাওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইহাতে স্বর্গীয় নবকিশোর সেন ও স্বর্গীয় শশীন্দ্র চন্দ্র সিংহ মহাশয় যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। পরিশেষে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভায় উপস্থিত করেন এবং সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী নতশিরে, দণ্ডায়মান হইয়া, প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন :—

"শ্রীহট্ট-গৌরব শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, সুসাহিত্যিক, ভারতীয় নারীশিক্ষার নবপন্থা প্রবর্ত্তক, ব্রতচারি-জন-শিক্ষা-প্রণালী-উদ্‌ভাবক, অক্লান্ত কর্ম্মী, স্বাধীনচেতা, স্বদেশ বৎসল গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমনে শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রসদয় দত্ত মহাশয়কে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

দ্বিতীয়সভা:—বিগত ২৪ শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে, বিশ্ববরেণ্য কবি ভারত জননীর মুকুট-মণি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে শোকপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ শ্রীমতী চিত্রা মজুমদার ও ভাবতী মজুমদার কর্ত্তৃক কবিবরের একটী গান সুললিত কণ্ঠে গীত হয়। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত অশোক বিজয় রাহা কবিবরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার

বর্ণনা করিয়া দুইটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর মৌলবী কুতুব উদ্দিন আহ্‌মদ একটী স্বরচিত শোকগাথা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রম-বিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শোক-স্তব্ধ সভায় এক পবিত্রভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সপ্ততিপর বৃদ্ধ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জয়নাথ নন্দী মহাশয় একটি স্বরচিত কবিতায় কবিবরের অন্তর্দ্ধানে ভারতের তথা সমগ্র জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার বর্ণনা করিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভায় উপস্থিত করেন। সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৌন-শ্রদ্ধা সহকারে প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।:—

"কবি-সার্ব্বভৌম মহামানব, রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

অতঃপর কবিবরের আর একটী সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

তৃতীয়সভা:—বিগত ৩২শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ বাসর রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্‌গৃহে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, একাধারে কবি এবং চিত্রশিল্পী সুনামগঞ্জের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিবার জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত প্রাণস্পর্শী অভিভাষণ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা যোগদান করেন। সকলে শ্রদ্ধা-বিনম্র হৃদয়ে নিবিষ্ট মনে অনুষ্ঠানের কার্য্য-সূচী অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠানটীকে অপূর্ব্ব সাফল্য দান করেন। নিম্নলিখিত কার্য্য-সূচী স্থানীয় সুবক্তা ও সুগায়কগণের আন্তরিক সহযোগিতায় সৌষ্ঠব-পূর্ণ হইয়া উঠে। :—

(১) সভাপতিবরণ।

(২) সম্পাদকের নিবেদন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ।

(৩) সভাপতির অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

(৪) রবীন্দ্রনাথের গান।—রেকর্ড "শেষ পাবানির কড়ি কণ্ঠে নিলাম গান।"

(৫) আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ দাস. এম. এ, বি, এল।
প্রধান শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

(৬) গান—শ্রীমতী রেখা নন্দী।

(৭) পাঠ—"বলাকা" ও "পূরবী" হইতে—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, বি, এ, (অক্সন)।

(৮) রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি—রেকর্ড: "আজি হ'তে শতবর্ষ পরে"।

(৯) প্রবন্ধ—শ্রীযুক্তা আশালতা খাস্তগীর, বি, এ, সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী, সরকারী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীহট্ট।

(১০) গান—শ্রীযুক্তা লীলা দাসগুপ্তা, বি, টি, শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার পরিচালনায় উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের কতিপয় বালিকা।

(১১) পাঠ (গদ্য)—শ্রীযুক্ত অশোক বিজয় রাহা, বি, এ।

(১২) গান—উচ্চ ইংবাজী বালিকা বিদ্যালয়ের কতিপয় বালিকা।

(১৩) পাঠ (পদ্য)—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এল।

(১৪) যন্ত্র সঙ্গীত (এস্‌রাজে রবীন্দ্রনাথেব গান)—সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন গোস্বামী।

(১৫) রবীন্দ্রনাথের গান—বেকর্ড: 'তবু মনে বেখো"।

চতুর্থসভা:—বিগত ৩১শে ভাদ্র,১৭ই সেপ্টেম্বর,বুধবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকাব সময় শ্রীহট্ট সাহিত্য-পবিষদ্ গৃহে পরিষদের সপ্তম বর্ষীয় চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী "ইংরেজী প্রবাদ বাক্য ও তাহার তাৎপর্য্য" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি আসাম শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ (লণ্ডন), আই, ই, এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিধন কাব্যতীর্থ

বক্তৃতা প্রসঙ্গে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" এই বাক্যটীকে প্রবাদ আখ্যা দেন। ইহা নিয়া সভায় তীক্ষ্ণ মতভেদের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য আলোচনায় যোগদান করেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ, সভায় উপস্থিত, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নিযুক্ত Special Officer শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ ঠাকুরের তরফ হইতে জানান যে শীঘ্রই নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিভাগের পক্ষ হইতে একটী প্রবাদ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইবে—শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্‌কে এই সংগ্রহ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি সাদরে আহ্বান করিতেছেন। 'আল-ইসলাহ' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী নুরুল হক্ সাহেব এই সংগ্রহ কার্য্যে পরিষদের সহিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি শ্রীহট্টে প্রচলিত কয়েকটী প্রবাদবাক্যের বিশদ আলোচনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা হইতে যে আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি এইজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। "স্বাস্থ্য" শব্দটীর বুৎপত্তিগত অর্থের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি ভারতীয় মনীষীদের সূক্ষ্ম চিন্তাধারার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের শ্রীহট্টে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলির একটী সুচিন্তিত সংস্করণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য—এই মত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি সাধারণের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষার উপযুক্ত চর্চ্চার জন্য মধ্যবঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হয় এবং তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

পঞ্চম সভা ঃ—বিগত ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নবেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৬ ছয় ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহে পরিষদের সপ্তম বর্ষীয় পঞ্চম সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় সুবেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া, সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভায় উপস্থিত করেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।

(১) শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি সাহিত্যোৎসাহী সুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(২) এই প্রস্তাবের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সংবাদপত্রে ও স্বর্গত সুরেশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট প্রেরিত হউক।

অনন্তর শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি, ই এসিষ্ট্যাণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় "প্রাচীন কামরূপের শাসন-নীতি" শীর্ষক একটী গবেষণামূলক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক আবদুল মুনিম, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায়-চৌধুরী মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন। প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে অষ্ট্রিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন কামরূপের সংস্কৃতির একটী আভাষ দেওয়া হয় এবং প্রাচীন কামরূপীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি সমূহ হইতে নাথ মহাশয় তৎকালীন রাজ কর্ম্মচারীদের রাজকীয় পদগুলির নাম ও তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্য বিভাগের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—প্রাচীন কামরূপ দেশ, সংস্কৃতি ও জ্ঞান গরিমায় ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজ্য সমূহের অন্যতম ছিল। শুক্রনীতি, কামন্দক নীতিসূত্র ও কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অন্যান্য হিন্দু রাজ্য-সমূহের ন্যায় প্রাচীন কামরূপ ও শাসিত হইত এবং সেই কালে কামরূপ ভারতের হিন্দু রাজ্য সমূহের মধ্যে গুণ গরিমায় একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা।

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১	রামায়ণ	গুণরাজ খান [১৯ক, ২৩ক]	১—৪১ খ			সতীশচন্দ্র দেব বি-এল
২	হরিশ্চন্দ্ররাজার উপাখ্যান	মাধব [৯ক]	৫—১৩ খ	১২৪৬বাং	শঙ্করচন্দ্র দেব সাং লাউতা	সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
৩	অঙ্গদের রায়বার		১—১৫ স	১২১৯বাং	শম্ভুনাথ পুরি সাং যোষানি	,,
৪	সুন্দরাকাণ্ড রামায়ণ	অমৃতাচার্য্য [৭ক ২০ক,]	৩-৩০, ৩২-৩৮খ	১২৪৬বাং	শঙ্করচন্দ্র দেব	,,
৫	চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদ		১—৫ স	১২৫৮বাং	রামরত্ন দত্ত সাং ঢাকাদক্ষিণ	,,
৬	একাদশী ব্রত	কবিচান্দ [৭ক ৭,]	১—১১ খ			,,
৭	গোপিকামোহন	বৃন্দাবন দাস [২ক]	১—৯ স	১২৬৫বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	,,
৮	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	লোচন দাস [৫]	১—১২ স		জগন্নাথ দাস	,,
৯	প্রার্থনা	নরোত্তম দাস [৮]	১—৮ খ			,,
১০	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ২য় খণ্ড	বাসুদেব ঘোষ[৯] নরোত্তম দাস[১১]	৯—১৩ খ	১২৬৫বাং	রামরত্ন দত্ত সাং ঢাকাদক্ষিণ	,,
১১	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ১ম খণ্ড	লোচন দাস [৩ক]	১—৮ স			,,
১২	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	বংশী [২]	১—১৩ স	১২৩১বাং	ভৈরবগীর (বি) সন্ন্যাসী	,,
১৩	রাধাকৃষ্ণ বিলাস	ভবানী দাস [৭]	২—২৯ খ			,,
১৪	কলঙ্ক মোচন	বৃন্দাবন দাস [৩ক]	১—৫ স	১২৩৮বাং	কৃষ্ণচরণ দেব সাং কাটিগড়া	,,
১৫	বিবেক যুদ্ধ	গঙ্গাদাস সেন[১৬ক] সুবুদ্ধি রায়[২২]	১-৯, ১১-২২ খ	১১৩৭বাং	কামদেব শর্ম্মা	,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১৬	বিবেক যুদ্ধ	গঙ্গাদাস সেন [১৩ক]	১—১৪ স	১২৩৭বাং	গোবিন্দরাম দাস সাং পঞ্চখণ্ড	সতীশচন্দ্র দেব বি-এল সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
১৭	নারদীয় রসামৃত	ভুবনেশ্বর বাচস্পতি [১৬৫ক]	১—১৬৫ স	১২৫৯বাং	খেলারাম দাস	"
১৮	মহাভারত সভাপর্ব্ব	সঞ্জয় [১২, ২৮]	১—২০ স	১২৬১বাং		"
১৯	মহাভারত শল্যপর্ব্ব		১—৩ স	১২৬১বাং		"
২০	মহাভারত গদাপর্ব্ব	কাশীরাম দাস [৮]	১—১৫ স	১২৭৩বাং		"
২১	মহাভারত কর্ণপর্ব্ব	সঞ্জয় [৪ক]	১—১৫ স	১৭৭৬ শং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"
২২	মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব	কাশীরাম দাস [৫ক]	১—২৭ স	১২৬৫বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"
২৩	রামসীতার পাশাখেলা		১—৫ খ			"
২৪	চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা		১—৫ খ			"
২৫	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	শেষপত্র মাত্র খ	১২৩৪বাং		"
২৬	স্বপ্ন চরিত্র		১—৬ স		দেবীচরণ দেব	"
২৭	বৈদ্যনাথ মঙ্গল	সুন্দর রাম [২২]	১—২২ স	১২২৭বাং	ভবানীপ্রসাদ দেব	"
২৮	প্রহ্লাদ চরিত্র	দ্বিজ কংসারি [২৬]	১—২৬ স	১২২৬বাং	ভবানীপ্রসাদ দেব	"
২৯	মঙ্গলচণ্ডীর পুস্তক	তারাচাঁদ দত্ত [১১ক]	১—১১ স	১২০৬বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"
৩০	শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন		১—৫ স	১২২৮বাং	গঙ্গাপ্রসাদ দেব	"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩১	রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড	কৃত্তিবাস [৫]	১—১৫ খ			সতীশ চন্দ্র দেব বি-এল
৩২	বাড়ীর বাডস্থ		১ খ			সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
৩৩	রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড	জয়চন্দ্রনরপতি[৫২]ভবানীব্রাহ্মণ[৫৩]	১—৩, ৫-৬৩ খ	১২৫৮বাং		,,
৩৪	অনিরুদ্ধের বিবাহ	বিপ্র পরশুরাম [১]	মোট ৬পত্র খ			,,
৩৫	অন্নদা মঙ্গল	ভারতচন্দ্র [২]	১—৪৩ স	১২০৭বাং	মুচিরাম দেব	,,
৩৬	প্রহ্লাদ চরিত্র	দ্বিজকংসারি [৫ক]	১—১৮ খ		পরমানন্দ দেব	,,
৩৭	জগন্নাথ মাহাত্ম্য	কুমুদ [৩৮ক] ভারতী মুকুন্দ [৪০ক]	১—৪৫ স	১২১০বাং	রামবল্লভ দেব	,,
৩৮	প্রহ্লাদ চরিত্র	দ্বিজকংসারি [২১ক]	১৩, ১৯—২২ খ	১২৪৪বাং	পরমানন্দ দেব দাস	,,
৩৯	পাণ্ডবের পাশাখেলা	গদাধর [২৮ক]	১—২৯ খ			,,
৪০	নিয়ত চণ্ডী	কৃষ্ণদাস [৮]	২-৩,৫-১৯০,২খ			,,
৪১	পদ্মাপুরাণ	জগন্নাথ [১৩]	১০—৫৭ খ			,,
৪২	গুরুভক্তি চিন্তামণি	নরোত্তম দাস [৩]	১—৩ স			,,
৪৩	রামায়ণ	কৃত্তিবাস[৬৪ক]ভবানীব্রাহ্মণ[৮৬ক]	৬৪-৯৪, ৯৬ খ			,,
৪৪	রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	কৃত্তিবাস [২৬]	১-৭, ৯-২৬ খ		গঙ্গারাম	,,
৪৫	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৬]	১—১০৪ খ	১১৮১বাং	গঙ্গারাম দাস	,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪৬	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড		১, ৩ খ			সতীশচন্দ্র দেব বি-এল
৪৭	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৭ক]	১—৬ খ			সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
৪৮	রামায়ণ	অজ্ঞাত	১—২ খ		ব্রজরাম দাস	"
৪৯	অক্রূর সংবাদ	গোবিন্দ দাস [২ক]	১—৪ স	১২১৯বাং	কেনারাম সেন	"
৫০	পদাবলী	কৃষ্ণদাস [২]	১—৩ স	১২৪৪বাং		"
৫১	স্বরূপ নির্ণয়		১—৮ স	১২৫৩বাং	শিবানন্দ শর্ম্মা	"
৫২	চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস [৫ক]	১—১৯ খ			"
৫৩	কর্ণমুণি উপাখ্যান	কৃষ্ণদাস [৪ক]	১—৯ খ			"
৫৪	শ্রীভগবদ্ভক্তি রত্নাবলী	কৃষ্ণদাস [১৬]	১—১৬ স	১২৩৯বাং	সীতারাম দাস	"
৫৫	আশ্রয় নির্ণয়	কৃষ্ণদাস [৪]	১—৪ স		ব্রজরাম দাস	"
৫৬	চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস [৪]	১—৪ স			"
৫৭	আত্মতত্ত্ব		১—২ স			"
৫৮	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কর্ণমুণিব পাবণ		১—৬ স	১২৩৯বাং	হরেকৃষ্ণ দাস	"
৫৯	চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস [৫ক]	১ – ৫ স	১২৪২বাং	গোবিন্দ দাস	"
৬০	গোপালচম্পূ		১-৩, ৫, ৭-৯ খ	১২৪৬বাং	সুবলচন্দ্র দাস	"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৬১	মহাপ্রভুর তরজা		১—৩ স	১২৫০বাং	বিষ্ণুপ্রসাদ দাস	সতীশচন্দ্র দেব বি-এল
৬২	শ্রীগৌরচনা	নরোত্তম দাস [২]	১—২ স	১২৫২বাং	বিষ্ণুপ্রসাদ দাস	সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
৬৩	বৈষ্ণব মাহাত্ম্য	গোবিন্দ দাস [৮]	১—৮ স	১২৪৩বাং	দুলব দাস বৈষ্ণব	"
৬৪	আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা		১—৫ স			"
৬৫	রসময় চন্দ্রিকা	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৩]	১—১৩ স	১২৫২বাং	বিষ্ণুপ্রসাদ দাস	"
৬৬	প্রেমভাব চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস [৪]	১—৪ স			"
৬৭	সাধন চিন্তামণি	শ্যাম দাস [১৫]	১—১৫ খ			"
৬৮	ভজন রত্ন		১—১০ স	১২৪০বাং		"
৬৯	প্রেমবিলাস	বৃন্দাবন দাস [২]	১—২ স	১২৪৫বাং	বিশ্বনবাম দাস	"
৭০	গৌরভক্তি চন্দ্রিকা	বলরাম দাস [২]	১—২ স			"
৭১	আশ্রয় নির্ণয়	কৃষ্ণদাস	১—৫ স	১২৪৩বাং	দুলবদাস বৈষ্ণব	"
৭২	মহাপ্রভুর তরজা		১—২ স			"
৭৩	দণ্ডীরাজার উপাখ্যান	রামেশ্বর দাস [৬১]	১—৬১ স	১২৫৬বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"
৭৪	মণিহরণ	গুণরাজ খান [১৪]	১—১৪ স	১২২৪বা	নিত্যানন্দ ধর দাস	"
৭৫	মণিহরণ	গুণরাজ খান [১৩]	১—১৩ স	১২৫৯বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদত্তা
৭৬	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	লোচন দাস [৫]	১—৫ স	১২৬৬বাং	রামরত্ন দত্ত	সতীশচন্দ্র দেব বি-এল
৭৭	শ্রীরামের স্বর্গারোহণ	কৃত্তিবাস [৮, ৪৫]	১—৪৩ স	১২২১বাং	গৌরীকৃষ্ণ দাস	সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
৭৮	হরিনাম কবচ		১—৬ স	১২৬০বাং	রামরতন দত্ত	”
৭৯	শনির পাঁচালী	যদুনাথ [১]	১—৭ স	১২৬৬বাং	রামরত্ন দত্ত	”
৮০	ষট্‌চক্র		১—৪ খ			”
৮১	হাস্তনাথের পুস্তক	জয়কৃষ্ণ দাস [৩]	১—৩ স	১২৬২বাং		”
৮২	শতনাম	দ্বিজ হরিদাস [৪]	১—৪ স	১২৫৯বাং	রামরত্ন দত্ত	”
৮৩	হরিবংশ	দীন ভবানন্দ [৭]	২—৪৭ খ		বিনোদরাম	”
৮৪	পঞ্চতত্ত্ব		১—৬ স	১২৩৭বাং		”
৮৫	ত্র্যক্ষরের পুস্তক	কৃপানন্দ কবি [৩]	১—৮ স	২৬৫বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	”
৮৬	জগন্নাথ মঙ্গল	দ্বিজ মুকুন্দ [১৬ ক]	১১—৬ স	১২৬৫বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	”
৮৭	শনির পাঁচালী	যদুনাথ [৫]	৫—৭ খ			”
৮৮	শনির পাঁচালী	যদুনাথ [৫, ৬ক]	১১—৪ খ			”
৮৯	শনির পাঁচালী	যদুনাথ [৪ক]	৩—৯ খ	১২৩০বাং		”
৯০	সত্যনারায়ণের কথা	মনোহর সেন [৩ক]	১—৪ খ			”

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৯১	লক্ষ্মীর পুস্তক	বৈদ্য জগন্নাথ [৫]	১—৫ স			সতীশ চন্দ্র দেব বি-এল
৯২	কলঙ্ক ভঞ্জন	মদন চাঁদ [১৮ক]	৮—২৬ খ	১২৫২বাং	রতিপ্রসাদ দেব দাস	সাং লাউতা, কবিমগঞ্জ
৯৩	কলঙ্ক ভঞ্জন	মদন চাঁদ [৯ক, ২৫ক]	১—৩৫ খ		মনুরাম শর্ম্মা	"
৯৪	লক্ষ্মী চরিত্র	গুণরাজ খাঁন [৪]	১—৪ স	১২৫৮বাং	ভৈরবচন্দ্র দে দাস	"
৯৫	প্রার্থনা	নরোত্তম দাস [১]	১—৬ খ			"
৯৬	শ্রীরূপবর্ণন	কৃষ্ণদাস [৮]	১—৮ স		সুরূপচন্দ্র দাস	"
৯৭	স্বপ্ন চরিত্র		১—৩ খ			"
৯৮	চরিতামৃতের শ্লোকব্যাখ্যা		১—২ স	১২৫৯বাং		"
৯৯	অক্রূর সংবাদ	দ্বিজ কবিচন্দ্র [৫]	১—১০ খ			"
১০০	সরস্বতী ও গণেশের বন্দনা	কবিকঙ্কন [১]	১			"
১০১	আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা	কৃষ্ণদাস [৫]	১—৫ স			"
১০২	লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়	ভবানী নাথ [১০২ক] জয়চন্দ্র [১২৩]	১০২—২৭৪ খ	১২৫৮বাং	দুর্গাপ্রসাদ দেব	"
১০৩	রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড		১—৪ খ		যাদবরাম দাস	"
১০৪	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড	কৃত্তিবাস [১১০ক]	৮৫—১১৮ খ			"
১০৫	মহাভারত আদিপর্ব্ব	সুবুদ্ধি রায় [২৪]	১৬-২৫,২৮-৫০খ			"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১০৬	মহাভারত	সুবুদ্ধি রায় [৩৭]	৩১-৫৫,৬৬-৮২খ			সতীশচন্দ্র দেব বি-এল
১০৭	ইতিহাস	মুণিশুক [৩]	মোট ৮ পত্র খ			সাং লাউতা, করিমগঞ্জ
১০৮	কৃষ্ণলীলা বিষয়ক		মোট ৯ পত্র খ			〃
১০৯	রামায়ণ		মোট ৮ পত্র খ			〃
১১০	চৈতন্য চরিতামৃত		মোট ৩ পত্র খ			〃
১১১	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৮ক, ১৫]	৫—১৫ খ		যাদব রাম শর্ম্ম	〃
১১২	পদ্মাপুরাণ	ষষ্ঠীবর [৩ক] জগন্নাথ [১৬ক,৩৩ক]	৩—১৩৫ খ			〃
১১৩	ব্রাহ্মজ্বর বিবরণ	কৃপানন্দ [৭ক]	১—১৬ স	১২৫৯বাং	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	〃
১১৪	ইতিহাস পুস্তক	গুণরাজ খাঁন [২৩, ৩৩ক, ৪৫ক]	১—৫২ স	১২১৮বাং	যুগলকিশোর শর্ম্মা	〃
১১৫	মহাভারত বনপর্ব্বওবিবাটপর্ব্ব	সঞ্জয় [৭০, ৭১ক, ৭৫]	৬৭—৮১ খ			〃
১১৬	ইতিহাস পুস্তক	গুণরাজ খাঁন [২৯ক, ৫৫]	১—৬৬ স	১২১৭বাং	রামহরি দত্ত দাস	〃
১১৭	মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব	সঞ্জয় কৃত [৫, ২১]	১—৩৬ স	১২৪৮বাং	রামপ্রসাদ দাস	〃
১১৮	যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ		১—১৬ স	১২৪৫বাং	শরূপচন্দ্র দেব	〃
১১৯	কলঙ্ক ভঞ্জন		৩ পত্র খ			〃
১২০	মহাভারত	সঞ্জয় [১১০ক]	৮৬, ৯৯-১১১ খ			〃

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ষষ্ঠ ভাগ।

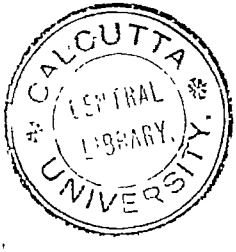

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮

বিষয়-সূচী

ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য ও তাহাদের তাৎপর্য্য—অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ ৪০
গোপীচন্দ্রের গান—সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী বি-এস-সি ৫২
তন্ত্রালোচনা সম্বন্ধে বিনীত নিবেদন—শ্রীসারদাচরণ ধর ২৮
নিধনপুরের তাম্রফলক বা ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন,—শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ১, ৩৪,
পরিষদীয় সপ্তম বর্ষ — অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ ৫৭, ৮৪
প্রাচীন কামরূপের শাসন নীতি—শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই ৬৩
ফরহাদখাঁর সেতুর শিলালিপি—শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই ৫৫
বৈদিক পুরাবৃত্ত—শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী ৫৭
মনসামঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ ৭৪
রবীন্দ্রনাথের একটী অপ্রকাশিত পূর্ব্ব কবিতা ৩৯
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে সম্পাদকের বিবৃতি অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ ১৭
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব— অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এস-সি ২৫
শ্রীহট্টের প্রাচীন কথা—শ্রীমথুরানাথ চৌধুরী ৫০
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা— অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ ১-৮, ৯-১৬

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

৬ষ্ঠ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৮ বাংলা | ৪র্থ সংখ্যা

প্রাচীন কামরূপের শাসননীতি

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি, ই

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন কামরূপের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়—তাহার সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুরণ হইয়াছিল—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে সময় ভারতবর্ষের আদিমানব ক্ষুদ্রকায় ঊর্ণাবৎকেশযুক্ত, নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটুজাতি (পুরাণের বানরজাতি ?) প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বৎসর খৃষ্ট পূর্ব্বে পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দমূল এবং মৎস্য আহার করিয়া দিন কাটাইত প্রায় সেই সময়েই ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অষ্ট্রীক জাতি বর্ত্তমান আসামের উপত্যকা ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে। তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে ধান, পান, কলা, কচু, হলুদ, সুপারি ও নারিকেলের চাষ আরম্ভ করে;—পাহাড়ের গা কাটিয়া জল বাঁধিয়া ধানের ক্ষেত করে।

জার্ম্মেণ পণ্ডিত স্মিটের মতে—এই জাতীয় মানুষ বর্ত্তমান ইন্দোচীনের উত্তর অঞ্চল হইতে আসিয়া প্রাচীন কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিল; ইহাদেরই এক শাখা দক্ষিণ

বর্ম্মা ও শ্যামের মোন্ বা তালৈং জাতি এবং কাম্বোজের খ্‌মের জাতি; আসামের খাসিয়ারা সেই জাতির খাটি নিদর্শন; কোল ও মুণ্ডা নিগ্রোবটু ও অষ্ট্রীকের সংমিশ্রণ। হঙ্গেরীয় পণ্ডিত ডি. হেভেশির মতে—সাইবেরিয়া হইতে এই জাতি ভারতে প্রবেশ করে; কোল ও মুণ্ডাই সেই জাতির নিদর্শন,—এবং এই জাতিকে ফিনো-অগ্রিয়ান বলাই বিধেয়।

অষ্ট্রীকই বলা হউক বা ফিনো-অগ্রিয়ান বলা হউক, এই জাতির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পৃশিলুস্কি অনুমান করেন—ইহারা ছিল,—পীতাভ, কতকটা মঙ্গোল জাতির মত চেহারা; সরল নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্ম-সমর্পন কারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, প্রফুল্লচিত্ত, কবিত্বগুণ-যুক্ত, দায়িত্বহীন, অলস, উৎসাহহীন দৃঢ়তাহীন, সংঘতিশক্তিহীন, কিন্তু অন্যের নিকট লাঘব স্বীকার করিতে নারাজ।—এই বিবরণের সহিত পুরাণোক্ত, "কর্কশকায়, সুবর্ণস্তম্ভনিভ, জ্ঞানহীন, বিনাকারণে-মুণ্ডিতমস্তক, মদ্য ও মাংস ভোজনে তৎপর"—কিরাত জাতির সম্পূর্ণ মিল আছে। এই কিরাতদের বাসভূমি কামরূপেই ছিল; —সুতরাং অষ্ট্রিক বা ফিনো-অগ্রিয়ানকে আমরা কিরাত জাতি বলিতে পারি।

অষ্ট্রিকরা মানুষের একাধিক আত্মার বিশ্বাস করিত, এবং মনে করিত মৃত্যুর পর আত্মা গাছে, পাহাড়ে, প্রস্তরে বা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত; এবং সেই আত্মার উদ্দেশ্যে তাহারা মধ্যে মধ্যে আহারাদি দিত। গৌহাটীর সন্নিকটস্থ নীলাচল পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান। হিন্দুদের বিশ্বাস এই স্থানে মৃত সতীর খণ্ডিত দেহাংশ পতিত হইয়াছিল,—কিন্তু অষ্ট্রীক ভাষায় কামাখী বা কামাক্ষী শব্দের অর্থে মৃতের উদ্দেশ্যে পূজা করার স্থান। পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন—মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান,—দুর্ব্বা, অক্ষত, অন্ন, পায়সাদি দ্বারা দেবতার পূজা—অষ্ট্রীক সভ্যতার দান।

পরবর্ত্তীকালে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দ্রবিড়, আর্য্য, অসুর, অলপাইন প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অষ্ট্রীক সভ্যতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; —কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভারতের পূর্ব্বে প্রান্তে ভারতের আদি সভ্যতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল; এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের সেই আদি সভ্যতা

পশ্চাদাগত সভ্যতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াও আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আছে।

বৈদিক আর্য্যেরা সদানীরা পার হইয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন-নাই, কিন্তু যে মাধব রাজা অগ্নিমুখে করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া মিথিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তিনি পশ্চাদাগত আর্য্যদেরই এক শাখার অধিপতি,—নৃতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে হয়ত তিনি অলপাইন জাতী ছিলেন। আদিবৈদিক-দিগের সহিত মতানৈক্য বশতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে নবাধিকৃত দেশে রাজ্যস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিগত বৈষম্য ও প্রচারিত হইয়াছিল,—এবং বোধ করি এই জন্যই মিথিলায় যজুর্ব্বেদের নূতন সংহিতার সৃষ্টি; রাজাও ঋষি; ক্ষত্রিয়ও উপনিষদে ধর্ম্মগুরু। এই মিথিলাদেশের এক রাজার গৃহে অসুর বংশীয়—পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ শিশু রাজার অনুগ্রহে রাজপুত্রদের সহিত লালিত পালিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের অসীম সাহসিকতা ও বুদ্ধির প্রখরতা রাজা ও রাণীর মনে ভাবি ভয়ের সঞ্চার করিতেছে অনুভব করিয়া যুবক একদিন গোপনে কয়েকটী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া আসে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কিরাতরাজ ঘটকের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিরাত রাজ চতুরঙ্গ সেনা সহ নরকের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু সংহতি শক্তিহীন কিরাতরা যুদ্ধে পরাজিত হয়; কতক নরকের বশ্যতা স্বীকার করে, কতক লাঘব স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া দেশান্তরে পূর্ব্বদিকে সাগরের পারে পলায়ন করে;—কামরূপে মিথিলার কৃষ্টির মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্ত নরকের একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্রাচীন কালের রাজারা কোন দৈবশক্তি হইতে নিজের বংশের উৎপত্তি কল্পনা করিতেন। ইহার মূলে একটী ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। পশ্চিম দেশের আদিম সভ্যতার মানুষ দেখিতে পাইল নীল নদীর বন্যায় আনীত পলিমাটীতে শস্যের বীজ পড়িয়া তাহা হইতে শস্যের গাছ গজিতেছে ও প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে; পশ্চিমের মানুষ ইহা হইতেই যবের চাষ শিক্ষা করে। নীলনদীর বন্যার উপর শস্যের চাষের ফলাফল নির্ভর করিতে লাগিল;—যাহারা বন্যার অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন তাহারাই পূজনীয় হইতেন। একদল সূর্য্যের গতিবিধি এবং অপর দল চন্দ্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বন্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন;—ক্রমশঃ তাহারাই সূর্য্যপন্থী ও চন্দ্রপন্থী এবং ক্রমশঃ সূর্য্যবংশী ও চন্দ্রবংশী রূপে পরিচিত হইলেন। এইভাবে দেবতা হইতে দলপতির বংশোৎপত্তির কল্পনা

হইল ;—পরে এই অনুকরণে অন্যান্য দেবতাও আসরে নামিলেন—এবং কামরূপের অসুর বংশীয়—কিন্তু মৈথিলী কৃষ্টিযুক্ত—নরক পৃথিবী ও বরাহবিষ্ণু হইতে নিজের বংশোৎপত্তি কল্পনা করিলেন। —সুদূর স্কেন্দিনেভিয়া দেশের রাজবংশেও অনুরূপ বংশোৎপত্তির প্রবাদ আছে। —নরকবংশ ভৌমবংশ বলিয়া পরিচিত।

নরকের শাসন সম্বন্ধে পুরাণাদি হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে বুঝা যায় নরক রাজা হইয়া নিজের ধর্ম্ম-পিতা জনককে নিজ রাজ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন, এবং মিথিলা হইতে নানারূপ কর্ম্মচারী আনয়ন করিয়া সেই দেশেরই অনুকরণে দেশের শাসন পরিচালনা করেন। শস্য, পশু, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি-পূর্ণ নগরে নরকের সচিব, দ্বারী, দ্বারাধিপতি, সেনাপতি ও সৈনিক ছিল। নরক দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভনগরে খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতীয় কন্যা বিবাহ করেন। এবং পরে ক্রমশঃ স্বজাতীয় প্রীতিবশতঃ পূর্ব্বতন মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে থাকেন। —এই খবর শুনিয়া ভারতের নানাস্থান হইতে অসুর বংশীয় লোকেরা নরকের রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল ;—আজি কালির দিনের মত সরকারী চাকুরীর জন্য সাম্প্রদায়িক রেষারেষি আরম্ভ হইল। এযাবৎ-রাজানুগ্রহভোগী মৈথিলী পুরুষ ও নারী অসুরদের বিরুদ্ধে নানারূপ আন্দোলন করিতে থাকে ; ফলে নরক অসংখ্য ভদ্রপরিবারের নারীকে কারারুদ্ধ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল ; আর্য্য ও অসুরের বিরোধ ; পরিণামে নরকের পতন হইল। নরকের পুত্র ভগদত্ত পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভারসহ পিতৃশত্রুর বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কামরূপ-রাজ বনমালের তাম্রলিপি হইতে বুঝা যায় ভগদত্তের ভ্রাতা (এক মতে পুত্র) বজ্রদত্ত ভ্রাতাকে রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কামরূপ রাজ্যের উত্তরাংশে উপরিপত্তনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার রীতি তখন ছিল।

খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতিকার যখন গুপ্তসম্রাটদের অভ্যুত্থানে ভারতে হিন্দুরাজ্য সংগঠন ও হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইতেছিল, তখন আবার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে পুষ্যবর্ম্মা নামক এক রাজার অভ্যুত্থান হয় ; তিনি নিজকে নরক বংশীয় বলিয়া

পরিচয় দিতেন; প্রগতিশীল গুপ্তসম্রাটদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশের সংস্কৃতি ভারতের পুনরুজ্জীবিত সংস্কৃতির সহিত একই গতিতে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছিলেন। সমুদ্রবর্ম্মার রাজসূয় যজ্ঞে কামরূপ রাজ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কামরূপ-রাজ মহেন্দ্রবর্ম্মা আনুমানিক ৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই বংশের রাজারা ইতিহাসে বর্ম্মাবংশ বলিয়া পরিচিত; তাহাদের গুণগাথা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যকারেব গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে। কালিদাসের কাব্যে কামরূপ-রাজ ইন্দুমতীর বিবাহে সূর্য্যবংশাধিপতির বয়স্য।

বর্ম্মাবংশের পর শালস্তম্ভবংশ কামরূপের অধীশ্বব হন; ইহারাও নিজকে নরকের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন,—ভূমিও বরাহের সংযোগ হইতে উদ্ভূত বলিয়া নিজকে পরম-বারাহ বলিতেন;—কিন্তু পূর্ব্বতন বংশীয়েরা তাহাদিগকে রাজ্যাপহারী ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করিতেন। শালস্তম্ভ বংশের শেষ রাজা ত্যাগ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাদের পূর্ব্বতন নরকবংশীয় ব্রহ্মপালকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রহ্মপালের বংশ ভৌম পাল বংশ বলিয়া পরিচিত এবং খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতিকা পর্য্যন্ত এই বংশ কামরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল রাজাদের যে সকল তাম্রলিপি ও প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের স্থানে স্থানে যে সব অসংখ্য প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়—প্রাচীন কামরূপের রাজারা তদানীন্তন ভাবতের কৃষ্টির সহিত সমসূত্রে ধাবমান হইতেন।

রাজা:— রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীসূত্রে জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু রাজগুণে বিভূষিত ও প্রজার মনোরঞ্জনে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত না হইলে এই নীতির ব্যতিক্রমও হইত। শালস্তম্ভ বংশীব বলবর্ম্মার চক্র ও অরথি নামক দুই পুত্র বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন; তাহারা গুরুবাক্য অবহেলনে পটু হওয়াতে কনিষ্ঠ অরথির পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করা হইয়াছিল।

সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাস্কর বর্ম্মাই রাজা হইয়া ছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় অবন্তীবর্ম্মা সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তখনই রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া নূতন শালস্তম্ভ বংশ রাজ সিংহাসন অধিকার করেন। শালস্তম্ভ বংশের শেষ রাজা ত্যাগসিংহ অপুত্রক

অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ পূর্ব্বতন বংশের ব্রহ্মপালকে রাজপদে বরণ করে।

রাজার উপাধি পরমবারাহ—পরম মাহেশ্বর—পরম ভট্টারক—পরম দৈবত—পরম ভাগবত, মহারাজাধিরাজ। রাজাই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; রাজাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত; কিন্তু গুরুতর বিষয়ে রাজকার্য্য আধুনিকতম প্রজাতান্ত্রিক নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হইত। দৈবকার্য্যে বা গুণ গরিমার পুরস্কার স্বরূপ ভূমিদান ব্যাপারেও রাজ্যের রাজকর্ম্মচারীদের মতামত গ্রহণ করিয়া আধুনিক শাসন-নীতির ন্যায় বিভাগ হইতে বিভাগান্তরের ভিতর দিয়া দানপত্র প্রদান করা হইত। এরূপ বিধানে আজকালকার মত রক্তসূত্রীয় দীর্ঘসূত্রতা ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না।

বিষয়—রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সুবিধার জন্য বৃহৎ কামরূপ রাজ্যকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল; অংশ বিশেষের নাম ছিল বিষয়। চন্দ্রপুরী বিষয়, কলঙ্গা বিষয়, পারুজি বিষয়, গাল্লিটিপ্যাক বিষয় প্রভৃতিতে বিষয় পতি, বিষয় নায়ক, বিষয়ামাত্য শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

মণ্ডল—মণ্ডলের অধিপতি মাণ্ডলিক। মণ্ডল সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। রাজনৈতিক সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিক কতকগুলি রাজ্য লইয়া একটী মণ্ডল ধরা হয়; —এই সম্পর্ক বিষয়ে যিনি প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করেন তিনিই মাণ্ডলিক,—আধুনিক অর্থে তিনি foreign secretary.

অন্য ব্যাখ্যায়—রাজ্যের অন্তর্গত কয়েকটী বিষয় লইয়া একটী মণ্ডল ধরা হয়: —মাণ্ডলিক আধুনিক কমিশনার। বৃহদায়তন মণ্ডলের অধিপতিকে মহামাণ্ডলিক বলা হইত; আধুনিক প্রেসিডেন্সি প্রদেশগুলির গবর্ণরের সমান। ঢেক্করীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ পিলুক মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন এবং গাল্লিটিপ্যাক বিষয় তাহার অধীনে ছিল। এইসব স্থান বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ছিল।

অন্য আর একটী ব্যাখ্যা মতে তিন হইতে দশলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব প্রদানকারী বিভাগকে মণ্ডল বলা হইত।

ভুক্তি—কামরূপে ভুক্তির নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী দেশে বর্দ্ধমান-ভুক্তি, তীরভুক্তি, বরেন্দ্র ভুক্তি প্রভৃতি হইতে মনে হয় ভুক্তি মণ্ডল হইতেও বৃহদায়তন

দেশ-বিভাগ। প্রাচীন কালে কামরূপে পত্তন বিভাগ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইত ভুক্তিও বোধ করি প্রায় সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত।

পাটক—বিষয়াধিপতির নিম্নে ক্ষুদ্রতম কতকগুলি বিভাগ ছিল, আধুনিক মহকুমা বা সবডিভিশনের মত তখন পাটক ছিল। ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে হিমাঙ্গ নামক ধনুর্ব্বেদ বিশারদ সামবেদীয় কৌথুমী শাখার এক ব্রাহ্মণকে শুভঙ্কর পাটকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বৃত্ত, চতুরক, গ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল।

কোনও স্থানীয় বিষয়ে বিচার মীমাংসা করিবার জন্য গ্রামস্থ জ্যেষ্ঠ ভদ্রদিগকে আহ্বান করা হইত।

সামন্ত—কোনও রাজ কর্ম্মচারী কোনও রাজ্য বা রাজ্যাংশ জয় করিয়া সেই রাজার প্রতিনিধি স্বরূপে সেই রাজ্য শাসন করিলে তিনি সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। অথবা সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ রাজ-প্রতিনিধিরূপে কোনও রাজ্য শাসনকারীকেও সামন্ত বলা হইত। একশত গ্রামাধিপতি বা এক হইতে তিনলক্ষ রাজস্ব প্রদান-কারী রাজ্য খণ্ডের অধিপতিকেও সামন্ত বলা হইত। বঙ্গের রাজা রামপালের সেনাপতি কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া প্রথমতঃ রামপালের সামন্তরূপে কামরূপ শাসন করিতেন। পরে তিনি স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন।

মহাসামন্ত—সামন্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই মহাসামন্ত। কিন্তু মনে হয় অনেক সময় রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন না করিলেও শুধু দায়িত্ব ও পদমর্য্যাদা বিচার করিয়া বিশিষ্ট রাজ কর্ম্মচারীকে মহাসামন্ত পদবী দেওয়া হইত। কামরূপের নবম শতিকার রাজা হর্জ্জর বর্ম্মার প্রস্তর লিপিতে তাহার সেনাধ্যক্ষ সুচিত্ত মহাসামন্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সপ্তম শতিকার ভাস্কর বর্ম্মার রাজত্বে রাজ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ দিবাকর মহাসামন্ত ছিলেন।

মহামাত্য—প্রধান মন্ত্রী। তিনি সর্ব্বদর্শিন্ বলিয়া শুক্রনীতিতে অভিহিত হইয়াছেন। হর্জ্জর বর্ম্মার মহামাত্যের নাম ছিল গোবিন্দ। অনেক সময় এই মহামাত্যের পদ বংশ পরম্পরায় পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হইতেন। তৃতীয় বিগ্রহ-পালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন যোগদেব, যোগদেবের পুত্র বুধিদেব রামপালের মহামাত্য

হইয়াছিলেন; বুধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব পিতার মৃত্যুর পর রামপালের প্রধান অমাত্য ও প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ বংশানুক্রমিক পদলাভ উপযুক্ত গুণ না থাকিলে সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না।

মহাসৈন্যপতি বা মহাসেনাপতি—ইনি যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ছিলেন।

মহাসান্ধি বিগ্রহিক—ইনি যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক ব্যাপারের অধিপতি ছিলেন। শান্তির সময় তিনি রাজকীয় ভূমিদানের দানপত্রের লেখা ও খোদাই করা নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজাজ্ঞা মতে তাম্র পত্রে শুদ্ধভাবে দানপত্র লিখিত হইলে তিনি উহা মহামাত্যের নিকট প্রেরণ করিতেন।

মহাদ্বারাধিপতি—ইনি খুব সম্ভব আধুনিক পুলিশ কমিশনারের সম মর্য্যাদার কর্ম্মচারী ছিলেন। ৮২৯ খৃষ্টাব্দে হর্জ্জর বর্ম্মার রাজধানীর মহাদ্বারাধিপতি ছিলেন জয়দেব। মহাদ্বারাধিপতির অধীনে চৌরদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক প্রভৃতি অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন।

মহাপ্রতিহার—কামরূপ-রাজ হর্জ্জর বর্ম্মার মহাপ্রতিহারের নাম ছিল জনার্দ্দন। ইনি রাজার ব্যক্তিগত গৃহাধ্যক্ষ বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন।

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ—বা মহাধর্ম্মাধিকার—ইনি আধুনিক প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বৈদ্যদেবের মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ গুণনন্দনের অনুরোধে রাজা ভূমিদান করিয়াছিলেন।

ন্যায়করণিক—খুব সম্ভব ইনি আধুনিক এড্‌ভোকেট জেনারেল বা Legal Remembrancer ছিলেন। মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা নিধনপুর লিপিতে ভূমিদান করিবার সময় ন্যায়করণিক জনার্দ্দনের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

মহাদণ্ডনায়ক—ইনি খুব সম্ভব সৈন্যপতি বা কমাণ্ডেন্ট ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন ইনি ছিলেন ফৌজদারী বিভাগের প্রধান কর্ত্তা।

ব্যবহারী—যিনি আইন সংক্রান্ত নানা সন্দেহ দূর করেন,—আধুনিক উকীল। ভাস্কর বর্ম্মার পুরীতে হরদত্ত ব্যবহারীর কাজ করিতেন।

কায়স্থ—কেরাণীকে কায়স্থ বলা হইত; ভাস্করবর্ম্মার কায়স্থ ছিলেন দুর্ল্লভ নাথ। জ্যেষ্ঠ কায়স্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। খুব সম্ভব ইনি ছিলেন আধুনিক সেরিস্তাদার।

শাসয়িতা, লেখয়িতা—দানপত্রের মুসাবিদাকারী শাসয়িতা, এবং তাম্রপত্রে খোদাই করিবার নিমিত্ত পত্রের পাঠ লিখক লেখয়িতা।

সেক্যকার—তাম্রপত্রে দানপত্র উৎকীর্ণকারী। তাহাকে তক্ষকারও বলা হইত। নিধনপুর তাম্রলিপির সেক্যকার কলিয়া; ধর্ম্মপালের তাম্রলিপির সেক্যকার শ্রীবিনীত; এবং ইন্দ্রপালের একখানি তাম্রলিপির তক্ষকার অনি, ধনি শনি—তিন ব্যক্তি।

আজ্ঞাপ্রাপয়িতা—ভাস্কর বর্ম্মার নিধনপুর তাম্রলিপিতে শ্রীগোপাল নামক একজন কর্ম্মচারীর নামের পূর্ব্বে একটী বিশেষ রকমের পদবী আছে—আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দং শ্রীগোপাল। এই প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন—মহাসৈন্যপতি মহাপ্রতীহার ইত্যাদির যে কোন পাঁচটী উপাধিযুক্ত কর্ম্মচারী। কিন্তু একই ব্যক্তি একই সময়ে পাঁচটী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারেন না। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন হয়তঃ একটীর পর একটি করিয়া মহাশব্দযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ পাঁচটী কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন। কিন্তু এমতাবস্থায় সর্ব্বশেষে যে পদে তিনি স্থিত ছিলেন তাহাই উল্লেখ করা বিশেষ সমীচীন ছিল।

অন্যমত হইতেছে—শিঙ্গা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয় ঘণ্টা এই পাঁচটী যন্ত্রের ধ্বনিকে পঞ্চমহাশব্দ বলে। তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, নাগরা ও কোন একটী বাতনিনাদ-যন্ত্রের ধ্বনিকেও পঞ্চমহাশব্দ বলে। যে কর্ম্মচারীর সম্মানার্থে এই পঞ্চবিধযন্ত্রের ধ্বনি করা হইত তাঁহাকে প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ বলা হইত। আজকাল যেমন রাজাদের সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হয়।

আর একটী মত হইতেছে—পঞ্চমহাশব্দে পাঁচটী কর্ম্মস্থান বুঝায়। যিনি একা পাঁচটী কর্ম্মস্থানের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাকে প্রাপ্ত পঞ্চমহাশব্দ বলা হইত।

আমার মনে হয় এই কর্ম্মচারী ছিলেন ভূমিদানের রাজাজ্ঞা ঘোষণাকারী। তাঁহার বিশেষগুণ ছিল যে তিনি পূর্ব্বে এবম্বিধ শত আজ্ঞা শুদ্ধভাবে ঘোষণা করিয়াছেন,—সেই জন্য তিনি "আজ্ঞাশতং প্রাপয়িতা"; আবার এই ঘোষণা করিবার সময় শিঙ্গা, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা এই পঞ্চবিধ বাদ্য লইয়া মহাধ্বনি করিয়া সমস্তলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাজআজ্ঞা প্রচার করেন—আজকাল যেরূপ ঢোল বাজাইয়া বা ঢেড়া পিটিয়া পরওয়ানা জারী করা হয়। সেই জন্যই

তাঁহার আর একটী বিশেষণ "প্রাপ্তপঞ্চ মহাশব্দ"—অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ বাদ্যযন্ত্র তাহার সহিত আছে, এবং এইগুলি লইয়াই তিনি রাজ আজ্ঞা প্রচার করিবেন ; মনে মনে বা চীৎকার করিয়া শুধু কয়েকজন লোকে মাত্র শুনিবে এরূপভাবে বলিবেন না।

নাবাধ্যক্ষ—প্রাচীন কামরূপের রাজাদের প্রবল নৌশক্তিছিল ; ব্রহ্মপুত্রে অসংখ্য রণতরী থাকিত। রণতরীর অধিপতি—নাবাধ্যক্ষ।

কৈবর্ত্ত—সাধারণ নাবিক ; আজকালকার নৌসেনা বা খালাশী।

নৌরক্ষক—নৌকার রশারশির বন্দোবস্তকারী ও তত্ত্বাবধায়ক।

নৌকাবন্ধিক—নৌকা ঠিকমতে ঘাটে নঙ্গর করিয়া রাখা হইয়াছে কি না—এই সবের তত্ত্বাবধানকারী।

নৌকুক্ষিভক্ষ সাধনী—নৌকার শুল্ক আদায়কারী।

হস্তিবন্ধিক—মাহুত ; বা হস্তীর রক্ষক।

মহাপিলুপতি—হস্তী খেদার প্রধান কর্ম্মচারী।

দূত—দেশান্তরে বার্ত্তা বহনকারী। ভাস্করবর্ম্মার বিখ্যাত দূত হংসবেগ।

গমাগমিক—রাজপুরী হইতে রাজার আদেশ সম্বলিত কোন বিষয়পতি, মণ্ডলাধিপতি বা সামন্তের নিকট পত্রাদি লইয়া গমনাগমনকারী।

অভিত্তরমান—উপরোক্ত কার্য্যে জরুরী বার্ত্তা লইয়া দ্রুত গমনকারী বার্ত্তাবহ।

কামরূপের রাজাদের প্রদত্ত যে সকল তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটীতেই ভূমির দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ অধ্যয়নান্তে কোনও বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে, বা পাণ্ডিত্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারিলে রাজারা ভূমিদান করিতেন। রাজা মাতাপিতার ও নিজের যশ ও পুণ্যের নিমিত্তেও উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেন।

যাহাদিগকে ভূমিদান করা হইত, তাহারা সেই ভূমি নিষ্করভাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু কোন কোন রাজ কর্ম্মচারী তাহাদিগের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে উপরি পাওনা আদায় করিতেন। এইজন্য দান পত্রে এই উপরি পাওনা আদায়কারীরাও যাহাতে অন্যায়ভাবে জুলুম করিতে না পারে, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জুলুমকারীদের মধ্যে রাজ্ঞী, রাজপুত্র, রাণক (কোনও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর চাপরাশী বা সহকারী), রাজবল্লভ (রাজার প্রিয়পাত্র), মহল্লক প্রৌঢ়িকা (রাজ অন্তঃপুরের

পরিচারিকা), হস্তিবন্ধিক, নৌকা বন্ধিক, চৌরদ্ধরণিক, দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক, ঔপরিকরিক (তৌজীবাহী খাজানা আদায়কারী), উৎখেটিক (ট্যাক্স আদায়কারী) চট্টভট্ট (সাধারণ সৈন্য)।

অন্যায়ভাবে উপরি পাওনা আদায় করার রীতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বেও ছিল। কি ভাবে উহা বন্ধ করা যায়, এই আলোচনার উত্তরে কৌটিল্য বলিয়াছিলেন—সমুদ্রের অগাধ জলে যে মৎস্য বিচরণ করে, সে কখন এক বিন্দু জলপান করিল কি না কে ধরিতে পারিবে ? সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত অর্থ ও প্রভুত্ব শক্তি সমাজে কাম্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে—ততদিন পর্য্যন্ত অন্যায়ভাবে উৎকোচ গ্রহণের বাসনা সহজে মানব হৃদয় হইতে দূর হইবে না। পরবর্ত্তী কালে আহোম রাজারাও কামরূপে তাম্র পত্রে ভূমি দান করার সময় উল্লেখ করিতেন - "কর কাটল-পদ পঞ্চক বেট-বেগার জলকর জবক্ষার চোর চিনালা ধামসি মাড়েসা চকি হাট ঘাট ফাট দণ্ডবন্ধ দান খুত সর্ব্ব বাব পরিত্যাগ হইল।"

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে কামরূপের কথা বলা হইল—ইহা কোন্ কামরূপ ? প্রাচীনকালে কামরূপের পূর্ব্বসীমা শদিয়া পর্য্যন্ত ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাস্কর-বর্ম্মার রাজত্বকালে বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলে ভাস্করবর্ম্মা কনৌজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া উভয় রাজ্যের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেন। তখন অন্ততঃপক্ষে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা পর্য্যন্ত কামরূপের পশ্চিম সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল; দক্ষিণদিকেও তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগের কথা। তারপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শালস্তম্ভ বংশীয় রাজা হর্ষবর্ম্মা নিজ রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে কোশলদেশের কিয়দংশও সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। নেপালের পশুপতি নাথের মন্দিরের দরজার চৌকাঠে ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে খোদিত লিপিতে হর্ষবর্ম্মার এই বিজয় কাহিনীর কথা উল্লিখিত আছে। সুতরাং তখন পশ্চিমে বর্ত্তমান বিহার ও দক্ষিণে উড়িষ্যার কিয়দংশ লইয়া পূর্ব্বে শদিয়া পর্য্যন্ত এক বিশাল কামরূপ রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য এই ভাব বেশী দিন থাকিতে পারে নাই। ৭৫০ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গদেশীয় প্রকৃতি-পুঞ্জ দেশের অরাজকতা দূর করিবার জন্য গোপালকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় করান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য হিন্দু কৃষ্টিযুক্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য : ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, রাজনীতি সমস্ত বিষয়েই কামরূপ সর্ব্ব ভারতীয় হিন্দু কৃষ্টির পূর্ব্বদিকস্থ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ; রাজধানীর নাম সেইজন্যই সার্থক হইয়াছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

৯।১১।৪১ইং তারিখে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ।

মনসা-মঙ্গলের কবিদের এক নাম-সূচী মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে দিয়াছেন। এই তালিকার ৬১ জন মনসা-মঙ্গলের কবির নাম আছে। এই ৬১ জনের মধ্যে সত্যিকার মনসামঙ্গল লেখক কয়জন ও গায়ক ই বা কয়জন তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ডক্টর সেনের নির্দ্দেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলাম। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া মনসা-মঙ্গলের কবিদের নাম ও পরিচয় সংগ্রহে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমানে ১৪২ জন মনসামঙ্গলের কবির নাম পাইতেছি। এই ১৪২ জনের মধ্যে অনেকেরই 'গায়েন' হওয়া বিচিত্র নহে। মনসামঙ্গলের কবি নির্ণয় করিতে গিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত মনসামঙ্গল পুথির সন্ধান করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রায় ২৫০ খানি হস্তলিখিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন কবির গ্রন্থ মুদ্রিত ও হইয়াছে। এই সকল প্রকাশিত গ্রন্থ কবি-সূচী প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। 'ষট্ কবি মনসা' বা "বাইশ কবি পদ্মাপুরাণ" জাতীয় গ্রন্থে যে শুধু ৬ ও ২২ সংখ্যক কবির রচনা স্থান

পাইয়াছে এই রূপ মনে করিবার কারণ নাই। এই জাতীয় গ্রন্থের বহু স্থলেই ৬ জনের স্থলে ৭।৮ এবং ২২ জনের স্থলে ২৩।২৪ জন কবির লেখা সংগৃহীত হইয়াছে।

মদীয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল গ্রন্থের [বঙ্গবাসী প্রেসে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত] পরিশিষ্টে "১৮৭০ শকে মুদ্রিত মনসার ভাসান"—হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। "১৮৭০ শকে"—ইহাতে মুদ্রণ-প্রমাদ আছে। ইহা সম্ভবতঃ '১৭৮০ শকে' হইবে। ১৭৮০ শকে মুদ্রিত একখণ্ড কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল গ্রন্থ উত্তরপাড়ারাজ লাইব্রেরীতে আছে। ১৮৭০ শক এখনও আসে নাই, বর্ত্তমানে ১৮৬৫ শক চলিতেছে। মুদ্রণ-কালে ৭ ও ৮ অঙ্কের স্থান বিপর্য্যয় হওয়া বিচিত্র নহে। ডক্টর সুকুমার সেন এম-এ মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে "ক্ষমানন্দের কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয় ১৭৭০ শকাব্দে।"—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭৭০ শকাব্দে ১৮৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ১৭৭০ শকাব্দে মুদ্রিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গ্রন্থ আমি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। বৃটিশমিউজিয়মে ১২৫১ বঙ্গাব্দে (১৮৪৪-৪৫ খ্রী) মুদ্রিত, আমাদের পারিবারিক 'সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে' ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১৩ ভাদ্র তারিখে মুদ্রিত (১৮৫২ খ্রী) এবং ইণ্ডিয়াআপিসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল গ্রন্থের তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ রক্ষিত আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসারভাসান কবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা শক্ত। তবে যে সকল সংস্করণের সন্ধান জানা যাইতেছে তন্মধ্যে বৃটিশমিউজিয়মে রক্ষিত ১২৫১ বঙ্গাব্দের (১৮৪৪-৪৫ খ্রী) মুদ্রিত সংস্করণই প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান লইতে যাইয়া প্রায় শতাধিক সংস্করণের সংবাদ পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৪০টী সংস্করণ আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল; এই সকল সংস্করণের মধ্যে ১৫।১৬ খানি আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে আছে। অবশিষ্ট সংস্করণ শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া রাজ লাইব্রেরী এবং কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। যে সকল

কবির গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীহট্টীয় কবি ও আছেন। শ্রীহট্ট হইতে একাধিক শ্রীহট্টীয় কবির গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকখানি মনসামঙ্গল গ্রন্থের আখ্যা-পত্র উদ্ধৃত হইল। আখ্যা-পত্র হইতে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং মূল্য প্রভৃতি জানা যাইবে। মনসামঙ্গল লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদের নিকট মনসামঙ্গলের মুদ্রিত গ্রন্থ-পরিচয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিতে গিয়া পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে '/' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

কালীকিঙ্কর যশ :—"মনসা-মঙ্গল / বা / ভাসান যাত্রা গীতাভিনয়। / প্রণেতা শ্রীকালী কিঙ্কর যশ। / ১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, "তারালাইব্রেরী" হইতে / শ্রীঅধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / নূতন সংস্করণ। / বেদান্ত প্রেস। / ১৬০।১ নং মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রিট, কলিকাতা। / শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১৩১৯ সাল।" / পৃঃ ১৭১ ; আকার, ৬$\frac{1}{2}$" × ৪$\frac{1}{2}$" ইঞ্চি।

কুশদেব পাল :—"শ্রীশ্রীহরি। / শরণং। / মনসামঙ্গল / অর্থাৎ মনসা চরিত / গ্রন্থঃ। / কেতকাদাস ক্ষমানন্দের বিরচিত। / পয়ারাদি ছন্দে পদ্মপুরাণ গ্রন্থের মূল অবলম্বন করিয়া। / শ্রীযুত কুশদেব পাল কর্ত্তৃক বিরচিত / ও সংশোধিত হইল। / কলিকাতাস্থ। / চিৎপুর রোড ৺বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট ১৭ নম্বর ভবনে। / শ্রীবিশ্বম্ভর লাহার / কবিতারত্নাকর যন্ত্রে / মুদ্রিত হইল / শকাব্দাঃ ১৭৯১। / মূল্য ॥০ আনা। /" পৃঃ ৩ + ১২৬।

বিজ্ঞাপন।

কদম্বগাছি নিবাসি গুণযুক্ত শ্রীযুত কুশদেব পাল কবি মহাশয়ের রচিত মনসা মঙ্গল অর্থাৎ মনসা চরিত পুস্তকের স্বত্ব তিনি আমাকে দিয়াছেন ইহার স্বত্বাধিকারি আমি হইলাম, অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলে সমুচিত মূল্যের দাবি আইন মাফিক তাহাকে দিতে হইবেক।

সন ১২৬৮
মাহ আশ্বিন। শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কৃষ্ণগোবিন্দ পাল :—"বৃহৎ পদ্মাপুরাণ। / প্রণেতা। / শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ পাল K. G. Pal. সাং পুরুষোত্তমপুর; জন্তরী ষ্টেশন, নবীগঞ্জ সব ডিঃ শ্রীহট্ট / কলিকাতা বিজয়া প্রেসে / শ্রীবমেশ চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত /ও/ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / মূল্য ১ম খণ্ড ৸৹ আনা ও ২য় খণ্ড ১।৹ আনা, / একত্রে মোট ২৲ দুই টাকা।"/ পৃঃ ৶০+২১১। ফাল্গুন ১৩১৭ বাং আকার ২৪½×১৬ (cm).

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :—"শ্রীশ্রীদুর্গা ॥/শরণং ॥/মনসার উপাখ্যান ॥/অর্থাৎ / চাঁদবাণিয়ার মনসার সহিত বিবাদ এবং বেহুলা / ও নখিন্দরেব জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিষহরী / দেবীর মহিমা প্রকাশক গ্রন্থঃ কবি কেতকা দাস ও / ক্ষেমানন্দদাস কর্ত্তৃক পয়ারাদি / বিবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া / ইদানীং। শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা / সুধাসিন্ধু যন্ত্রালবে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক / তিনি কলিকাতাব শোভাবাজারের বটতলার / দক্ষিণাংশে তত্ব করিলে পাইবেন। / ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ১৩ ভাদ্র ॥ /" পৃঃ ৶০+৮৪ ; আকার ৮½"+৫½" ইঞ্চি।

"মনসার ভাসান। / অর্থাৎ / চান্দ বাণিয়ার মনসাব-সহিত বিবাদ ও / বেহুলা এবং নখিন্দরের / জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত মনসা দেবীর / মহিমা প্রকাশ। / কেতকা ও ক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক / বিরচিত। / কলিকাতা / শ্রীযুক্ত মধুসূদনশীলের / চৈতন্য চন্দ্রোদব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮০। /" পৃঃ।০+১৩২।

"মনসার ভাসান।/ চাঁদবণিকের সহ মনসার বিবাদ ও বেহুলা/ ও নখিন্দবের জীবন সম্বলিত মনসা / দেবীর মহিমা প্রকাশ। / শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে / শ্রীক্ষেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত / হইয়া। / কলিকাতা। / দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ১নং ভবনে। / শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্রের / কবিতা কৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সন ১২৭৫ সাল।"/ পৃঃ ৶০+৮০।

"মনসার ভাসান। / অর্থাৎ / চাঁদ সদাগরেব সহ মনসাব বিবাদ / এবং / বেহুলা ও নখিন্দরেব জীবন চরিত ও মনসা / দেবীব মহিমা প্রকাশ। / শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে / শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে/ বিবচিত। / কলিকাতা/ চিৎপুর রোড ১১৮ সন্ধ্যাক ভবনে/ শ্রীঅক্ষয়কুমাব রায় এণ্ড কোম্পানীর/ হরিহব যন্ত্রে প্রকাশিত। / শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত দ্বাবা মুদ্রিত। / সন ১২৮৫ সাল।" / পৃঃ।০+৮০, আকার ২০½ × ১২(cm)

"মনসার ভাসান।/ অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের সহ মনসার বিবাদ/ এবং/ বেহুলা ও নখিন্দরের জীবন চরিত ও মনসা/ দেবীর মহিমা প্রকাশ।/ শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে/ শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে/ বিরচিত।/ প্রকাশক।/ শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।/ কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ১১৫ নম্বর ভবন / সন ১২৮৭ সাল। ২০ শ্রাবণ।/ ইং ১৮৮০ সাল"/ পৃঃ।০+৮০, আকার ২০½×১২ (cm)

"মনসার ভাসান / শ্রীকেতকা দাস/ ও শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক/ বিরচিত।/ কলিকাতা/ ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে/ শ্রীবিহারী লাল সরকার কর্ত্তৃক / মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ সন ১২৯২ সাল / মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।"/ পৃঃ /০+২০+১৫২, আকার ১১½×২০½(cm)

"মনসার ভাসান।/ অর্থাৎ/ চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ ও / বেহুলা লখিন্দরের জীবন চরিত্র এবং/ মনসা দেবীর মহিমা প্রকাশ।/ শ্রীকেতকানন্দ দাসের সাহায্যে/ শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত।/ ১০৬নং অপার চিৎপুর রোড "মজুমদার লাইব্রেরী" হইতে / শ্রীযুটবেহারী মজুমদার কর্ত্তৃক / সংগৃহীত ও প্রকাশিত।/ নূতন সংস্করণ।/ ১০৬নং অপার চিৎপুর রোড্, "মজুমদার প্রেসে/ শ্রীযুট বেহারী মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।/ ১৩১৯।/ মূল্য।০ আনা।"/ পৃঃ।০+৮৪ ; আকার ৮¾″×৪¾″ ইঞ্চি।

"মনসার ভাসান।/ অর্থাৎ/ চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ।/ ও বেহুলা নখিন্দরের জীবন চরিত্র ও/ মনসাদেবীর মহিমা প্রকাশ।/ শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে/ শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত।/ ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড্, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী হইতে,/ শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক / প্রকাশিত।/ পঞ্চানন প্রেস।/ কলিকাতা, ২৫।৩নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন, / কে, এল, শীল দ্বারা মুদ্রিত।/ সন ১৩২২ সাল।"/ পৃঃ।০+৮৪ ; আকার ৮″×৪¾″ ইঞ্চি।

"মনসার ভাসান।/ অর্থাৎ / চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ।/ বেহুলা নখিন্দরের জীবন চরিত্র ও / মনসা দেবীর মহিমা প্রকাশ।/ শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে / শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত।/ প্রকাশক / শ্রীতারাচাঁদ দাস। ৮২নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।/ সন ১৩৩২ সাল।"/ পৃঃ৵০+৮৪ ; আকার ৭½″×৪¾″ ইঞ্চি।

ক্ষেমানন্দ :—"মনসামঙ্গল। / কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত। / কলিকাতা, / ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন প্রেসে, / শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১৩১৬ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।" / পৃঃ ৮+৮২ ; আকার ৭″×৪½″ ইঞ্চি।

চৈতন্য দাস :—"মনসামঙ্গল / প্রথম হইতে চতুর্থ পালার সম্পূর্ণ। / নখিন্দর, বেহুলা, নেতো এবং মা মনসার জন্ম বৃত্তান্তাদি / নানা লীলা বর্ণন ও চাঁদ বেণের মনসা পূজা। / কবিবর ৺ চৈতন্যদাস কর্ত্তৃক / পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। / প্রকাশক শ্রীতারাচাঁদ দাস। / ৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।" / পৃঃ ৶০+১০৪ ; আকার ৮½″×৪½″ ইঞ্চি।

জানকী নাথ :—"পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত / পদ্মপুরাণ / প্রথম সংস্করণ / প্রকাশক শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী / জ্ঞানদা লাইব্রেরী, পোঃ তুজেশ্বর, জেলা শ্রীহট্ট / ১৩৪৫ সন / সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র" / পৃঃ ৩+২০৩ ; আকার ১০½″×৪½″ ইঞ্চি।

নারায়ণ দেব :—"জরৎ কারু মুনেঃ পত্নি ভগিনী বাসুকে স্তথা। / আস্তিকস্য মুনের্মাতা মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥ / পদ্মা-পুরাণ / ৺ নারায়ণ দেব প্রণীত। / ময়মনসিংহ—চারু প্রেসে / প্রিণ্টার শ্রীরামেশ্বর চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১৩১৪ সন। / মূল্য ২৲ টাকা।" /

বংশীদাস :—"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ। / অর্থাৎ / নাগমাতা পদ্মার জন্ম ও বিবাহ এবং মর্ত্ত্য ভূমে চান্দ সদাগরের সহিত বিবাদ ও পদ্মাপূজা প্রকরণ। / শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবের আদেশানুসারে / শ্রীযুক্ত বংশীদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত। / ৩১৮নং অপর চিৎপুর রোড শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা অপর চিৎপুর রোড শোভাবাজার ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১২৯৫ সাল" / পৃঃ ।৶+৩০৪, আকার ২৬×১০½ (cm) oblong.

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ। / মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত। / দ্বিজ বংশীদাস দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে রচিত / বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী। / শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও

প্রকাশিত। / ঢাকা, মোগলটুলী পুস্তকালয়, ঢাকা। / মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। / ১৯১০ইং" / পৃঃ ৶+৷৷০+৩১১, আকার ১০½" × ৪½" ইঞ্চি। [সচিত্র]

৩ "পদ্মাপুরাণ / ৺ বংশীদাস রায় বিরচিত। / শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী, / শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী / এম. এ, বি, এল, / সম্পাদিত। / মূল্য ১৷৷০ টাকা। / ১৩১৮ সন বৈশাখ," / পৃঃ ৪+৩/+৬৬৭+৭, আকার ৭½" × ৫" ইঞ্চি। [সচিত্র]

"মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত / শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ। / দ্বিজ বংশীবদন দাস কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে রচিতম্ / বিষহরি মনসা দেবীর পাঁচালী। / দ্বিতীয় সংস্করণ। / শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীতম্ ও পরিমার্জিতম্। / প্রকাশক শ্রীমনিমোহন দাস। / মাদার ঝাণ্ডা পুস্তকালয়, ঢাকা। / মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।" / পৃঃ ৷৷০+৩৩০+১; আকার ১০½" × ৪½" ইঞ্চি। [ঢাকা, নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে প্রিণ্টার শ্রীরাধা-বল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত ইং ১৯১৫। বাং ১৩২২ সন।] [সচিত্র]

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ বা বিষহরীর পাঁচালী / অর্থাৎ / নাগমাতা মনসার জন্ম ও বিবাহ কর্ম্মাদি এবং মর্ত্ত্যভূমে চান্দ সদাগরের সহিত বিবাদ ও / বেহুলা লখিন্দরের জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত পদ্মা পূজা প্রকরণ। / দ্বিজ বংশীদাস ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক / পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত / সীতানাথ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা ৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, "বেঙ্গল রায় প্রেস বুক্‌ডিপোজিটরী।" / মূল্য ২৲টাকা।" / পৃঃ ৷৷০+৩০৪; আকার ৯½" × ৪" ইঞ্চি।

বিজয় গুপ্ত :—"মনসা মঙ্গল / বা / পদ্মাপুরাণ। / ১৪০৬ শকে / কবিবর বিজয় গুপ্ত / প্রণীত। / শ্রীপ্যারীমোহন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক / সংগৃহীত। / শ্রীরামচরণ শিরোরত্ন কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / বরিশাল আদর্শ যন্ত্রে / শ্রীনন্দকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১৩০৩ আষাঢ়। / মূল্য ৸০ আনা।" / পৃঃ ৸০+২৩২, আকার ১৫½ × ২৩ (cm.)

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ / বা / মনসা মঙ্গল গীত। / নাগমাতা পদ্মার জন্ম ও বিবাহ এবং মর্ত্ত্যভূমে চান্দ সদাগরের সহিত বিবাদ ও পদ্মার পূজা প্রকরণ। / ৺বিজয় গুপ্ত প্রণীত। / শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত। / শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস

কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / প্রথম সংস্করণ। / সন ১৩০৭ সাল" / পৃঃ ৵০+৶০+১১২ ; আকার ২৬×১০½ (cm.) oblong.

"পদ্মাপুরাণ/ মনসামঙ্গল / ৺বিজয় গুপ্ত / (সচিত্র তৃতীয় প্রচার) / শ্রীপ্যারী মোহন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক / সংগৃহীত / কলিকাতা / বালিয়াঘাটা ১৮নং চড়কডাঙ্গা রোড হইতে / শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / মূল্য কাপড় ১।০, কাগজ ১৲ / ১৩১৮ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ" / পৃঃ ৵০+ক-ভ (২৪)+২৩৭+৶+১৬ ; আকার ৪×১৫½ (cm.)

"পদ্মাপুরাণ / মনসামঙ্গল / ৺বিজয় গুপ্ত বিরচিত। / পঞ্চম সংস্করণ। / শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক / শ্রীশরৎকুমার সেন গুপ্ত, এম এ, সম্পাদিত। / প্রকাশক / শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ। / প্যারাডাইজ, ১।১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / ও / ন্যাসন্যাল এজেন্সি বরিশাল। / সুলভ সংস্করণ / মূল্য / কাপড়ের মলাট ১।০ / কাপড়ের বাঁধাই ১॥০" / পৃঃ ত+২৭৮ ; আকার ৯½"×৬½" ইঞ্চি। [সচিত্র]

[প্রকাশ কাল—আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল]

মহেন্দ্রনাথ দাস :—"মনসা মঙ্গল। / শ্রীরামকল্প ভট্টাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত হইয়া / ৺মহেন্দ্রনাথ দাস দে কর্ত্তৃক প্রণীত। / শ্রীচৈতন্য দাস কর্ত্তৃক সংগৃহিত। / শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স / কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / নং ৭৫ আহীরী টোলা ষ্ট্রীট, লক্ষ্মীবিলাস প্রেস। / শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১৩০৯ সাল।" / পৃ ৵০+১১৫, আকার ৪৯৲"×৭৯৲" ইঞ্চি।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ :—"পদ্মাপুরাণ / জেলা ময়মনসিংহান্তর্গত সুসঙ্গ প্রদেশাধিপতি / শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর বিরচিত। / শ্রীকালী নাথ সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / সহর সেরপুর, চারু যন্ত্রে মুদ্রিত। / ১২৯০ সুসঙ্গাব্দ।" / পৃঃ ৵০+।০+।০+৩৪৪ ; আকার ৪২×১৪ (cm.) oblong.

রাধানাথ রায় চৌধুরী :—"পদ্মাপুরাণ। / ৺রাধানাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। / প্রকাশক / শ্রীদ্বারকানাথ রায় চৌধুরী বি, এ, / সবডিপুটী কলেক্টার / মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। / শ্রীহট্ট / পরিদর্শক যন্ত্রে / শ্রীপ্যারীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত। /

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।" / পৃঃ ৵০+৵০+৵০+৵০+৵০+২৮২ ; আকার ১০$\frac{১}{৪}$" × ৮$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি।

"মনসামঙ্গল / বা / পদ্মাপুরাণ। / ৺রাধানাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। / দ্বিতীয় সংস্করণ / আষাঢ় ১৩৩৭ / All rights reserved by the Publisher. মূল্য দেড় টাকা মাত্র।" / পৃঃ ৵০+৵০+২৩৩ ; আকার ৯$\frac{১}{২}$" × ৬$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি। [সচিত্র]

ষষ্ঠীবর :—"পদ্মাপুরাণ। / ষষ্ঠীবর দত্ত বিরচিত / শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি-এ / সম্পাদিত। / প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। / মূল্য ১৲এক টাকা মাত্র।" / পৃঃ ২+৵০+১২৪ ; আকার ১০" × ৬$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি। [চৈত্র সংক্রান্তি. ১৩৩২ বঙ্গাব্দ]

"ষষ্ঠীবর / পদ্মাপুরাণ / শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দাস / ও / পণ্ডিত শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত / প্রথম সংস্করণ / শ্রাবণ ১৩৪৩ বাংলা। / All rights reserved by the Publisher. / মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।" / পৃঃ ৩+৵০+১৭৯ ; আকার ৯$\frac{১}{৪}$ × ৭$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি। [সচিত্র]

কবিদ্বয় [নারায়ণ দেব, জানকীনাথ] :—"পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল / সুকবি নারায়ণ দেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ / বিরচিত। / প্রকাশক / শ্রীরজনী মোহন চক্রবর্ত্তী / জ্ঞানদা লাইব্রেরী, / পোঃ—নরপতি. গ্রাম—ইচ্ছাখুটা, / জিলা—শ্রীহট্ট। / সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত / মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র" / ১৩৪৬ সন. পৃঃ ৵০+।০ +২৬৪,+৬ ; [সচিত্র]

কবিত্রয় [নারায়ণ দেব, বংশীদাস, জানকী নাথ] :—"পদ্মপুরাণ / সুকবি নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস / ও / পণ্ডিত জানকী নাথ বিরচিত। / প্রথম সংস্করণ / প্রকাশক / শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মন্ (জি, ঘোষ)। / বায় সাহেবের বাজার, ঢাকা / ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ / মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র। " / পৃঃ ৵০+।০ +।৵০ +১৮৫ ; আকার ৯$\frac{১}{৪}$" × ৭$\frac{১}{৪}$" ইঞ্চি। [সচিত্র]

কবি চতুষ্টয় [বংশীদাস, নারায়ণদেব, ষষ্ঠীবর, জানকীনাথ] :—"বঙ্গ দেশীয় বিশুদ্ধ "শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ" বা বিষহরীর পাঁচালী। / শ্রীবংশীদাস

ভট্টাচার্য্য, শ্রীনারায়ণ দেব, কবি শ্রীষষ্ঠিবর বিশেষত / পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ প্রণীত। / শ্রীহট্ট, পোষ্ট পৈল, গ্রাম নাজিরপুর নিবাসী শ্রীঠাকুর চাঁদ মহন্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / ৭১ নং শাঁখারী টোলা লেন, কলিকাতা, "দরবার প্রেস" শ্রীকালীপদ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / মূল্য ভাল কাগজ ২৲, তরল কাগজ ১৷৷০ টাকা মাত্র।" / পৃঃ ১+৵০+৬৮ [দেবখণ্ড]+১৪৮ [বাণিয়াখণ্ড]; আকার ২৬½×১১ (cm.) oblong.

বাইশকবি মনসা :—"সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণাদি বাইশকবি / বিরচিত। / মনসা। / (পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত।) / শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / চট্টগ্রাম / চন্দ্রশেখর যন্ত্রে, / শ্রীরামকমল সেন প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ১ম সংস্করণ। / ১লা শ্রাবণ, ১২৯১। / প্রতিখণ্ডের মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।" / পৃঃ ।০+১৲+৬৭২; আকার ৩০×১২ (cm.) oblong.

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত। / বাইশকবি মনসা। / শ্রীনবীন চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। / চট্টগ্রাম ভারতী যন্ত্রে শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন দ্বারা মুদ্রিত। / চট্টগ্রাম আন্দর কিল্লা বিশ্বাস কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। / Price 1½ Rs. মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। / এক ব্যক্তি এক সঙ্গে ১০ খানা কি ততোধিক পুস্তক নগদ মূল্যে ক্রয় করিলে উচিত কমিসন দেওয়া যাইবে।" / পৃঃ ৩+১৵০+৬৭২; আকার ১১৯"×৪৯" ইঞ্চি। [১৩০১ বাং]

"বাইশকবি-মনসা। / শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক / সংগৃহীত ও প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন, ৩০নং ভবনে "হারমোনিয়াল যন্ত্রে" / শ্রীঅমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। / সন ১৩১৮ সাল। / মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। / [এই পুস্তক / চট্টগ্রাম সাধারণ যন্ত্রে / শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর / নিকট পাওয়া যায়।] নগদ মূল্যে একত্রে / ১০ খানা লইলে কমিশন / দেওয়া যায়। / " পৃঃ ।/+১৲+৬০৮; আকার ১০½"×৪" ইঞ্চি।

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ বাইশকবি মনসামঙ্গল। / অর্থাৎ / শিব-নন্দিনী মনসার জন্ম কর্ম্মাদি এবং চান্দ সদাগরের সহিত বাদ বিসম্বাদ ও বেহুলা লক্ষীন্দরের জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত পদ্মা-পূজা প্রকরণ। / বাইশ জন প্রসিদ্ধ কবি-কর্ত্তৃক বিরচিত। / শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত / ও শ্রীশশিভূষণ দেব কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক সংশোধিত। / ঢাকা লেটুমগঞ্জী পুস্তকালয় হইতে / শ্রীসীতানাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। /

৩য় সংস্করণ। ১৩৩৪ সন।"/ মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।"/ পৃঃ ১৲+৩১৮; আকার ১০" × ৪৯/১৬" ইঞ্চি। [সচিত্র]

অজ্ঞাত কবির :—"মনসামঙ্গল গীতাভিনয়।/ "মন্দ কবি যশঃ প্রার্থী/ গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।/ প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভা/ দুদ্বাহুরিব বামন॥"/ রঘুবংশ।/ শ্রীশরৎকুমার সেন কর্ত্তৃক/ প্রকাশিত।/ কলিকাতা।/ ১৫নং উমেশচন্দ্র দত্তের লেন, "গ্রেট টাউন প্রেসে"/ শ্রীশরৎকুমার সেন দ্বারা মুদ্রিত।/ সন ১৩০৮ সাল।/ মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।"/ পৃঃ ১৫৬; আকার ৬৯/১৬" × ৪৯/১৬" ইঞ্চি।

হিন্দী মনসামঙ্গল :—"শ্রীঃ/ নৌখণ্ড/ বিহুলা বিষহরী।/ প্রকাশক/ ভার্গব পুস্তকালয় কাশী"/ পৃঃ ১৮২; আকার ৯১/২" × ৫৯/১৬" ইঞ্চি। [সচিত্র] [হিন্দী-ভাষায় রচিত ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত।]

পরিষদীয়—সপ্তম বর্ষ

ষষ্ঠ সভা :—বিগত ৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে, সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়, এম. এ. (লণ্ডন) আই. ই. এস. মহাশয় "মিলন মন্দিরে তীর্থযাত্রা" —সম্বন্ধে একটি সার-গর্ভ ও অনুভূতি-পূর্ণ বক্তৃতাদান করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী, সতীশ চন্দ্র রায় ও সভাপতি মহাশয় সতীশচন্দ্রের গুণাবলীর আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন :—

"নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সেবী, স্বদেশ-বৎসল, পূত-চরিত্র, সতীশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোক গমনে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন :—হিন্দুদর্শনের মূলকথা—তৎত্বমসি, সোঽহম্। জগতের সমস্ত

কিছুই এক অখণ্ড সত্তা। যাহা স্থূলদৃষ্টিতে খণ্ড খণ্ড দেখা যায় বস্তুতঃ তাহা খণ্ডিত নহে, সমস্ত কিছুতেই অখণ্ড অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সত্তাতেই সব কিছু সত্তাবান্। কেবল যে হিন্দুদর্শন কিংবা হিন্দুধর্ম্মই এই পরমসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, ইসলাম ও ঠিক অনুরূপ কথাই বলেন—"From Allah we come, to Allah we go." মূলতঃ সকল ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী ঐ এক কথাই—চেতন অচেতন সকল বস্তুই তিনি অথবা সকল বস্তুই তাঁহা হইতে। যিনি এই পরম সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার কাছে বৃক্ষলতা, বনপর্ব্বত, পশু মানুষ, গ্রহ নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নহে। নামে রূপে উহারা ভিন্ন হইলেও তিনি উহাদের মধ্যে সেই অদ্বয়তত্ত্বকেই অনুভব করেন। তখন মানুষে মানুষে, স্ত্রীপুরুষে, জাতিতে জাতিতে তিনি ভেদ দেখেন না, চেতনে অচেতনে সর্ব্বত্র তিনি পরমাত্মীয়তা অনুভব করেন—তখন এক অখণ্ড অদ্বৈত ভূমিতে তাঁহার মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

বক্তা ঐ মিলন মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রাপথ দীর্ঘ। পথের শেষে তিনি পৌঁছিবেন কিনা জানেন না, তবে সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি ঐ চেষ্টা করিতেছেন। বক্তা তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মন কেমন করিয়া অদ্বয়তত্ত্বানুধাবনে আকৃষ্ট হইল এবং কেমন করিয়াই বা তাঁহার জীবনের অনেক শুভ-মুহূর্ত্তে তিনি সেই অদ্বয়তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন তাহা বলেন। জীবধাত্রী বসুন্ধরা বৃক্ষের ফলে তাহার স্তন্যধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই ফল খাইতে গিয়া বক্তা পরম স্নেহবান্ সেই পরম পুরুষকেই উপলব্ধি করিয়াছেন—বন্ধুতে বন্ধুতে প্রেমবিকাশ দেখিয়া তিনি সেই পরম প্রেমবান্ রসময়কেই অনুভব করিয়াছেন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ যাঁহা হইতে প্রসূত যাঁহা দ্বারা আমরা প্রাণবন্ত যিনি আমরা এবং আমরা যিনি। বক্তা বলেন এই অনুভূতি যদি সকলের মনে জাগে—তাহা হইলে জাতিতে জাতিতে, হিন্দু-মুসলমানে, আসামী বাঙ্গালীতে, মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়া যাইবে—এই পরম আত্মীয়তা অনুভব করিয়া সকলে মিলন মন্দিরে মিলিত হইতে পারিবেন।

সপ্তম সভা :—বিগত ৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্-গৃহে পরিষদের একটী অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ অধরচন্দ্র দাস, এম. এ, পি, আর. এস. পি. এইচ. ডি, মহাশয় "বুদ্ধ ও যোগ"—সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সান্যাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তা বলেন :--অষ্টাঙ্গ যোগচর্য্যা পাতঞ্জল যোগ দর্শন প্রথ্যাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। এই যোগচর্য্যাকে বক্তা যৌগিক সংস্কৃতি আখ্যা দেন। বুদ্ধদেব আড়ারকালাম নামক ঋষির নিকট যোগ অভ্যাস করেন। এই যোগ পন্থার সাহায্যেই তিনি বোধি লাভ করেন। ভারতীয় দর্শনে যোগ একটি প্রধান বিষয়, উহা যে কত প্রাচীন তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। উহা সাধককে যম নিয়মাদি অষ্ট প্রণালীর ভিতর দিয়া সমাধি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। উপনিষদ্-গুলিতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মসংশয়, ব্রহ্মানুভূতি প্রভৃতি বিষয় আছে,—যোগদর্শন ব্রহ্মানুভূতির পথে মানুষকে চালিত করে। ভারততীয় দর্শনের মত গ্রীক দর্শনও সুপ্রাচীন—কিন্তু সেখানে যোগাদি জাতীয় সাধন তত্ত্বের কথা আকস্মিকভাবে পাওয়া যায়। তাহার কোনও ক্রমানুগতা নাই। বক্তা মনে করেন যোগসাধনের কথা গ্রীকরা ভারতীয়দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাংলা পুথির তালিকা

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাংলা পুথির তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায়ও মুদ্রিত হইল। তালিকাটীকে নিম্নোক্ত ৭টী কলমে বিভক্ত করিয়াছি। যথা :—[১] ক্রমিক সংখ্যা, [২] গ্রন্থের নাম, [৩] গ্রন্থকার—গ্রন্থকারের পাশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে ২, ৩ক প্রভৃতি অঙ্ক লিখা আছে। এই সকল অঙ্ক পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক এবং ঐ সকল পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নাম আছে বুঝিতে হইবে। প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থে সাধারণতঃ পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। পত্রসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতএব '৩ক' অঙ্কের দ্বারা ৩ চিহ্নিত পৃষ্ঠার উল্টাদিক বুঝাইবে। [৪] পত্র সংখ্যা, পত্র সংখ্যার পাশে 'স' অথবা 'খ' অক্ষর মুদ্রিত হইয়াছে। 'স' ও 'খ' সাঙ্কেতিক অক্ষরের দ্বারা যথাক্রমে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ কি খণ্ডিত বুঝিতে হইবে। [৫] লিপিকাল, অনেক গ্রন্থশেষে গ্রন্থ নকলের তারিখ দেওয়া থাকে। এই কলমে গ্রন্থ নকলের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থ রচনাকাল নহে। [৬] লিপিকারক, [৭] প্রদাতা—এই কলমে প্রদাতার নাম ও তাঁহার জন্মপল্লী এবং সাবডিভিসন উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রত্যেক পুথির বিস্তৃত বিবরণসহ তালিকা মুদ্রণ, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিবেচিত হওয়ায়, পরিষদে রক্ষিত সকল বাংলা পুথির এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রথম মুদ্রিত হইল।

১২১	লক্ষ্মণ বর্জ্জন	দত্ত মুকুন্দ [১০]	৭—১৮ খ		ব্রজবল্লভ	সতীশ চন্দ্র দেব বি
১২২	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৫ক] দত্ত কুমুদানন্দ [৭১]	২-৯০,৯২-১১৬খ		ভবানী প্রসাদদাস, এগারসতী	সাং লাউতা, করিম
১২৩	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [২৫ক]	১৩—২৯ খ		ব্রজবল্লভ	"
১২৪	রামায়ণ		২২—২৫ খ		ব্রজবল্লভ শর্ম্মা	"
১২৫	নলোপাখ্যান		১৩,১৪, ১৬—খ			"
১২৬	রামায়ণ বীরবাহুর যুদ্ধ		১—৩ খ			"
১২৭	অশ্বমেধ পর্ব্ব	সুবুদ্ধি রায় [১৪৫]	১—১৪৫ স	১১৪৭বাং	মাধবরাম সেন	"
১২৮	মহাভারত	দীন ভবানন্দ [৮৪ক, ৮৬ক]	৪৮-৫৯, ৬১—খ	১১৬৪বাং		"
১২৯	রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড		১—১৯ খ		শ্রীসুনারাম দাস	"
১৩০	গোবিন্দদাস ঠাকুরের পদ	গোবিন্দ দাস [৬]	১—৭ স	১২৬৫বাং	রামরতন দত্ত	"
১৩১	গুরুভক্তি চিন্তামণি	নরোত্তম দাস [৪]	১—৪ স	১২৫৮বাং	রামরতন দত্ত	"
১৩২	রামায়ণ	কল্যাণ দেব [৬]	২২-৯৪, ৯৯—খ			"
১৩৩	রামায়ণ	দত্ত কুমুদানন্দ [১২] অনন্ত [৩০]	২—১৬—খ			"
১৩৪	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৩, ১৬ক]	১—১৮ খ		শ্রীরামগঙ্গা দত্ত	"
	মহাভারত		৭—৮ খ			

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১৩৬	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস [১৩]	১—১৩ স			সতীশচন্দ্র দেব বি-এ
১৩৭	ক্রিয়াযোগসার	অনন্তরাম [৭]	৭-১৪,১৬,১০৫খ	১২৩০বাং	রামমোহন দেব	সাং লাউতা, করিমগং
১৩৮	হরগৌরী সংবাদ		১—৬ স	১২৫৫বাং		"
১৩৯	চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	১—১০ খ			"
১৪০	লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়	জয়চন্দ্র নরপতি [১৫]	১—১৪১ স	১২৫১বাং	রামপ্রসাদ দাস	"
১৪১	শ্রীনারদীয় পুরাণ	ভুবনেশ্বর বাচস্পতি [১৪২]	১—১৪২ স	১২৪৬বাং	রামপ্রসাদ দাস	"
১৪২	সত্যনারায়ণের পাঁচালী	রামকৃষ্ণ [২]	১—৩ স	১২৫৮বাং	রামরত্ন দত্ত	"
১৪৩	সত্যদেবের পাঁচালী		১—৭ খ			"
১৪৪	সত্যদেবের পাঁচালী	দ্বিজ রামকৃষ্ণ [৪]	১—৫ খ			"
১৪৫	সত্যদেবের পাঁচালী	জয়মুনি [৭, ১০]	১—১১ স		চণ্ডীপ্রসাদ দাস	,,
১৪৬	হাসিল দেবের পুস্তক		১—৬ স	১২০১বাং	উদয়রাম দেব	,,
১৪৭	মঙ্গলচণ্ডীর পুস্তক	তারাচান্দ দত্ত [৭]	১—৮ স	১২৩২বাং		,,
১৪৮	মঙ্গলচণ্ডীর পুস্তক	দ্বিজ জনার্দ্দন [২]	১—৬ স	১২১৩বাং	জীবনকৃষ্ণ গুহ	-
	[illegible]	[illegible]রাম দাস				

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১৫১	শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য	কৃষ্ণরাম দাস [১৫ ক]	১—১৫ স	১১৯৩বাং		সতীশচন্দ্র দেব বি-ও
১৫২	চমৎকার চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস [৮]	১—৮ স			সাং লাউতা, করিমগ
১৫৩	প্রার্থনা	নরোত্তম দাস [১৮]	১—১৮ স	১২৫৭বাং	গোপীকান্ত চৌধুরী	"
১৫৪	নারদীয় রসামৃত সিন্ধু	ভুবনেশ্বর বাচস্পতি	৬ খানি খাতা			"
১৫৫	"নবমিকার" মুদ্রিত ছয়টী গল্প	ক্ষীরোদচন্দ্র দেব	১ খানি খাতা			"
১৫৬	অর্জ্জুন গীতা	কৃষ্ণদাস [৯]	৬—৯ খ	১২৬৬বাং	রামচরণ রাউৎ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
১৫৭	অক্ষর চৌত্রিশ শ্লোক		১—৭ স		মাণিক্যরাম দেব	তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিমগ
১৫৮	আমানি তত্ত্ব	রঘুনাথ দাস [৪]	১—৪ স		গোলকচন্দ্র শর্ম্মা	"
১৫৯	আশ্রয় নির্ণয়	নরোত্তম দাস [৫]	১—৫ স	১২৫৪বাং	বিশ্বনাথ ধর	"
১৬০	আত্ম তত্ত্ব		১—৫ স	১২৫৪বাং	বিশ্বনাথ ধর	"
১৬১	আশ্রয় নির্ণয়	কৃষ্ণদাস [৪]	১—৪ স	১২৫৭বাং		"
১৬২	আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা		দুইসংখ্যকপত্র খ			"
১৬৩	কোকিল সংবাদ		১, ৬, ৭, খ			"
১৬৪	কর্ণমুনির পরণা	কৃষ্ণদাস [৫]	১—৫ খ			"
১৬৫	কৃষ্ণলীলা বিষয়ক		৫, ৭—২০ খ			"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১৬৬	ক্রিয়াযোগ সার	রামেশ্বর নন্দি [৫ক, ৭]	১—৬৪ স	১৭৩৪শক	গৌরীচরণ ভৃত্যামী	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
১৬৭	কৃষ্ণলীলা	দীন ভবানন্দ [৩ক] দীনকুমুদ [৪]	২-১৭,১৯-২১খ			তত্ত্বনিধি, মৈনা, কবিম
১৬৮	কলঙ্ক উদ্ধার	জগন্নাথ দাস [৫]	১—৫ স	১২২২বাং	মাণিক্করাম	”
১৬৯	কৃষ্ণকথা, শ্রীজীবগোসাইর	নিগূঢ় তত্ত্বকথা	১, ৪, ৭, প		শ্রীরাম দাস	”
১৭০	কৃষ্ণলীলামৃত	কৃষ্ণদাস	১ স	১২৫৭বাং		”
১৭১	কলঙ্ক ভঞ্জন	মদন [১৮ক, ২২ক]	১১—২৪ খ	১২৬৪বা	জয়নারাইন রাউৎ	”
১৭২	গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক		১ স			”
১৭৩	গৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক	কাঙ্গাল মনোহর [৩ ক]	১—৪ খ	১২৬৬বাং		”
১৭৪	গোপাল চরিত্র	গঙ্গারাম দাস [৪০ক]	১—৪২ স	১২৫৩বাং	সাহেবরাম ধর	”
১৭৫	গান		১ স			”
১৭৬	গৌরাঙ্গ পূজা		১—২ স			”
১৭৭	ঘরচণ্ডী		১—১৯ স	১২৩৯বাং		”
১৭৮	চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	১—৩ খ			”
১৭৯	কৃষ্ণকিঙ্কি					

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা			
১৮১	তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ		৫—৮ খ		মুকুন্দানন্দ দাস	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিম
১৮২	তুলসীর জন্ম		১—২ স			
১৮৩	দণ্ড টীকা	কৃষ্ণদাস [৩]	১—৩ স			"
১৮৪	দণ্ডাত্মিক পদ	গোবিন্দ দাস [১,৩,৫]	১—১১ স		রত্নগোবিন্দ দাস	"
১৮৫	নাম সংকীর্তন	নরোত্তম দাস	১—২ স	১২৬৩বাং	বিশুনরাম দাস	"
১৮৬	নাম স'কীর্তন	নরোত্তম দাস	১ স			"
১৮৭	নিয়ত মঙ্গলচণ্ডী		১—২৩ স	১২৩৯বাং	মানিকরাম দেব	"
১৮৮	নারদীয় পুরাণ		মাত্র২য় সংখ্যকপত্র			"
১৮৯	নল দময়ন্তী [নৈষধ বিজয়]	দেবীদাস [১১৪]	১—১৪৮ স	১২৪১বাং	রাজকৃষ্ণ দাস	"
১৯০	পদ্মাপুরাণ	ষষ্ঠীবর [৪]	১—১৩০ স		উদয়রাম দেবদাস	"
১৯১	পাণ্ডব গীতা	বাধা [১]	১—৬ খ			"
১৯২	প্রেমসিন্ধু উখাস		১—৫ স		বিষ্ণুরাম দাস	"
১৯৩	পদাবলী	গোবিন্দ দাস [১,২ক, ২,৩,৪,]	১—৫—খ			"
১৯৪	পদ্মাপুরাণ	ষষ্ঠীবর [২]	১—২ খ			"
১৯৫	বিবিধ মন্ত্র		মোট ২ পত্র খ			"

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
১৯৬	বৈষ্ণব বিধান	বলরাম দাস [৫৮]	১—৫ স	১২৬৬বাং	রামদাস	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
১৯৭	রামায়ণ [বীরাঙ্গুব যুদ্ধ]	কৃত্তিবাস [৬, ১৪]	১—১৭ খ			তত্ত্বনিধি, মৈনা, করি
১৯৮	বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী		১—২৬ খ			ঐ
১৯৯	বৈষ্ণব বন্দনা		১—২ খ			ঐ
২০০	বেদাদি তত্ত্বসার		২—১৯ খ	১২৬৮বাং	রামচরণ বাউৎ	ঐ
২০১	ব্রজলীলা জ্ঞানদীপ		১—৪ স	১২৬০বাং	ব্রজনাথ দেবদাস	ঐ
২০২	ব্রহ্মজ্ঞান ভাষা		১—৩ স			ঐ
২০৩	রামায়ণ [গালিবধ]	কৃত্তিবাস [২৪]	১—২৪ স			ঐ
২০৪	বিষঝাড়া		১—৫ স	১২৪৫বাং		ঐ
২০৫	ব্রজ ভজন		১—৩ খ			ঐ
২০৬	বিল্ব চরিত্র	বৃন্দাবন দাস [৯]	১—১১ স	১২৭৬বাং		ঐ
২০৭	বৃন্দাবন বর্ণন		১—৩ স	১২৬০বাং	কৃষ্ণদাস	ঐ
২০৮	বাবাহর ঠাকুরের পাঁচালী	রঘুনাথ [৭, ১০]	১—১০ স	১২৬২বাং		

সাবিত্রী

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২১১	মঞ্জরীগণের নাম		১ খ			অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২১২	মহাপ্রভুর তরঙ্গ		১—৩ স	১২৭০বাং	বিষ্ণুরাম দাস	তত্ত্বনিধি, মৈনা, কুমি
২১৩	মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ক	অনন্ত ব্রাহ্মণ [১৫]	১—২৯ খ		রাধাগোবিন্দ রাউৎ	" "
২১৪	যমগীতা	লস্কর দাস [৬]	২—৬ খ	১২৩৭বাং	শিবনারায়ণ দেব	"
২১৫	যোগবিষয়ক গ্রন্থ		২—৬ খ	১১৯৪বাং	আনন্দরাম দেব	"
২১৬	রসসাধ্য গ্রন্থ	নরোত্তম দাস [৩]	১—৩ স	১২৫৪বাং	বিশ্বনাথ ধর	"
২১৭	রতিশাস্ত্র		১—১৭ স	১২২২বাং		"
২১৮	রাগলহরী	লোচন দাস [৯]	১—৯ স	১২৭৪বাং		"
২১৯	রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক	মদন চান্দ [৫ক]	১—৯ খ			"
২২০	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [১৩ক]	৩—২১ খ			"
২২১	রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক		মাত্র ৩য় সংখ্যক পত্র			"
২২২	রূপসনাতন কথোপকথন		১—৯ স	১২৫৪বাং	রামনারাইন রাউৎ	"
২২৩	শ্রীরূপমঞ্জরী প্রার্থনা		১—৫ খ			"
২২৪	শ্রীরূপমঞ্জরী প্রার্থনা		১—২ স	১২৪৪বাং		"
২২৫	শ্রীরূপগোসাইর সূচক		১ খ			

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২২৬	শ্রীরূপগোসাইর নিগূঢ় তত্ত্ব-	জিজ্ঞাসা	১—২ খ			অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২২৭	রামায়ণ [লবকুশের যুদ্ধ]	অনন্ত পণ্ডিত [২ক]	১—৪ খ			তত্ত্বনিধি, মৈনা, করি॰
২২৮	রামায়ণ [লঙ্কাকাণ্ড]	কৃত্তিবাস [৪]	১—৯ খ			”
২২৯	শ্রীচৈতন্য চরিত্র	মিশ্র পুরন্দর [১০]	১—১০ স	১২৪৩বাং		”
২৩০	শ্রীচৈতন্য লীলা		১—১১	১২০৯বাং	নন্দরাম দেবদাস	”
২৩১	শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল	জয়ানন্দ [৪]	১-১৪,১৭-১৮৭ খ	১৩০২বা		”
২৩২	রামায়ণ [শতস্কন্ধ বধ]	কৃত্তিবাস [১১ক]	১—২৮ স	১২১১বাং		”
২৩৩	শক্তি বিচার		২—৩ খ		কমলচরণ দাস	”
২৩৪	স্বকীয়া পরকীয়া বিচার	নরোত্তম দাস [৩]	২—৩ খ			”
২৩৫	স্বরূপ লক্ষণ		১ খ			”
২৩৬	সহজ ধর্ম্ম		১ খ			”
২৩৭	সাধন বিষয়ক	নরোত্তম দাস [৭]	১ খ	১২৬৬বাং	মুকুন্দানন্দ দাস	”
২৩৮	সুদাম চরিত্র	বিপ্র পীতরাম [৩ক.৯]	১—৪ স	১২২৩বাং	হরেকৃষ্ণ দাস	”